NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ কেনেডি হত্যাকাণ্ডে ৮০ হাজার পৃষ্ঠার গোপন নথি প্রকাশ

শেষ মুহূর্তে পরিবর্ত ক্রিকেটার নিল কেকেআর, কী রয়েছে নিয়মে ৭

কলকাতা ১৯ মার্চ ২০২৫ ৫ চৈত্র ১৪৩১ বুধবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৭৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 19.03.2025, Vol.18, Issue No. 276, 8 Pages, Price 3.00

সংবিধান মেনেই আধারে জুড়ছে এপিক, বড় সিদ্ধান্ত কমিশনের

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ: এপিক নিয়ে বিতর্কের অন্ত নেই। দেশজোড়া চাপানউতোর, রাজনৈতিক বিতর্ক, ধোঁয়াশার মধ্যে এবার বড় পদক্ষেপ কমিশনের। সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশ মেনেই আধারের সঙ্গে এপিক কার্ডের সংযুক্তিকরণ প্রক্রিয়া শুরু করতে চলেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। কীভাবে এই প্রক্রিয়া চলবে তা নিয়ে টেকনিক্যাল এক্সপার্টদের সঙ্গে বৈঠক শুরু হবে বলে কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে।

মঙ্গলবার এ নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টের বড় কর্তারা। ছিলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব, লেজিসলেটিভ ডিপার্টমেন্টের সচিব, এবং আধার সিইও-সহ একাধিক টেকনিক্যাল এক্সপার্ট। বৈঠকের পরেই কমিশনের তরফে নতুন সিদ্ধান্তের কথা জানানো হল।

একইসঙ্গে কমিশনের বক্তব্য, সংবিধান অনুযায়ী একজন ভারতীয়ই ভোট দিতে পারেন, এবং আধার কার্ড তার পরিচয়পত্র হিসেবে কাজ করে। কমিশন জানিয়েছে, ভোটার কার্ডের সঙ্গে আধার সংযুক্তিকরণ হবে সংবিধানের ৩২৬ ধারার ২৩(৪), ২৩(৫),২৩(৬) ধারা এবং রিপ্রেজেন্টেশন অফ পিপলস অ্যাক্ট ১৯৫০ এবং সুপ্রিম কোর্টের রায় মেনেই।

প্রসঙ্গত, এপিক বিতর্কে তৃণমূল-সহ অন্যান্য বিরোধী দলগুলির অভিযোগের পরই নড়েচড়ে বসে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। বিবৃতিও দেওয়া হয় কমিশনের তরফে। স্পষ্ট বলা হয়েছিল তিন মাসের মধ্যে ভোটার তালিকা সংশোধন হবে। শুধু তাই নয়, প্রত্যেক ভোটারের জন্য তারা 'ইউনিক এপিক নম্বর' তারা ইস্যু করবে। আর এ ক্ষেত্রেই তাঁদের বড় ভরসা আধারের উপর। অর্থাৎ আধারের আধারের সঙ্গে তাঁরা যে ভোটারের সংযুক্তিকরণের পথে হাঁটবে সেই ইঙ্গিত আগেই মিলেছিল। শেষ পর্যন্ত কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সেদিকে নজর ছিল গোটা দেশের।

স্বাগত জানালেন অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন: নির্বাচন কমিশনের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। নিজের এক্স হ্যান্ডলে কমিশনের এই সিদ্ধান্ত পোস্ট করে তিনি লেখেন, আধারের সঙ্গে এপিক নম্বর জুড়লে রিগিং ফ্রি নির্বাচন করানো সম্ভব হবে। এর ফলে ভারতের মতো মহান দেশের গণতন্ত্রকেও আরও শক্তিশালী করবে।

রামনবমীর মিছিল আটকাতে হিমশিম খাবে পুলিশ: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: সময় যত এগোচ্ছে ততই রামনবমীর মিছিলকে কেন্দ্র করে তুঙ্গে উঠছে রাজনৈতিক তরজা। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেছেন এ বছর রামনবমীর মিছিল এত হবে যে রাজ্য ও কলকাতা পুলিশ শুধু নয়, সিভিক ভলান্টিয়ার যত আছে তারাও রাস্তায় নেমে হিমশিম খাবে। মিছিল আটকানো যাবে না। ৭ এপ্রিল হাওড়ার শ্যামপুরে রামনবমীর মিছিলে যোগ দেবেন শুভেন্দু অধিকারী। ৪ এপ্রিল মেদিনীপুরের এগরাতে রামনবমীর মিছিলে যাবেন রাজ্যের বিরোধীদল নেতা।

অপরদিকে, তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ দাবি করেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা এবং বিজেপি উন্নয়নের কথা ভাবছে না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজ্যের মানুষের বাড়ি, কাপড়, খাদ্য যাতে সঠিকভাবে যোগান পায় সেই ব্যবস্থা করতে যখন ব্যস্ত, সেই সময় কেন্দ্রের সমস্ত অনুদানের টাকা বন্ধ করে দিয়ে বিজেপি নজর ঘোরাতে এই ধরনের নানা ইস্যুকে সামনে আনছে। সাধারণ মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প আছে তার কোন না কোনটির সঙ্গে যুক্ত। তাই সাধারণ মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রয়েছেন।

অপরদিকে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করেন এবারের রামনবমীর মিছিলের জন্য অনুমতি নিতে পুলিশের পক্ষ থেকে যে উদ্যোক্তাদের জন্য ফর্ম ফিলাপ করতে বলা হচ্ছে তাতে নতুন এমন কিছু বিষয় যুক্ত করা হয়েছে সেগুলি যেন কোনো মিছিল উদ্যোক্তারা ফিলাপ না করে। রাজ্যের ডিজি রাজীব কুমার এবং কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মার নাম উল্লেখ করে বিরোধী দলনেতা হুমকি দেন যত খুশি পুলিশ নামান এবারে সর্বত্র রামনবমীর মিছিল হিন্দুরা করবে গর্বের সঙ্গে।

শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, গত বছর যেভাবে রাম নবমীর মিছিলের রুট ছিল সেই বিষয়টিকে মাথায় রেখে সেই রুট-সহ পুলিশের কাছে আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। নতুন ফর্মে যে সকল বিজয় নতুন সংযুক্ত হয়েছে সেটা যেন কেউ বলেও ফিলাপ না করে। গত বছর হাওড়ার শ্যামপুর ও পূর্ব মেদিনীপুরের এগরাতে যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে সেই কথা উল্লেখ করে শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেন দুই জায়গাতেই তিনি ৭ও ৮ এপ্রিল মিছিলে পা মেলাবেন। এই বিষয়ে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ দাবী করেন রাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন উন্নয়নকে হাতিয়ার করছে সাধারণ মানুষের জন্য সেই সময় জনসাধারণের নজর ঘোরাতে বিজেপি এবং বিরোধী দল নেতা অন্য ইস্যুকে সামনে আনছে। মানুষ এতে বিচলিত হবে না। একই সঙ্গে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী জানান, বুধবার বারুইপুরে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় যেই কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত সেখানে বিজেপি বিধায়করা মিছিল করবে।

পাল্টা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, তার এলাকায় বিজেপি মিছিল করলে তার কিছু বলার নেই। তবে মানুষের কি প্রতিক্রিয়া হবে তা তিনি বলতে পারবেন না। বিজেপির তার বিধানসভা এলাকায় মিছিল করলে কোনও সমস্যা তার নেই। তবে বিধানসভার অধ্যাপক হয়েও জানান মঙ্গলবার বিজেপির বিধায়করা হলেই বা দোলের গোলমালের সঙ্গে হিন্দু হিন্দুত্ব শধগুলো জুড়তে চেয়েছিল। তিনি বিধানসভার রেকর্ড থেকে সেগুলো বাদ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। যত সময়ে হচ্ছে রাম নবমীর মিছিলকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তরজা ও পারদ চড়তে শুরু করেছে।

স্পিকারের সিদ্ধান্তে শুভেন্দুর তোপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় 'হিন্দুত্ব' শধের ব্যবহারে বিধিনিষেধ আরোপ করায় রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। বিধানসভার স্পিকার ও বারুইপুর পশ্চিম কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক 'হিন্দুত্ব' শধটি এক স্থগিত প্রস্তাব থেকে বাদ দেওয়ায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তীব্র সমালোচনা করেছেন।

শুভেন্দু অধিকারী তাঁর এক্স পোস্টে প্রশ্ন তুলেছেন, 'হিন্দুত্ব শধটি কি অসাংবিধানিক বা অশোভনীয়? কীভাবে তিনি এই শধটি মুছে দিতে পারেন?' তিনি স্পিকারের এই পদক্ষেপকে হিন্দু-বিরোধী মনোভাবের প্রতিফলন হিসেবে উল্লেখ করে দাবি করেছেন, তৃণমূল কংগ্রেস হিন্দুদের প্রতি বিরূপ। তিনি আরও বলেন, 'আমরা পিছু হটব না। আমরা আমাদের কণ্ঠস্বর তুলে যাব এবং তাঁকে 'হিন্দুত্ব' শধটি শুনতে বাধ্য করব, যা তিনি এতটাই অপছন্দ করেন।'

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এবার রাজসাক্ষী পার্থের জামাই

নিজস্ব প্রতিবেদন: জবানবন্দি আগেই দিয়ে দিয়েছেন তিনি। এ বার নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে 'রাজসাক্ষী' হচ্ছেন তাঁর জামাই কল্যাণময় ভট্টাচার্য। এই মামলায় পার্থের সঙ্গে অভিযুক্তদের তালিকায় ছিলেন তিনিও। সূত্রের খ বর, রাজসাক্ষী হওয়ার পর তিনি আর অভিযুক্ত থাকবেন না।

আমেরিকা প্রবাসী কল্যাণময় এখ ন কলকাতায়। গোপন জবানবন্দির মাধ্যমে প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আদালতে পেশ করতে চাইছেন বলে আইনজীবী মারফত আবেদন করেছিলেন কল্যাণময়। বিচারক ওই আবেদন মঞ্জুরও করেন। তিনি কলকাতা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতকে দ্রুত কল্যাণময়ের গোপন জবানবন্দি নেওয়ার নির্দেশ দেন।

নিয়োগ মামলার পঞ্চম অতিরিক্ত চার্জশিট আদালতে জমা দেয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। কী ভাবে, কোন সংস্থার মাধ্যমে আর্থিক তছরুপ হয়েছে, ওই চার্জশিটে তা উল্লেখ করা হয়েছে। কল্যাণময়কে এই চার্জশিটে অন্যতম অভিযুক্ত হিসাবেও চিহ্নিত করা হয়। ইডি সূত্রের দাবি, পার্থের জামাইকে একাধিক বার জেরা করে জানা গিয়েছে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোকজনকে নগদে টাকা দিতেন পার্থ। সেই টাকাই আবার ফিরে আসত তাঁর স্ত্রীর নামে তৈরি 'বাবলি চ্যাটার্জি মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট'-এ। আর এ ভাবেই ওই ট্রাস্ট হয়ে উঠেছিল দুর্নীতির অন্যতম 'আঁতুড়ঘর'। ইডির আরও দাবি, এ ভাবেই নিয়োগ দুর্নীতির কালো টাকা পার্থের প্রয়াত স্ত্রীর নামে ট্রাস্ট এবং কল্যাণময়ের নানা সংস্থার মাধ্যমে সাদা করা হয়েছিল। কল্যাণময় এবং তাঁর সংস্থার নামে অভিযোগও দায়ের হয়। প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত পার্থ এখন ইডি-র মামলায় জামিন পেলেও সিবিআইয়ের মামলায় জেলবন্দি।

মহাকুম্ভের সাফল্য নিয়ে লোকসভায় বক্তব্য পেশ করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি তোপ রাহুল গান্ধির

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ: মহাকুম্ভের সাফল্য নিয়ে লোকসভায় বক্তব্য পেশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মঙ্গলবার সংসদের বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্বে লোকসভায় বলতে ওঠেন তিনি। বক্তব্যের শুরুতেই মহাকুম্ভের সাফল্যের জন্য দেশের মানুষকে ধন্যবাদ জানান মোদি। বলেন, 'প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভের সাফল্যের নেপথ্যে যাঁদের অবদান, দেশের সেই সব কোটি কোটি মানুষকে আমি নতমস্তকে প্রণাম জানাচ্ছি।'

মহাকুম্ভের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার প্রশংসা করে মোদি বলেন, 'গোটা বিশ্ব ভারতের শক্তি দেখেছে। যাঁরা আমাদের ক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন, মহাকুম্ভ তাঁদের জবাব দিয়েছে।' প্রধানমন্ত্রী এ-ও জানান যে, মহাকুম্ভে 'ভারতীয় ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির উদযাপন' হয়েছে। সাম্প্রতিক মরিশাস সফরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে প্রধানমন্ত্রী জানান, সে দেশে তিনি পবিত্র গঙ্গাজল নিয়ে গিয়েছিলেন। মোদির সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শুরু হতেই বিরোধী বেঞ্চ থেকে হইচই শুরু হয়। স্পিকার ওম বিড়লা বিরোধীদের সংসদীয় নিয়মকানুনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য নিয়ে কোনও প্রশ্ন তোলা যায় না।' তার পরেও হইচই থামেনি। দুপুর ১টা পর্যন্ত লোকসভার অধিবেশন স্থগিত করে দেন স্পিকার। ফেব্রুয়ারিতে কুম্ভমেলা শেষ হয়ে যাওয়ার পর সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। ৪৫ দিন ধরে 'একতার মহাযজ্ঞ' পরিচালনার জন্য তিনি ধন্যবাদ জানান উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথ সরকারকে। কুম্ভে পুণ্যার্থীরা প্রয়াগরাজে গঙ্গা, যমুনা এবং পৌরাণিক সরস্বতী নদী; এই ত্রিবেণি সঙ্গমে পুণ্যস্নান করেছেন। এই তিন নদীর নামোল্লেখ করে মোদি লিখেছিলেন, 'মা গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতীর কাছে প্রার্থনা করে বলছি, আমাদের পুজোয় কোনও খামতি থাকলে ক্ষমা করে দেবেন।'

রাহুল গান্ধি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী যে বলছেন কুম্ভ আমাদের ঐতিহ্য, ইতিহাস এবং সংস্কৃতি। আমরা সেটাকে সমর্থনই করতে চেয়েছিলাম। আমাদের একমাত্র আপত্তির জায়গা হল যারা কুম্ভে গিয়ে প্রাণ হারালেন, পদপিষ্ট হলেন তাঁদের জন্য শোকপ্রকাশটাও করলেন না।' তাঁর কটাক্ষ, 'আমি তো জানতাম গণতন্ত্রে বিরোধী দলনেতারও বলার সুযোগ পাওয়ার কথা। কিন্তু এটাই বোধ হয় নতুন ভারত। যেখানে বিরোধীদের বলার সুযোগ দেওয়া হয় না।' রাহুল বলেন, 'কুম্ভ মেলায় কোটি কোটি মানুষ অংশ নিয়েছেন ঠিক কথা। কিন্তু হাজার হাজার মানুষ কাজের সুযোগ চেয়েছিলেন। সেটা নিয়েও কথা বলা উচিত ছিল প্রধানমন্ত্রীর।'

দল যা বলবে মেনে চলবেন হুমায়ুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: দলীয় শৃঙ্খলা মেনে চলবেন। বিধায়ক হিসেবে তিনি শৃঙ্খলার উর্ধ্বে নন। মঙ্গলবার শৃঙ্খলারক্ষা কমিটিতে হাজিরা দিয়ে এভাবেই বাধ্য কর্মীর মতো দলের কথা মেনে নিলেন ভরতপুরের বিতর্কিত তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। এগিন বিধানসভায় শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির সামনে তাঁকে সশরীরে উপস্থিত হতে বলা হয়েছিল। সেখ ানে হাজির হয়ে হুমায়ুন জানিয়ে দিলেন, দলীয় শৃঙ্খলা মেনে চলবেন তিনি। এদিন শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির তরফ থেকে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, সংবিধানের শপথ নিয়ে এমন কিছু বলা যায় না যাতে উত্তেজনা তৈরি হতে পারে। কাজেই তিনি যে ধরনের কথা বলছেন, তা সংবিধান সমর্থন করে না। সেই জায়গা থেকে তাঁকে এটা বুঝতে হবে কী করা যায়, কী করা যায় না। এদিন এই বৈঠকে নিজের ভুল স্বীকার করে নিয়েছেন হুমায়ুন।

তবে এই বৈঠক থেকে হুমায়ুনের মত বাকি বিধায়কদেরও সতর্ক করা হয়েছে। ইচ্ছেমতো যখ ন-তখন মুখ খুলে দলকে অস্বস্তিতে ফেললে তা সহ্য করা হবে না, বার্তা দেওয়া হয়েছে শৃঙ্খলারক্ষা কমিটিতে। এক্ষেত্রে সকলকেই নির্দিষ্ট নিয়ম নীতি মেনে চলতে হবে। রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'মঙ্গলবার হুমায়ুনকে বলা হয়েছে, বিধায়ক হিসেবে কিছু নিয়ম আছে, যেগুলো মেনে চলতেই হবে। তোমার মনে ক্ষোভ, দুঃখ থাকতেই পারে। কিন্তু এমন কিছু বলতে পারো না, যেটা সংবিধান সম্মত নয়। তোমার কিছু বক্তব্য থাকলে, তা বলার জায়গা অন্য। তবে জনসমক্ষে দাঁড়িয়ে তুমি যে ধরনের কথা বলছ, তা তুমি বলতে পারো না।' এদিন পরিষদীয় দলের সঙ্গে বৈঠক শেষে ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর জানিয়েছেন, আলোচনা ভালোই হয়েছে। শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির সদস্যরা তাঁর কথা মন দিয়ে শুনেছে। এবং যা নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁরা তাতে তিনি খুশি। একইসঙ্গে তিনি এটাও জানান, বিধায়ক হিসাবে তিনি দলীয় শৃঙ্খলার উর্ধে নন। তাই দলের নির্দেশ এবং শৃঙ্খলা তিনি মেনে চলবেন। নির্দেশ বা শৃঙ্খলা মেনে চলার কথা বললেও শেষ পর্যন্ত ভরতপুরের বিধায়ক কতদিন এই নির্দেশ মেনে চলেন সেটা দেখার। কারণ, এই নিয়ে দ্বিতীয়বার তাঁকে শোকজ করা হলো। এর আগেও শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে তাঁকে শোকজ করা হয়েছিল। দলীয় শৃঙ্খলা আরেকবার ভাঙলেই তাঁর ওপর সাসপেনশনের খাঁড়া নেমে আসতে পারে।

সুনীতাকে ভারতে আসার আবেদন করে চিঠি মোদির

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ: ন'মাসের বেশি সময় মহাকাশে কাটিয়ে পৃথিবীতে ফেরার পথ ধরেছেন সুনীতা উইলিয়ামস। সঙ্গে রয়েছেন নভশ্চর বুচ উইলমোর-সহ ৪ জন। এই আবহে এ বার সুনীতাকে লেখা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির একটি চিঠি প্রকাশ্যে এসেছে। সুনীতার সঙ্গে ভারতের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর প্রতি আন্তরিক অনুভূতি প্রকাশ করেছেন।

দিন কয়েক আগেই মহাকাশচারী মাইক ম্যাসিমিনোর সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন মোদি। চিঠিতে সেই বৈঠকের কথা উল্লেখ করে তিনি লেখেন, 'মহাকাশচারী মাইক ম্যাসিমিনোর সঙ্গে কথা বলার সময় আপনার (সুনীতা উইলিয়ামস) নাম আসে। আপনার এবং আপনার কৃতিত্ব নিয়ে আমরা কতটা গর্বিত, তা নিয়ে আলোচনা করেছি।' মোদি জানান, আমেরিকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে যখনই তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে, তখনই সুনীতার বিষয়ে খে াঁজখবর নিয়েছেন।

মোদি তাঁর চিঠিতে আরও লেখেন, '১.৪ বিলিয়ন (১৪০ কোটি) ভারতীয় সব সময়ই আপনার কৃতিত্বে গর্ববোধ করি। সাম্প্রতিক ঘটনাবলি আবার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। হাজার হাজার মাইল দূরে থাকলেও আপনি আমাদের হৃদয়ের কাছেই রয়েছেন। ভারতীয়েরা আপনার সুস্থতা এবং সাফল্য কামনা করেন।'

মহাকাশ থেকে ফিরে ভারতে আসার জন্য সুনীতাকে আমন্ত্রণও জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। চিঠিতে তিনি লেখেন, 'ফিরে আসার পর ভারতে আপনাকে দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। ভারতের জন্য তার সবচেয়ে খ্যাতিমান কন্যাদের এক জনকে আতিথ্য দেওয়া আমাদের কাছে আনন্দের বিষয়।' মোদির কথায় উঠে এসেছে সুনীতার বাবা দীপক পাণ্ড্য, মা বনি এবং স্বামী মাইকেল উইলিয়ামসের কথাও। উল্লেখ্য, মোদি গত ১ মার্চ সুনীতার উদ্দেশে এই চিঠি লেখেন। তবে সুনীতা ফেরার যানে ওঠার পরই সেই চিঠি প্রকাশ্যে এল।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৭/০৩/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৩১৪ নং এফিডেভিট বলে Manoj Samanta S/o. Bholanath Samanta ও Monoj Samanta S/o. Lt. B. N. Samanta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৭/০৩/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৩১৩ নং এফিডেভিট বলে Debasis Saha S/o. Bishwanando Saha ও Debashis Saha S/o. B. N. Saha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৮/০৩/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ২১৭৫ নং এফিডেভিট বলে Aloke Kumar Paul S/o. Rabindra Nath Paul ও Aloke Kr. Paul S/o. R. K. Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৮/০৩/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ২১৩৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Asha Jain (old name) W/o. Jitendra Kumar Jain, R/o. Manushpur Basti, Bandel, Chinsurah, Hooghly-712123, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Ashadebi Jain (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Asha Jain & Ashadebi Jain W/o. Jitendra Kumar Jain উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার কন্যা Riddhi Jain.

নাম-পদবী

গত ১৭/০৩/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৯ নং এফিডেভিট বলে Ratna Ray D/o. Debiprasad Ray ও Ratna Roy D/o. D. Roy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৭/০৩/২০২৫ নোটারী পাবলিক, চন্দননগর, হুগলী, কোর্টে ২৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Asok Datta (old name) S/o. Parimal Dutta R/o. Shyam Master Lane, Bagbazar, Chandannagar, Hooghly-712136, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Ashok Kumar Datta (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Asok Datta & Ashok Kumar Datta S/o. Parimal Dutta উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৮/০৩/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ২১৩৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Ridhi Jain (old name) D/o. Jitendra Kumar Jain, R/o. Manushpur Basti, Bandel, Chinsurah, Hooghly-712123, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Riddhi Jain (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Ridhi Jain & Riddhi Jain D/o. Jitendra Kumar Jain উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১১/০৩/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪২ নং এফিডেভিট বলে Susil Kumar Pal S/o. Suresh Chandra Pal ও Sushil Kumar Pal S/o. S. Ch. Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৮/০৩/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ২১৩৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Jeetendra Jain (old name) S/o. Surendra Jain, R/o. Manushpur Basti, Bandel, Chinsurah, Hooghly-712123, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Jitendra Kumar Jain (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Jeetendra Jain & Jitendra Kumar Jain S/o. Surendra Jain উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার কন্যা Riddhi Jain.

নাম-পদবী

গত ১৮/০৩/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ২১৩৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Vidya Chhatri (old name) W/o. Arnab Roy, R/o. 59, Thakurgoli, Chinsurah, Hooghly-712101, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Vidya Chhatri Roy (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Vidya Chhatri & Vidya Chhatri Roy W/o. Arnab Roy উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি পঞ্চানন মিত্র, পিতা- ৺কালীপদ মিত্র, সাং- ভাতজাংলা কালীপুর, পোঃ- ভাতজাংলা, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, আমার ৪৭৮৩/ ১৯৯৭ নং জমির দলিলে নাম খোকন কুমার মিত্র হইয়াছে। ১৮.০৩.২০২৫ তারিখের কৃষ্ণনগর ১ম শ্রেণী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের এফিডেভিটবলে পঞ্চানন মিত্র ও খোকন কুমার মিত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম/পদবী পরিবর্তন

আমি, অরিজিতা দে, প্রতীক কুমার দাসের স্ত্রী, 201A, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, পি.ও. ও পি.এস. যাদবপুর, কলকাতা 700033 নিবাসী, উল্লেখ্য যে কিছু নথিতে আমার নাম ভুলবশত অরিজিতা দাস হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। আমি বিচারক ম্যাজিস্ট্রেট, কলকাতার সম্মুখে এফিডেভিট নং 02AC 863842 তারিখ 03-03-2025 এর মাধ্যমে শপথবদ্ধভাবে নিশ্চিত ও ঘোষণা করছি যে, অরিজিতা দে এবং অরিজিতা দাস উভয়েই একই ও অভিন্ন ব্যক্তি।

Change of Name

I, **Shri SYED MOHAMMAD TARQUE**, F/o **SYED TABISH IRFAN** residing at Vill.- Inda, Vidyasagarpur, P.O.- Inda, P.S. - Kharagpur (Town), Dist.- Paschim Medinipur, shall henceforth be known as **Syed Md. Tarik** as declared In the Court of the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Midnapore, Dist. : Paschim Medinipur vide Affidavit No. 5658 Dated 07/03/2025. **Shri SYED MOHAMMAD TARQUE** and **Syed Md. Tarik** both are same and identical person.

NOTICE

I, Sk Md Anas S/o Sk Md Illius resident of Khudirampally, Bahir Sarbamangla Para, P.O- Burdwan, P.S – Burdwan Sadar, Dist – Purba Bardhaman, PIN-713101 declare that in my birth Certificate my mother's Name has been recorded as Mahamuda Begum instead of Mahamuda Khatun as mentioned in her Aadhar Card.That Mahamuda Khatun and Mahamuda Begum both are same and one identical person i.e., my mother vide affidavit dated 27.02.2025 before The 1st Class Judicial Magistrate at Burdwan Dist- Purba Bardhaman

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি ১. গোপা দত্ত, স্বামী- সুশান্ত কুমার দত্ত ২. সুশান্ত কুমার দত্ত, পিতা- জ্যোতিরীন্দ্র নাথ দত্ত উভয়ে একত্রে ৯২ নং কৃষ্ণনগর মৌজায় ইং- ২৮.০৮.২০০০ তারিখে কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১৩০ নং আমমোক্তার বলে সিদ্ধার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় (ব্যানার্জী) পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার পলাশ বরণ চক্রবর্তীর নিকট হইতে ৯২ নং কৃষ্ণনগর মৌজায় এল.আর. ১০৫৮২ নং খতিয়ান হইতে এল.আর. ৪০১৭ নং দাগে .০৫০০ একর জমি ক্রয় করিয়াছি উক্ত খতিয়ানে বা আমমোক্তার নামায় কারোর কোন প্রকার অভিযোগ থাকলে ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে এসে যোগাযোগ করিবেন।

Bidesh Pramanik, Advocate
WB.(F) 866/1715/2017
KRISHNANAGAR JUDGE'S COURT

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমি শিখা সেন, পিতা-মৃত কালো সেন, সাং-নবপল্লী, পলতা, থানা-নোয়াপাড়া, জেলা- উঃ ২৪ পরগণা, আমার মাতা শ্রীমতী মীরা সেন এর স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বিকাশ ভবন শাখায় একটি এ্যাকাউন্ট আছে, যাহার এ্যাকাউন্ট নম্বর- ২০১০৯৮৮৩৩১৪, উক্ত এ্যাকাউন্টে ARPJTA BHATTACHARJEE নামে এক ব্যক্তির নাম নমিনিতে নথিভুক্ত আছে। আমার মাতা শ্রীমতী মীরা সেন বর্তমানে মৃত, আমি আমার পিতা মাতার একমাত্র সন্তান এবং আমার মৃত পিতা মাতার সমস্ত স্থাবর -অস্থাবর সম্পত্তি পাইবার একমাত্র অধিকারিনী, বর্তমানে আমি আমার মায়ের উক্ত এ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলতে ইচ্ছুক। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে, অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আমাকে উপরোক্ত ঠিকানায় উপযুক্ত প্রমাণ সহ আপত্তি জানাইবেন। নচেৎ আর কোন আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

বিণীতা-
শিখা সেন
মোবাইল নং-৮১০০৪০৪৪৬৩

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো যাচ্ছে যে, আমার মক্কেল **শ্রী বুদ্ধদেব ঘোষ**, পিতা গোপাল ঘোষ, ঠিকানা সেইয়া, পাউনান, পোলবা, হুগলী-৭১২৩০৫, পঃবঃ, নিম্নলিখিত সম্পত্তিটি **শ্রী সুবীর ঘোষ**, পিতা গোবিন্দ ঘোষ, ঠিকানা সেইয়া, পাউনান, পোলবা, হুগলী-৭১২৩০৫, পঃবঃ মহাশয়কে ১১,৭৫,০০,০০০/- টাকার বিনিময়ে বিক্রয় করতে আগ্রহী। আমার উল্লিখিত মক্কেল বর্তমানে উক্ত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের স্বত্বাধিকারী, যেটি জেলা হুগলী, থানা পোলবা, জে.এল. নং ৪৮, মৌজা বনসেয়ে, হাল দাগ নং ৬১, জমির পরিমাণ ১৭ শতক। উক্ত সম্পত্তি বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও., পোলবা-দাদপুর ব্লক-এ খতিয়ান নং ৪৪৮ হিসেবে নিবন্ধিত রয়েছে।

প্রকাশ থাকে যে, যদি কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের উক্ত সম্পত্তির ওপর কোনো দাবী, অংশ, স্বত্ব, অধিকার বা অন্য কোনো আপত্তি থাকে, তবে তারা এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে যথাযথ প্রামাণ্য নথিসহ নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে অবহিত করবেন। উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কোনো আপত্তি বা দাবী উত্থাপিত না হলে, তা পরিত্যক্ত বলে গণ্য হবে এবং ভবিষ্যতে কোনো দাবী গ্রহণযোগ্য হবে না। অতঃপর আমার মক্কেল নির্ধারিত বিক্রয় লেনদেন সম্পন্ন করবেন।

সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১) ওবায়েদ উল হক, পিতা - মরহুম মহঃ সইদুল হক, সাং – মহাদেবপুর, পোঃ ও থানা পান্ডুয়া, হুগলী, পিন নং - ৭১২১৪৯ । বিগত ইংরাজীর ২১/০১/২০২৫ তারিখে এ. ডি. এস. আর. পান্ডুয়া অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I - ০৩২৯/২০২৫ নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (**মহম্মদ ইসলাম**, পিতা- মরহুম মহম্মদ আলম) সাং - ইলামপুর, পোঃ-তিন্না, থানা- পান্ডুয়া, জেলা - হুগলী, পিন নং ৭১২১৪৯ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন নিম্ন তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি ১) এ.ডি.এস.আর পান্ডুয়া অফিসে ১১/০২/২০২৫ তারিখে রেজিস্ট্রীকৃত ০৬৯৬/২০২৫ নং দলিল মূলে **তামান্না পারভিন**, পিতা মহঃ মুস্তাক, সাং মহাদেবপুর, পোঃ ও থানা - পান্ডুয়া, হুগলী, পিন নং - ৭১২১৪৯ । ২) এ. ডি. এস. আর পান্ডুয়া অফিসে ১১/০২/২০২৫ তারিখে রেজিস্ট্রীকৃত ০৬৯৮/২০২৫ দলিল মূলে **চাঁদ মহম্মদ**, পিতা - কামালউদ্দিন, মহাদেবপুর, পোঃ ও থানা - পান্ডুয়া, হুগলী, পিন নং - ৭১২১৪৯ । ৩) এ. ডি. এস. আর পান্ডুয়া অফিসে ১১/০২/২০২৫ তারিখে রেজিস্ট্রীকৃত ০৬৯৫/২০২৫ দলিল মূলে সায়েরা বিবি, স্বামী- **মহম্মদ কলিম**, মহাদেবপুর, পোঃ ও থানা - পান্ডুয়া, হুগলী, পিন নং - ৭১২১৪৯। ৪) এ. ডি. এস. আর পান্ডুয়া অফিসে ২২/০১/২০২৫ তারিখে রেজিস্ট্রীকৃত ০৩৮৫/২০২৫ দলিল মূলে **সামিনা খাতুন**, স্বামী – সেখ সামিম হোসেন, মহাদেবপুর, পোঃ ও থানা - পান্ডুয়া, হুগলী, পিন নং - ৭১২১৪৯। মহাশয়গনকে একুনে ৪ টি পৃথক কোবালা দলিল মূলে সম্পত্তি বিক্রয় করি ।

তপশীল:- জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা মহাদেবপুর, জে. এল. নং ৪২, হাল. এল. আর. ৯২৩ খতিয়ানে ১) সাবেক তথা হাল ৪৮৪ দাগে শুনা বর্তমানে ভিটি জমি ১৲ আনায় ১৯ শতকের মধ্যে ৩.৩২ শতক । ২) সাবেক তথা হাল ৪৫৮ দাগে খামার বর্তমানে ভিটি জমি ১৲ আনায় ৫৯ শতকের মধ্যে ৭.০৩ শতক । ৩) সাবেক তথা হাল ৪৯৫ দাগে ভিটি জমি ১৲ আনায় ১৭ শতকের মধ্যে ৩.১৩ শতক ।একই খতিয়ানে ৪৯৬ দাগে ভিটি ১৲ আনায় ৩৩ শতকের মধ্যে ২.৬৬ শতক মোট - ৫.৭৯ শতক । ৪) সাবেক তথা হাল ৪৮৪ দাগে শুনা বর্তমানে ভিটি জমি ১৲ আনায় ১৯ শতকের মধ্যে ৪.৯৮ শতক । একুনে ৪ টি পৃথক দলিল মূলে ২১.৩৯ শতক আমমোক্তার নামা দলিল মূলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে । এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে ১) **তামান্না পারভিন**, পিতা – মহঃ মুস্তাক, ২) **চাঁদ মহম্মদ**, পিতা - কামালউদ্দিন, ৩) **সায়েরা বিবি**, স্বামী - মহম্মদ কলিম, ৪) **সামিনা খাতুন**, স্বামী - সেখ সামিম হোসেন, উক্ত খরিদা জমি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি. এল. এ্যান্ড এল. আর. ও পান্ডুয়া অফিসে আবেদন করিয়াছেন । ইহাতে কাহার ও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে। ইতি- **মহম্মদ ইসলাম (আমমোক্তার)**

লিগ্যাল নোটিশ

আমমোক্তার নামা

সুবোধ কুমার মন্ডল, পিতা - জয়গোপাল মন্ডল, সাং - ২৬৬, বি, নেতাজীসুভাষ রোড, পোঃ - শেওড়াফুলি, থানা - শ্রীরামপুর, জেলা - হুগলী, বিগত ইং - ২২/১১/২০২৫ তারিখে রেজিঃকৃত শ্রীরামপুর সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃকৃত ৪ নং বহির ৪১৭ নং আমমোক্তার দলিল মূলে চূড়ামণি ঘোষ (পিতা - নলিনাক্ষ ঘোষ) মহশয় সাং-ও-পোঃ - বিলসরা, থানা - পাড়ুয়া, জেলা - হুগলী নিবাসী আমাকে তাঁহার পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। সেই আমমোক্তার অনুযায়ী, ইহার তফসিল জেলা - হুগলী, থানা - পাড়ুয়া, মৌজা - বলিসরা, জে. এল নং - ৬৯, খতিয়ান নং - ২৭৩, এল.আর দগ নং - ৫২৬ ভুক্ত সম্পত্তিতে তাহার পক্ষে ১৮ (আঠারো) শতক সম্পত্তি হইতেছে, যাহা ১ ষোলো নায় ৭০ (সত্তর) শতক হইতেছে। এতদ্বারা সর্ব্বসাধারনকে অবগত করানি যইতেছে যে যদি কাহারো আইনাগত আপত্তি থাকে তাহা হইলে এক মাসের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করুন।

সুবোধ কুমার মন্ডল, পিতা - জয়গোপাল মন্ডল,
সাং - ২৬৬, বি, নেতাজীসুভাষ রোড,
পোঃ - শেওড়াফুলি, থানা - শ্রীরামপুর,
জেলা - হুগলী

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, মূল দলিল নং ১৬০৩০৩৭৫১-২০০৬ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস জেলা সাব রেজিস্ট্রার-৩, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সম্পর্কিত সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ০৩-১০৩, অভিষিক্তা-২, এবং একটি কার পার্কিং স্পেস নং ওসি/১৫, অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৩৬৯/৩, পূর্বাচল কালীতলা রোড, কালীকাপুর, ইএম বাইপাস, কলকাতা ৭০০০৭৮, শ্রী দেবদত্ত পালিত কর্তৃক ক্রয় সম্পাদিত এবং বন্ধকদত্ত অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি এর নিকট, আমাদের মক্কেল (অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি) এর হেফাজত থেকে সাধারণ কাজের সময়ে স্থানান্তরিত/হারিয়ে গিয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শেক্সপিয়ার সরণি থানায় একটি জেনারেল ডায়েরি ০৭.০৩.২০২৫ তারিখে উল্লেখ্য জিডি এন্ট্রি নং ৫৫৭ তারিখ ০৭.০৩.২০২৫ দায়ের করা হয়েছে।
কোনও ব্যক্তি উক্ত দলিল পেয়ে থাকলে বা কোনও তথ্য জানা থাকলে অনুগ্রহ করে ১০ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

মেসার্স সৌম্য রায় অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস
১২, গভ. প্লেস পূর্ব, চেম্বার - ২ এবং ৩
রিজেন্ট হাউস, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৬৯
ফোন নং : ০৩৩-৪৮২২২৯২৯
ইমেল : shoumyaroy.shaw@yahoo.com
ধন্যবাদান্তে
সৌম্য রায় অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস
তারিখ : ১৮.০৩.২০২৫ অ্যাডভোকেট

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **শ্রীমতি অনুরুপা মন্ডল**, স্বামী- পরেশ মন্ডল, হাল সাং ও পোঃ খামার শিমুলিয়া, থানা- তাহেরপুর, জেলা নদীয়া, ADSR, নদীয়া অফিসে বিগত ইং ১৮.০৮.২০২১ তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত ৮১৫৭ নং আমমোক্তার দলিলমূলে **অসিত কুমার বিশ্বাস**, পিতা-৺ননীগোপাল বিশ্বাস, সাং ও পোঃ খামার শিমুলিয়া, থানা- তাহেরপুর, জেলা নদীয়াকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী বর্ণিত **তপশীল**- জেলা নদীয়া, তাহেরপুর থানার অন্তর্গত ৪০নং পূর্ব খামারশিমুলিয়া মৌজাস্থিত LR ৭৬৪নং খতিয়ানভুক্ত LR ২৩০১ ও RS ২৫৪৪ ও ২৫৪৫নং দাগে ০.৪১২৫ শতক সম্পত্তি যাহা আমমোক্তারকৃত হইতেছে। এই বিষয়ে যদি কাহারো কোনপ্রকার অভিযোগ বা আপত্তি থাকে তবে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ১ মাসের মধ্যে হাঁসখালী B.L & LRO অফিসে যোগাযোগ করুন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

নিরুপম বিশ্বাস, (এ্যাডভোকেট),
কৃষ্ণনগর ও রানাঘাট কোর্ট।

NOTICE

I, SK MD ILLIUS S/o Late Sk Amir Ali resident of Khudirampally, Bahir Sarbamangla Para, P.O- Burdwan, P.S – Burdwan Sadar, Dist - Purba Bardhaman, PIN- 713101 declare that in my Madhyamik Certificate , my name has been recorded as SK MAHAMMAD ILLIOUS and in Higher Secondary Certificate & Marksheet, Graduation Certificate & Marksheet, my name has been recorded as SK. MAHAMMAD ILLIUS and in my service record my name has also been recorded as MD ILLIUS SK instead of my actual and correct name SK MD ILLIUS as mentioned in my Aadhar Card. That SK. MAHAMMAD ILLIOUS, SK MAHAMMAD ILLIUS, MD ILLIUS SK and SK MD ILLIUS all are same and one identical person i.e., myself vide affidavit dated 18.08.2023 before The 1st Class Judicial Magistrate at Burdwan Dist- Purba Bardhaman.

বিজ্ঞপ্তি

আমি সুব্রত কুলভী, এ্যাডভোকেট ঘাটাল আদালত, গ্রাম ও পোষ্ট- গৌরা, থানা-দাসপুর, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর এতদ্বারা ঘোষনা করিতেছি যে, আমার মক্কেল অর্থাৎ শ্রী আশীষ কুমার হাজরা, পিতা-মৃত বিবেকানন্দ হাজরা, Flat No- A203, Block-2, Koyla Vihar (Vasundhara), VIP Road, P.O.- Airport, Kolkata-700052-এর বাসিন্দা হইতেছেন। আমার মক্কেল গত ইং ১৩/ ০৮/ ২০০৩ তারিখে - Additional Registrar of Assurance, Kolkata অফিসে নিবন্ধকৃত ৩০৭২ নম্বর রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তার নামা দলিলমূলে শ্রীমতী স্মৃতি পাল, দিপ্তী সামুই ও শ্রীমতী ইরা হাজরা মূলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়াছেন। উক্ত আমমোক্তার নামা মূলে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল থানার অধীন জে.এল. নং-৩৭, দীর্ঘগ্রাম মৌজার ৭২১ খতিয়ানে ১৩৮৫ দাগের সম্পত্তি বিক্রয় করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়া উক্ত সম্পত্তি আমার মক্কেল গত ইং- ১৬/ ১০/ ২০০৩ তারিখে দলিল নম্বর ৩৮৫২/ ০৩ ঘাটাল সাবরেজিষ্ট্রী অফিসের বিক্রয় কোবালা মূলে ভরত চন্দ্র মন্ডল-কে বিক্রয় করিয়াছেন এবং উনি বর্তমানে ঘাটাল বি.এল. এন্ড এল.আর. অফিসে উক্ত ক্রয়কৃত সম্পত্তি নিজ নামে রেকর্ড করিবেন। ইহাতে সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, কাহারও যদি কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তাহার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করে অদ্য দিবস হইতে ৩০ দিনের মধ্যে ঘাটাল বি.এল. এন্ড এল.আর. অফিসে (ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর) জানাইতে হইবে।

সুব্রত কুলভী
এ্যাডভোকেট, ঘাটাল কোর্ট
Enrollment No-F/1818/2014

NOTICE

I, Sk Md Akib S/o Sk Md Illius resident of Khudirampally, Bahir Sarbamangla Para, P.O- Burdwan, P.S – Burdwan Sadar, Dist – Purba Bardhaman, PIN-713101 declare that in my birth Certificate my father's Name has been recorded as Sk. Md. Ilias instead of Sk Md Illius as mentioned in my Aadhar Card. That Sk. Md. Ilias and Sk Md Illius both are same and one identical person i.e., my father vide affidavit dated 27.02.2025 before The 1st Class Judicial Magistrate at Burdwan Dist- Purba Bardhaman

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে মূল দলিল নং ১৫০৫০৬৮৬৪-২০০৫ সালের রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর-ব্যারাকপুর সম্পর্কিত সকল অংশ ফ্ল্যাট নং এ, ৪র্থ তল, অবস্থিত মৌজা - চানক, থানা - টিটাগড় অধীন, দাগ নং ৩৩০, খতিয়ান নং ৯২৯, হোল্ডিং নং ৪২, ফিডার রোড, মন্ডল পাড়া, ব্যারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১১৯ শ্রী চন্দ্রশেখর শুভ্রমনিয়াম কর্তৃক ক্রয় করা হয়েছিল, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কে বন্ধকদত্ত আমাদের মক্কেল (অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.) হেফাজত থেকে স্বাভাবিক কাজকর্মের সময়ে স্থানান্তরিত/হারিয়ে গিয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ০৭.০৩.২০২৫ তারিখে শেক্সপীয়র সরণি থানায় একটি জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডি এন্ট্রি নং ৫৫৮ তারিখ ০৭.০৩.২০২৫ দায়ের করা হয়েছে।
যেকোনও ব্যক্তি উক্ত দলিল পেয়ে থাকলে অথবা কোনও তথ্য জানা থাকলে অনুগ্রহ করে ১০ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

মেসার্স সৌম্য রায় অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস
১২, গভ. প্লেস পূর্ব, চেম্বার - ২ এবং ৩
রিজেন্ট হাউস, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৬৯
ফোন নং : ০৩৩-৪৮২২২৯২৯
ইমেল : shoumyaroy.shaw@yahoo.com
ধন্যবাদান্তে
সৌম্য রায় অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস
তারিখ : ১৮.০৩.২০২৫ অ্যাডভোকেট

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৯ শে মার্চ, ৫ ই চৈত্র। বুধ বার। কৃষ্ণ পক্ষের পঞ্চমী তিথি,বিশাখা নক্ষত্র। জন্মে তুলা রাশি, অষ্টোত্তরী বুধ র ও, বিংশোত্তোরী বৃহস্পতির মহাদশা কাল। মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : প্রাপ্তি। বিদ্যা ভাগ্য ভালো। আজ বাধা থাকলেও, নতুন কিছু করার শক্তি পাবেন। বৈবাহিক জীবনে কিছু সমস্যা আসছে, প্রতিবেশীর দ্বারা সমাধান। ঋর কর্ম ক্ষেত্রে বিশেষ সম্মান বৃদ্ধির সুযোগ। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

বৃষ রাশি : মানষিক ভাবে ভাল। সম্পর্কে শুভত্ব আনতে চেষ্টা করতে হবে। পরিবার এর কোন গোপন কথা, সমস্যা তৈরি করতে পারে। এক প্রবীনা সদস্য র ভুল বাক্য দ্বারা হঠাৎ করেই সমস্যা হবে। যারা কম্পিউটার টেকনোলজি বিভাগে কাজ করছেন, তারা সম্মান পাবেন। মন্ত্র গণ গণশায় নমঃ। শুভ রং ঘিয়ে। শুভ দিক উত্তর।

মিথুন রাশি : কিছু শুভ মানুষ চিনতে ভুল করেছেন। তৃতীয় ব্যক্তির জন্য পরিবারে, ভুল বোঝাবুঝি হবে। খুব তাড়াতাড়ি কাজ করার জন্য আজ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। বিশ্বাস করে যাকে দায়িত্ব দিয়েছেন, নজর রাখুন সেই দিকে। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক পূর্ব।

কর্কট রাশি : তর্কে জিততে পারবেন না। নৈরাশ্য হতাশা গ্রাস করবে মনটাকে। নতুন বন্ধুত্বের অনুরোধ, কেন উপেক্ষা করছেন? সময় দিন, শুভ হবে। সম্পত্তি দখল নিয়ে মামলা শুরু হতে পারে। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : খুব ভালো যোগাযোগ হবে। সবাই সামনে আপনার কথা মেনে নিয়ে, পিছনে বসে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের করছে। সতর্ক থাকুন। খাদ্যদ্রব্যর ব্যবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। মন্ত্র ওম গন গণেশায়। শুভ রং। হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : পরিবার পরিজন সবাই আজ আপনার সহযোগ করবেন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। প্রবীন নাগরিক হিসেবে আজ আর্থিক সাহায্য পাবেন। তবে পুরাতন কোন মামলা থেকে সতর্ক থাকুন। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : এক বান্ধব দ্বারা সুসংবাদ প্রাপ্তি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। আজ মন খুলে বান্ধব দের সাথে কথা বলতে পারেন। শুধু সন্ধ্যার পর অপরিচিত র ফোন না ধরা ভাল। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। যারা কস্মেটিক্স ব্যবসা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধি নিশ্চিত। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : দুঃখ প্রাপ্তি। সতর্ক থাকুন। আজ হয়রানির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কোন সমস্যা তৈরী হবে ব্যাংক লোন নিয়ে। কাগজপত্র গুছিয়ে রাখুন, কিছু প্রমান দিতে হতে পারে। রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীদের সাথে শুভ। মন্ত্র শন শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : বিবাহিত জীবনের জন্য শুভ। আজ ছাত্র ছাত্রীদের জন্য অতীব শুভ। বৈবাহিক দাম্পত্য জীবনে কোন তৃতীয় ব্যক্তির ব্যবহারে সমস্যা তৈরী হতে পারে। একটু সতর্ক থাকুন, ছলনা কারী স্বজন কে আজ চিনতে পারবেন। মোটর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর কাজে আজ সফলতা। মন্ত্র দূর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

মকর রাশি : শান্তির বাতাবরন পরিবারে। ফোন কলে আজ লাভ প্রাপ্তি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা শুভ। যারা উচ্চ বিদ্যা তে আছেন, সফলতা অর্জন করতে পারবেন। বৈবাহিক দাম্পত্য জীবনে শুভ। লৌহ আকরিক ব্যবসা তে ধন প্রাপ্তি। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : ধার্মিক আধ্যাত্মিক মন যুক্ত দিন। আপ্যায়ন ভাল, তবে আজ দুই পরিচিত মানুষ সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করতে হবে। সবাই আপনার মতো সরলতায় পূর্ন নয়। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : প্রতিবাদ না করাটা ভাল। আজ সত্য উদঘাটন হতে পারে। দাম্পত্য জীবনে কষ্ট। মনের মানুষ কে ভুল বুঝে কষ্ট পাবেন। আর্থিক স্থিতি শুভ। প্রেমিক যুগল, বয়স্কদের সাহায্যে নিয়ে এগিয়ে যাও, শুভ হবে। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

(আজ শ্রী কৃষ্ণ র পঞ্চম দোলৎসব।
শ্রী রাধারমন জীউ গোপাল মন্দিরে উৎসব।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**
এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬
হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগেই তৃতীয় লিঙ্গের স্বীকৃতি: শশী পাঁজা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রীয় সরকার আইন আনার অনেক আগেই রূপান্তরকামীদের সম অধিকার সুনিশ্চিত করতে উদ্যোগী হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগেই তৃতীয় লিঙ্গের স্বীকৃতি পেয়েছেন তাঁরা। মঙ্গলবার বিধানসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে একথা জানান রাজ্যের নারী, শিশু ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা। এদিন বিধানসভার উল্লেখ পর্বে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের পেনশন-সহ নানা সুযোগ সুবিধা দেওয়ার অর্জি জানান লালগোলার তৃণমূল বিধায়ক। এই প্রসঙ্গে নারী ও শিশু কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ পেনশন চান না, চান সম্মান। যে সম্মান তাঁদের দিয়েছে মা মাটি মানুষের সরকার। এর জন্য দরকার সচেতনতা। সেই লক্ষ্যেই আমরা চলেছি। যার উদাহরণ রূপান্তরকামী মানবী বন্দ্যোপাধ্যায় একটি কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছেন। কেন্দ্রের আইন শুরুর আগেই এই রাজ্যে সরকার ২০১৩-তে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ কে সামনে রেখে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের অধিকার রক্ষায় পদক্ষেপ করেছে। তাঁদের জন্য উন্নয়ন পর্ষদ তৈরি করা হয়েছে এই রাজ্যেই প্রথম। তৃতীয় লিঙ্গের জন্যে ভোটার কার্ডের আবেদন পত্রে আলাদা জায়গা দিতে কমিশনকে অনুরোধ করেছিল তৃণমূল। কোভিড কালে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের টিকা দিতে আলাদা শিবির, করা হয়েছে। তারা চান সামাজিক স্বীকৃতি। সরকারের লক্ষ্য সচেতনতা বৃদ্ধি গ্রহণ করে তাদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে তোলা। একই সঙ্গে জানিয়েছেন তৃতীয় লিঙ্গের পরিচয় পাওয়ার জন্য পদ্ধতিগত জটিলতার অবসান ঘটিয়েছে রাজ্য সরকার। তাঁদের পরিচয়পত্র দেওয়ার প্রক্রিয়াও বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে। মন্ত্রী জানান, এখন জেলাশাসকদের কাছে আবেদন জানালেই তৃতীয় লিঙ্গের পরিচয়পত্র মিলবে। তার জন্য কোনও পরীক্ষা নিরীক্ষারও প্রয়োজন নেই। সেল্ফ ডিক্লারেশন বা স্ব ঘোষণাই যথেষ্ট। নিজেদের তৃতীয় লিঙ্গের পরিচয় দাবি করলেই তাঁরা জেলাশাসকদের কাছ থেকে এই মর্মে সংশাপত্র বা পরিচয়পত্র পাবেন। যা তাঁদের চাকরি সহ নানা সরকারি সুযোগ সুবিধা পেতে কাজে লাগে।

পুরসভার গেট আগলে বিক্ষোভ অস্থায়ী স্বাস্থ্যকর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাওড়া পুরসভার গেটে ওড়না বেঁধে বসে পড়েছেন কয়েকশো মহিলা। চোখে চাপা ক্ষোভ, মুখে অসহায়তা। কারও কোলে শিশুর জলের বোতল, কারও হাতে মুঠোফোন, যেটা বাজছে বাড়ি থেকে, 'কবে মাইনে পাবে?' পাশে পুরুষ কর্মীরা, মুখ গম্ভীর। পাঁচ মাসের বকেয়া বেতন নিয়ে টানাটানি সংসারে, বাজারে, স্কুলের ফি-তে।

অভিযোগ, মাসের পর মাস পেরিয়ে গেলেও মেলে না মাস মাইনে। অথচ তাঁদের দায়িত্ব, ঘর ছেড়ে প্রতিদিন রাস্তায় নামা, মশার উৎস খোঁজা, মানুষের দরজায় দরজায় গিয়ে বোঝানো, কীভাবে রোখা যাবে ডেঙ্গু-জ্বর। নিজের ঘরের চালের হাঁড়ি ফাঁকা, তবু অন্যের দরজায় স্বাস্থ্যের পাঠ দিতে হয়! হাওড়া পৌরসভার ৫০টি ওয়ার্ডে নিযুক্ত এই তিন হাজার অস্থায়ী মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী ও ২২৬ জন স্প্রে ম্যান দিনের পর দিন কাজ করেও পকেট শূন্য। মঙ্গলবার তাই ওড়না দিয়ে গেট বেঁধে জানিয়ে দিলেন তাঁরা। দাবি একটাই, 'বকেয়া মাইনে মিটুক, সংসার চলুক।' বিক্ষোভের জেরে এক ঘণ্টা হাওড়া পৌরসভা কার্যত অচল থাকে। স্তব্ধ হয়ে পড়ে ব্যস্ত হাওড়া ময়দানের যান চলাচল। পরিস্থিতি সামাল দিতে আসে পুলিশ, র‍্যাফ। অনেক বোঝানোর পরেও অবরোধ তোলেননি বিক্ষোভকারীরা। শেষে ব্যারিকেড দিয়ে সরিয়ে দেওয়া হয়। এদিকে পৌর কর্তৃপক্ষের দাবি, অর্থাভাবে বেতনের জট। পৌরসভার মুখ্য প্রশাসক সুজয় চক্রবর্তীর আশ্বাস, 'আজ-কালের মধ্যে এক মাসের বেতন দেব। বাকি পাওনার ব্যাপারে বিভাগে কথা বলছি।'

মেয়রের নির্দেশে পিছু হটলেন ১০৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর

নিজস্ব প্রতিবেদন: মেয়রের নির্দেশে অবশেষে পিছু হটতে বাধ্য হলেন ১০৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর লিপিকা মান্না। সোমবার সকালে রাজডাঙা পূর্বপাড়ার কল ভেঙে দেওয়া এবং তুলে দেওয়ার অভিযোগ তোলেন এলাকাবাসীদের একাংশ। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই খোদ বরো চেয়ারম্যান সুশান্ত ঘোষের সঙ্গে কথা বলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলার পর কাউন্সিলর লিপিকা মান্নার সঙ্গে কথা বলেন মেয়র। সূত্রের খবর, যে জায়গাগুলিতে কল ভেঙে বা তুলে দেওয়া হয়েছিল, সেখানে ফের কল বসিয়ে দেওয়া এবং চালু করে দেওয়ার নির্দেশ দেন মেয়র। এদিকে পৌরসভার সূত্রে খবর, মেয়র জল সরবরাহ বিভাগের ডিজিকে নির্দেশ দিয়েছেন এই ধরনের কাজ কোন কাউন্সিলর বললে সেটা যেন মেয়রের কাছে আগে জানানো হয়। কারণ জল অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়। তাই কোন জায়গায় কল ভেঙে দেওয়া বা তুলে দেওয়ার আগে মেয়রকে জানাতে হবে। ফাইলে সই করলে তবেই মিলবে অনুমতি। মঙ্গলবার সকালে এলাকার কাউন্সিলর লিপিকা মান্না এলাকায় আসেন। তিনি স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং কলগুলি পুনরায় বসিয়ে দেওয়ার কথা জানান। সেইমতো পুরসভায় জল সরবরাহ বিভাগের আধিকারিকরা এসেছেন এবং কাজ শুরু হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ১০৭ নম্বর ওয়ার্ডে খাল পাড়ের বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ ছিল, তাঁদের এলাকার চারটে কল তুলে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাউন্সিলর লিপিকা মান্নাকে বলতে গেলে তিনি তাঁদের সঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ। এমনও অভিযোগ, ভোট দেন না বলে, মিছিলে হাঁটেন না বলেই তাঁদের এলাকার কল সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদিও লিপিকা মান্নার বক্তব্য ছিল, লিপিকা মান্না বলেন, 'চারটে জায়গায় ১২টা ২৪ টা কল দেওয়ার পরও কীভাবে আমি এলাকাবাসীকে এই ধরনের কথা বলতে পারি। যদি বলতামই, তাহলে আবার ২৪ টা কলই বা কেন দেব? এটা অবাস্তব, অযৌক্তিক কথা। এই রকম কোনও সিচুয়েশন তৈরি হয়নি। আমি এলাকায় ঘুরেছি, ওদের সমস্যার দেখেছি, যখন একটা জলের পাইপ লাইন বসিয়েছি, সার্বিকভাবে সার্ভিস দেওয়ার চেষ্টা করেছি।'

বেহালার রাস্তায় মেয়ে ও বৃদ্ধা মায়ের ওপর হামলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের মামলা তুলতে মহিলা ও তাঁর মা-কে লোক পাঠিয়ে রাস্তায় ঘিরে ধরে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ। শুধু হুমকিই নয়, সাদা কাগজেও সই করতে জোর করা হয় তাঁকে। বেহালার এই ঘটনায় আতঙ্কে ওই মহিলা ও তাঁর পরিবার। অভিযোগকারীনি মহিলার দাবি,বছর কয়েক আগে এক যুবকের বিরুদ্ধে ৩৭৬ এর মামলা করেছিলেন তিনি। সেই মামলায় গ্রেপ্তারও হয় অভিযুক্ত। জেলও খাটতে হয় তাঁকে। অভিযোগ, জেল থেকে বেরোনোর পর থেকেই মামলা তুলে নেওয়ার জন্য নানাভাবে ভয় দেখাতে শুরু করেন মহিলাকে।

অভিযোগকারিণীর দাবি, চলতি বছর জানুয়ারি মাসে অ্যাসিড হামলার হুমকি দেওয়া হয় তাঁকে। এরপর লিখিত ভাবে অ্যাসিড হামলার হুমকির অভিযোগ জানান মহিলা। এখানেই শেষ নয়, মহিলা যে স্কুলে শিক্ষকতা করেন, সেখানে গিয়েও ওই যুবক ভয় দেখায়। নানা ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি করে। চাপে পড়ে স্কুলের চাকরি ছাড়তে বাধ্য হয় বলেই মহিলার দাবি। এর পাশাপাশি ছাড় পাচ্ছেন না তাঁর বৃদ্ধা মা-বাবাও। যে কারণে তাঁরাও আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। এমনকী বাইরে বেরতেও ভয় পাচ্ছেন। মহিলার অভিযোগ, এই পরিস্থিতির মধ্যেই সোমবার সন্ধ্যায় কয়েকজন অজ্ঞাতপরিচয় কয়েকজন যুবক তাঁদের উপর চড়াও হয়। আর ভিডিয়ো কলের মাধ্যমে ওই সকল যুবকদের বিভিন্ন নির্দেশ দিতেও থাকে অভিযুক্ত। পুলিশ সূত্রে খবর, সোমবার সন্ধ্যার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মহিলার তরফে অভিযোগ জমা পড়েছে। গোটা বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনাস্থলে আশপাশের সিসিক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলেও পুলিশ সূত্রে খবর।

ওই মহিলা এও জানান, সোমবার ওই মহিলা তাঁর মাকে নিয়ে সান্ধ্য ভ্রমণে বের হন। হেঁটে যাওয়ার সময় অচেনা এক ছেলে এগিয়ে এসে বলে এই খালি কাগজে সই করে দিতে। তার প্রতিবাদ করলে শুরু হয় জোরাজুরি। এরপর ওই মহিলা লোকজন ডাকার হুমকিও দেন।

ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারে টানাপোড়েন জিআরপি ও রাজ্য পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন: দমদমের বেদিয়াপাড়ায় রেল লাইনের ধারের একটি গাছ থেকে ঝুলতে দেখা যায় দেহ। স্থানীয় সূত্রে খবর, সোমবার রাতে তা প্রথমে নজের আশে। সারা রাত তো বটেই, মঙ্গলবার সকাল পেরিয়ে দুপুর হতে চলল, দেহ নামায়নি পুলিশ। স্থানীয়দের অভিযোগ, পুলিশে খবর দেওয়া হলেও তারা ঢিলেমি দিচ্ছে। এখনও ওখানেই ঝুলছে! অভিযোগ, কার এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে সেই নিয়ে দায় ঠেলাঠেলি চলতে থাকে পুলিশ আর জিআরপির মধ্যে। কারণ, দমদমের বেদিয়াপাড়ার ৩০ এ বাসস্ট্যান্ড এবং দমদম স্টেশনের মাঝামাঝি জায়গায় ১ নম্বর রেললাইনের ধারে থাকা একটি গাছে যেখানে ব্যক্তির দেহ ঝুলতে দেখা যায় তা কোন থানার আওতায়, তা নিয়েই সিঁথি থানা, দমদম জিআরপি, নাগেরবাজার থানার মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। এলাকার বাসিন্দাদের বক্তব্য, খুন করেই দেহ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়ে থাকতে পারে। আসল কারণ জানা যাবে দেহ উদ্ধার হওয়ার পরই। কিন্তু এখনও সে ব্যাপারে কোনও উচ্চবাচ্য নেই পুলিশের মধ্যে। পাশাপাশি স্থানীয় সূত্রে এও জানা গেছে, সোমবার সন্ধে ৬টা থেকে দেহ গাছে ঝুলছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৯ মার্চ ২০২৫, ৫ চৈত্র ১৪৩১ বুধবার

উচ্চ মাধ্যমিকের ইংরেজি প্রশ্নপত্রে বড় ভুল পূর্ণ নম্বর দেওয়ার ঘোষণা সংসদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: উচ্চ মাধ্যমিকের ইংরেজি প্রশ্নপত্রে বড় ভুল। কারণ, 'তাজমহল' এর জায়গায় লেখা হয়েছে 'তাজমজল'। প্রশ্নপত্র ছাপানো ভুলের জেরেই বিভ্রান্তি বলে জানানো হল শিক্ষা সংসদের তরফ থেকে। এই প্রশ্নপত্রের উত্তরে পূর্ণ নম্বরই দেওয়া হবে ছাত্রছাত্রীদের, জানাল শিক্ষা সংসদ।

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ সূত্রে খবর, ইংরেজি প্রশ্নপত্রের ৫ এ (২) নম্বর প্রশ্নের এই ভুলের জেরে পূর্ণ নম্বর দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রধান পরীক্ষকদের। পাশাপাশি সংসদ সূত্রে এও জানান হয়েছে, ট্রু অথবা ফলস প্রশ্নপত্রের উত্তরে যেটাই লিখবেন পরীক্ষার্থীরা তাতেই পূর্ণ নম্বর দিতে হবে। প্রশ্নপত্রের উত্তরে পূর্ণ নম্বর পাওয়ার যোগ্য হলে অবশ্যই ছাত্র-ছাত্রীদের সেই নম্বর দিতে হবে। ইংরেজি উত্তরপত্রের মূল্যায়ন

প্রসঙ্গে মূল্যায়নকারী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অকারণ ছাত্রছাত্রীদের নম্বর চেপে না দেওয়ার নির্দেশ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের।

প্রসঙ্গত, এই বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়েছিল ৩ রা মার্চ। ইংরেজি পরীক্ষা ছিল ৫ ই মার্চ। পরীক্ষা শেষের দিন ১৮ মার্চ। ইংরেজি পরীক্ষার দিনই প্রশ্ন উঠেছিল প্রশ্নপত্রে থাকা বানান ভুল নিয়ে। এবার সেই ভুল স্বীকার করে নম্বর দেওয়ার কথা ঘোষণা করল উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। এ বছরই পুরনো সিলেবাসে শেষ পরীক্ষাগ্রহণ। ২০২৬ সাল থেকে সেমেস্টার পদ্ধতিতে বছরে দু'বার করে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা হবে। চলতি বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৫ লক্ষ ৯ হাজার জন। গতবারের থেকে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে।

ব্রাত্যকে 'হেনস্থা'য় যাদবপুরের ১০ পড়ুয়াকে তলব পুলিশের

থানার বাইরে অবস্থান বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত ১ মার্চ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে হেনস্থার অভিযোগে আগে ২ জনকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। ওয়েবকুপার সভাকে কেন্দ্র করে যে উত্তেজনা ছড়িয়েছিল তার জন্য একাধিক এফআইআরও দায়ের হয়েছে। তার ভিত্তিতেই মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ জন পড়ুয়াকে থানায় তলব করা হয়। এরপর তাঁরা সেই তলবে সাড়া দিয়ে হাজিরা দিলেও যাদবপুর থানার বাইরে অবস্থান-বিক্ষোভে বাকি প্রতিবাদী পড়ুয়ারা।

১০ জন পড়ুয়াকে যাদবপুর থানার পুলিশ তলব করার পরই বিশ্ববিদ্যালয়ের বামপন্থী ছাত্র-ছাত্রীরা ক্যাম্পাস থেকে মিছিল করে থানা চত্বরে আসেন। তারপর সেখানেই অবস্থান-বিক্ষোভে বসেন। যদিও যে পড়ুয়ারা তলব পেয়েছেন তাঁরা জানিয়েছেন, আইন মেনেই চলতে চান তাঁরা। পুলিশের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন। একই সঙ্গে এও বলেন, এমন অনেকের কাছে পুলিশের চিঠি গেছে যারা যাদবপুরের প্রাক্তনী হলেও কলকাতাতেই থাকেন না। তবে যারা কলকাতাতে আছেন, তারা সকলেই সহযোগিতা করবেন। এদিকে যাদবপুরের পড়ুয়াদের আইনজীবী আবার পুলিশ-প্রশাসনের ওপর ক্ষোভ উগরে দিয়ে জানান, মূলত ১ মার্চের ঘটনায় সকলকে তলব করা হচ্ছে। প্রতিদিনই কাউকে না কাউকে ডেকে পাঠানো হচ্ছে। তাঁর কথায়, 'মন্ত্রীমশাই গাড়ি চালিয়ে দিয়েছিলেন, আর ছাত্রদের বারবার হেনস্থা করা হচ্ছে। নিত্যনতুন কাউকে ডাকছে পুলিশ, অথচ পরে বলা হচ্ছে ইনভেস্টিগেশন অফিসার (আইও) নেই।' এই প্রসঙ্গ তাঁর প্রশ্ন, আইও যদি নাই থাকেন, তাহলে কেন বারবার ডাকা হচ্ছে তা নিয়েই। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, যাদবপুর কাণ্ডে প্রথমে সাহিল আলি নামে এক পড়ুয়াকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। তাঁর জামিন মঞ্জুর হয়েছে। পরে উজান নামের এক পড়ুয়াকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁরই মুক্তির দাবিতে এবং ১০ আরও পড়ুয়াকে তলবের বিরোধিতায় মঙ্গলবার মিছিল করে যাদবপুরের পড়ুয়াদের একাংশ। এছাড়া তাঁদের আরও দাবি, নয়া শিক্ষানীতি প্রত্যাহার করতে হবে। এরই পাশাপাশি সংবাদমাধ্যমের একাংশকেই বয়কট করার দাবি তোলা হয়েছে।

গারুলিয়ায় বহু ভূতুড়ে ভোটারের হদিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: পাখির চোখ ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন। দিল্লি জয়ের পর, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে টার্গেট করে ঝাঁপাতে চাইছে বঙ্গ বিজেপি। ভুয়ো কিংবা ভূতুড়ে ভোট খুঁজতে নতুন ভোটার তালিকা খুঁটিয়ে দেখছে গেরুয়া শিবির। প্রসঙ্গত, চলতি বছরের গত ২৭ ফেব্রুয়ারি নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের সভা থেকে দলীয় কর্মীদের ভুয়ো ভোটার খোঁজার নির্দেশ দিয়েছিলেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই নির্দেশ পেতেই বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভূতুড়ে ভোটার খুঁজছেন ঘাসফুল নেতারা। এবার নোয়াপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের গারুলিয়া পুর অঞ্চলে বহু ভূতুড়ে ভোটারের হদিশ মিলেছে। অভিযোগ, মৃত ব্যক্তিদের নাম এখনও রয়ে গিয়েছে ভোটার তালিকায়। রাহুল পাসোয়ান নামে এক যুবকের অভিযোগ, তাঁর দাদু ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মারা গিয়েছেন। অথচ তাঁর দাদুর নাম ভোটার তালিকায় জ্বলজ্বল করছে। গারুলিয়ার বাসিন্দা বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সম্পাদক কুন্দন সিংয়ের অভিযোগ, নতুন ভোটার তালিকা খতিয়ে দেখার কাজ চলছে। গারুলিয়া পুর অঞ্চলে বহু মৃত ব্যক্তির নাম এখনও ভোটার তালিকায় আছে। তাছাড়া সিফটিং ভোটারদের নামও ভোটার তালিকা থেকে বাদ যায় নি। তাঁর দাবি, গারুলিয়া পুরসভায় ওয়ার্ডের সংখ্যা ২১ টি। প্রতিটি ওয়ার্ডে গড়ে ৮০ থেকে ১০০ জন মৃত ভোটারের নাম তালিকায় রয়েছে। পাশাপাশি প্রতিটি ওয়ার্ডে গড়ে ২০০ থেকে ২৫০ সিফটিং ভোটারদের নামও তালিকায় রয়েছে।

শর্তসাপেক্ষে কুন্তলকে পুরী যাওয়ার অনুমতি আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিয়োগ মামলায় জামিন পেয়েছেন। আর মুক্তি পেয়েই জগন্নাথ দর্শনে যেতে চাইলেন কুন্তল ঘোষ। আদালত সূত্রে খবর, পুরী যাওয়ার জন্য মঙ্গলবার আদালতের দ্বারস্থ হন তিনি। সূত্রের খবর, আদালত তাঁকে অনুমতি দিয়েছে রাজ্যের বাইরে যাওয়ার। তবে রয়েছে শর্ত।

আদালতের তরফ থেকে স্পষ্ট নির্দেশ, পুরী থাকাকালীন নিয়মিত তদন্তকারী অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে তাঁকে। ২৪ ঘণ্টা অন্তর ওই অফিসারকে ফোন করতে হবে। আদালতে আসার আগে অবশ্য পুরী যাওয়ার বিষয়টি তিনি তদন্তকারী অফিসারকেও জানিয়েছিলেন। তাই রাজ্যের বাইরে যেতে আপাতত কোনও বাধা নেই কুন্তল ঘোষের। প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালের ২০ জানুয়ারি কুন্তলকে গ্রেফতার করেছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। তারপর সিবিআই-ও তাঁকে গ্রেফতার করে।

এরপর প্রথমে ইডি, পরে সিবিআই মামলায় জামিন পান কুন্তল ঘোষ। ইডি-র করা মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট থেকে জামিন পান তিনি। আর এবার সিবিআই-এর মামলাতে সুপ্রিম কোর্ট থেকে শর্ত সাপেক্ষে জামিনের আর্জি মঞ্জুর হয় তাঁর। তবে তদন্ত চলাকালীন কুন্তলের ফ্ল্যাট থেকে দুর্নীতি সংক্রান্ত প্রচুর নথি হাতে আসে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার। অভিযোগ চাকরিপ্রার্থীদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা তুলে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে পৌঁছে দিতেন কুন্তল। মোট ১৯ কোটি টাকা তিনি তুলেছিলেন বলে দাবি তদন্তকারীদের। এছাড়াও ইডি-সিবিআই উভয়পক্ষের দাবি ছিল, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় টাকা আদায়ের অন্যতম মাথা ছিলেন কুন্তল। নিজে চাকরি দেওয়ার নাম করে বাজার থেকে তিন কোটি টাকাও তুলেছিলেন তিনি। নিয়োগ দুর্নীতির নেপথ্যে কুন্তল কতটা প্রভাবশালী ছিল তা বোঝাতে এর আগে আদালতে সিবিআই আরও জানায়, অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীদের চাকরি দিয়েছে পর্ষদ। ইন্টারভিউ হয়েছিল কসবা ডিপিএসসি ক্যাম্পাসে যা আদতে একটি সরকারি অফিস এবং সেই ইন্টারভিউ নিয়েছিল কুন্তল।

রাজ্যের সরকারি কর্মীদের উৎসব অগ্রিম বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকারি কর্মীদের অ্যাড হক বোনাস এবং উৎসব অগ্রিম বাড়ল। আজ অর্থ দপ্তর থেকে এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। শারদোৎসব ও ঈদের আগে এই বোনাস ও অগ্রিম পাওয়া যাবে। ২০২৫ ,এর ৩১ মার্চ পর্যন্ত যে সব কর্মীদের বেতন মাসে ৪৪ হাজার বা তার নীচে তাঁরা এবার অ্যাড হক বোনাস পাবেন ৬ হাজার ৮০০ টাকা। ২০২৪ ,এ এঁদের অ্যাড হক বোনাস ছিল ৬ হাজার এবং বেতনের উর্দ্ধসীমা ছিল মাসিক ৪২ হাজার। গত বছরের তুলনায় এবার অ্যাড হক বোনাস বাড়ল ৮০০ টাকা। উৎসব অগ্রিমও বেড়েছে গত বছরের তুলনায়। মাসে ৪৪ হাজার টাকা থেকে ৫২ হাজার টাকা পর্যন্ত যাঁদের বেতন তাঁরা উৎসব অগ্রিম হিসেবে এবছর পাবেন ২০ হাজার টাকা। গত বছর বেতনের উর্দ্ধসীমা ছিল মাসিক ৪২ হাজার থেকে ৫০ হাজার। উৎসব অগ্রিম দেওয়া হয়েছিল ১৮ হাজার টাকা। ২ হাজার টাকা বাড়িয়ে এবছর করা হল ২০ হাজার টাকা। অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মীদের জন্যও উৎসব ভাতা ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। ৩১ মার্চ ২০২৫ ,এর মধ্যে যাঁরা অবসর নিয়েছেন ও নিতে চলেছেন, তাঁরা এই উৎসব ভাতা পাবেন। যাঁদের পেনশন মাসে ৩৮ হাজার টাকার কম তাঁরা এই ভাতা পাবেন ৩ হাজার ৫০০ টাকা। গত বছর এই ভাতার পরিমাণ ছিল ৩ হাজার ২০০ টাকা। এবার ৩০০ টাকা বাড়ল। গত বছর উৎসাহ ভাতার প্রাপকদের পেনশনের উর্দ্ধসীমা ছিল মাসে ৩৫ হাজার টাকা। এবার তা বেড়ে হয়েছে ৩৮ হাজার টাকা। একই সুবিধা পাবেন রাজ্য সরকারি অধীনস্থ সব সংস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা।

হাইকোর্টে নিম্ন আদালতের বিচারক নিয়োগে স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে রাজ্যের নিম্ন আদালতগুলিতে ২৯ জন বিচারক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হতে চলেছে। ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষার ভিত্তিতে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। কিন্তু নিয়োগ পদ্ধতি নিয়ে মামলার কারণে আদালত স্থগিতাদেশ জারি করেছিল। এবার সেই স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করে নিয়োগের পথে সবুজ সংকেত দিল হাইকোর্ট।

পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি) এই নিয়োগের জন্য দুটি তালিকা প্রকাশ করেছিল মূল বা রেগুলার তালিকা এবং সম্ভাব্য তালিকা। রেগুলার তালিকায় থাকা প্রার্থীরা সরাসরি নিয়োগের জন্য বিবেচিত হতেন। অন্যদিকে, সম্ভাব্য তালিকায় থাকা প্রার্থীদের নিয়োগ নির্ভর করত কিছু শর্তের উপর, যেমন কোনও বিচারক অব্যাহতি নিলে বা কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে। এই দ্বৈত তালিকা পদ্ধতি নিয়ে আপত্তি জানিয়ে হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছিল। আবেদনকারীদের দাবি ছিল, একটি অভিন্ন তালিকা থেকে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হোক। তাদের আরও অভিযোগ ছিল, সংরক্ষণ নীতি সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয়নি। এই প্রেক্ষিতে হাইকোর্ট নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ জারি করেছিল। বিচারপতি অরিন্দম মুখোপাধ্যায় সুপ্রিম কোর্টের নির্দিষ্ট রায়ের ভিত্তিতে দুটি তালিকা প্রকাশের পদ্ধতিকে বৈধতা দিয়েছেন। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, এই দুটি তালিকার মাধ্যমেই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। ফলে, নিয়োগের ক্ষেত্রে আর কোনও বাধা রইল না। এই রায়ের ফলে রাজ্যের নিম্ন আদালতগুলিতে বিচারকের শূন্যপদ পূরণের প্রক্রিয়া দ্রুত এগিয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এর ফলে বিচার প্রক্রিয়ায় গতি আসবে এবং বিচারপ্রার্থীরা উপকৃত হবেন।

পুর-দুর্নীতি মামলায় কেস ডায়েরি না আনায় সিবিআইকে ভর্ৎসনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুর দুর্নীতি মামলায় কেস ডায়েরি কোথায়, প্রশ্ন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে-র ডিভিশন বেঞ্চের। উত্তরে সিবিআই-এর তরফে আইনজীবী বলেন, ১৭ পুরসভার বিরুদ্ধে দুর্নীতি মামলা চলছে। তাই প্রচুর পাতার নথি রয়েছে। সেক্ষেত্রে কেস ডায়েরি আনতে অসুবিধা রয়েছে। এই উত্তর শোনার পরই ভর্ৎসনার মুখে পড়ে সিবিআই।

কলকাতা হাইকোর্ট সূত্রে খবর, মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি দেবাংশু বসাকের বেঞ্চে অয়ন শীলের মামলার শুনানি ছিল। এদিন বিচারপতি সিবিআই-এর কাছে কেস ডায়েরি তলব করেন। এদিকে সিবিআইয়ের তরফ থেকে তাদের অপারগতার কথা জানাতেই ক্ষুব্ধ হতে দেখা যায় বিচারপতিকে। এরপরই বিচারপতি জানতে চান, 'বিশাল নথি আনতে অসুবিধা? কটা ট্রাক লাগবে আপনাদের?' আদালত সূত্রে এ খবরও মিলেছে, সিবিআই-এর তরফে আর্জি জানানো হয়েছিল, কেস ডায়েরির বদলে রিপোর্ট ফাইল করতে দেওয়া হোক। কিন্তু সেই আর্জি খারিজ করে দেন বিচারপতি। তিনি স্পষ্ট করে দেন, 'কেস ডায়েরি ছাড়া শুনব না। এটি দুর্নীতির মামলা।' বুধবার ফের এই মামলার শুনানি রয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, ইডি মামলায় ইতিমধ্যেই জামিন পেয়েছেন অয়ন শীল। ১০ লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন পান। কিন্তু অয়ন শীলের জেলমুক্তি হয়নি তাঁর। কারণ সিবিআই-ও তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করেছে। গত বছরের মার্চ মাসে ইডির হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন অয়ন শীল। এই মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ তিনি।

আবির্ভাব
০৫.০২.১৯২৪

তিরোভাব
১৯.০৩.২০১০

স্মরণে
পরমারাধ্যা ৺কমলা বসু

মা, মা, মা বলে যখন ডাকি তখন মা ভবতারিণীর কণ্ঠস্বরে তোমারই কণ্ঠ শুনি - 'এই তো আমি'! ক্ষণকাল হয়ে গেছে নিত্যকাল, তবু যে মা মন ভরে না। শৈশব, কৈশোর, যৌবনের সেইসব দিন, যখন মনে পড়ে, অনুভব করি 'মানবী মাতা' পাষাণীর মতো শীতল নয়। তাঁর স্নেহভরা উষ্ণতায় আমার বোধবুদ্ধির বিকাশ। মা! আমার এই আমিটা তো তোমারই নির্মাণ। এই মন্দিরেই তোমার অধিষ্ঠান। স্মরণই তোমার পূজার মন্ত্র। আমার অশ্রুই গঙ্গাজল। আমার কণ্ঠস্বরই আরতির ঘন্টাধ্বনি।

তুমি বলেছিলে মা — ফুল হয়ে ফুটে সেবা হয়ে ঝরে পড়ো। শ্রীগুরুর চরণে নিবেদন করে দিয়ে বলেছিলে, এই একটি ফল, গুরু তোমার শ্রীচরণে: এখন কর্মফল হবে সাধনফল। কালে বাজল বাউলের একতারা- 'এমন মানব জনম আর কি হবে, মন যা করার ত্বরায় করো এই ভবে।' সবই তো হলো মা, কিন্তু প্রতিদিন জীবনের একটি করে দিন কমে যাচ্ছে একদিন উড়ে যাবে এই সাধের ময়নাটি তোমার আকাশে। এখন তো তুমি মানবী নও, দেবী। সেখানে 'দিবা-নিশি পূর্ণ শশী আনন্দে বিরাজ করে।' নিস্তব্ধ গভীর রাত। নিদ্রিত জনপদ। সেই দৃশ্য স্বপ্ন হয়ে আসে -

দুটি হাত দুদিকে প্রসারিত
বসে আছ তুমি, ডাকছ
আয়, আয়, হাঁটি হাঁটি
পা, পা, আয় আয়

মায়ের কোল থেকে শুরু হয়েছে যে চলা, সেই চলা শেষ হবে মায়েরই কোলে। ও মা! বাইবেল থেকে তোমাকে শোনাই কয়েকটি লাইন:

A time to be born and a time to die
and a time to plast and a time to pluck.

সময় মা! সময়ের খেলা - জন্ম, মৃত্যু। বীজ, চারা, তরু, পুষ্প, ফল ছিন্ন করে সাজাই তোমার ডালি,
জন্ম, জন্ম সাধ যে আমার, মায়ের কোলে আমি আবার ....

তোমার নিতাই

সঙ্গে তোমার গৌর, বুড়ো (জয়ন্ত)
সৌজন্যে ঃ লেক কালীবাড়ী

বিশেষ নজরদারি সুন্দরবনের নদীপথ সীমান্তে

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলাদেশে যে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে তার সুযোগ নিয়ে সুন্দরবনের জলপথ দিয়ে ভারতে ঢোকার চেষ্টা করছে জঙ্গিরা, এমনটাই খবর কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তর সূত্রে। আর এতেই প্রশাসনের কপালে গভীর ভাঁজ তৈরি করেছে সুন্দরবনের নদীপথ সীমান্ত। এরপরই রাজ্য পুলিশের ডিজির নির্দেশে সুন্দরবন সীমান্ত লাগোয়া এলাকায় নেওয়া হল বাড়তি সতর্কতা।

ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে সুন্দরবন এলাকায় নদীপথ প্রশস্ত প্রায় ৬৮ কিলোমিটার। এই পুরো এলাকাতেই বোটের মাধ্যমে নজরদারি চালায় বিএসএফ। সূত্রের খবর, সম্প্রতি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে বৈঠক হয়। যে বৈঠকে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর তরফে সতর্কবার্তা দেওয়া হয়, মালদহ, মুর্শিদাবাদের স্থলসীমান্ত নয়, সুন্দরবনের পথকেই ব্যবহার করবে অনুপ্রবেশকারী থেকে জঙ্গি কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত কেউ। এই বার্তা পাওয়ার পরই ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ডিজি দলজিৎ সিং চৌধুরী পৌঁছে যান সুন্দরবনে। হিঙ্গলগঞ্জ-সহ দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের একাধিক দফতরে বৈঠক করেন। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, কোনওভাবেই সুন্দরবনের জলসীমান্তকে অরক্ষিত, খালি রাখা যাবে না। মালদহ, মুর্শিদাবাদের দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য অংশের কমান্ডিং অফিসারের সঙ্গে বৈঠক করে জানান, প্রয়োজনে অন্য জায়গা থেকেও বাড়তি বাহিনী এনে সুন্দরবনে মোতায়েন করা হবে। স্বয়ংক্রিয় রাইফেল বসানো অত্যাধুনিক বোটেরও ব্যবস্থা করতে হবে। এই প্রসঙ্গে প্রাক্তন বিএসএফ কর্তা সমীর মিত্র জানান, 'ইন্দো বাংলাদেশ বর্ডার, প্রথম বিএসএফ বিওপি রয়েছে সামসেরনগরে। বিএসএফ কর্তা উৎসাহী, যেভাবে তিনি চালাচ্ছেন, তাঁর মতামত মান্যতা দিই, তাহলে সত্যিই খুব ভাল কাজ হচ্ছে।

দক্ষিণে জট কাটাতে সমাধানের ভার জেলা কমিটিরই ঘাড়ে ঠেললেন সেলিম-সুজন

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুই মাস পেরিয়েও জট কাটল না দক্ষিণ ২৪ পরগনার সিপিএম-এ। নবগঠিত জেলা কমিটি ঘিরে বিতর্কে উত্তাল গোটা সংগঠন। সমস্যার সমাধানে সোমবার বৈঠক ডাকলেন রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম এবং কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা সুজন চক্রবর্তী। কিন্তু সব কিছুর পরেও সেই বৈঠক বয়কট করলেন বিদ্রোহী নেতারা। ফলে সমস্যার দায়ভার ঠেলেই দেওয়া হল জেলা কমিটির কাঁধে। গত ডিসেম্বরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার নতুন জেলা কমিটি গঠনের পর থেকেই তৈরি হয়েছে অশান্তি। নতুন প্যানেল প্রকাশের পর ১৭ জন নেতা-নেত্রী নিজেদের নাম প্রত্যাহার করে নেন। তাঁদের অভিযোগ, পুরনো জেলা কমিটির চার গুরুত্বপূর্ণ সদস্যকে কোনও কারণ ছাড়াই বাদ দেওয়া হয়েছে। সেই তালিকায় রয়েছেন সুজন চক্রবর্তীর স্ত্রী মিলি চক্রবর্তী, রাজ্য কমিটির সদস্য রাহুল

ঘোষ, ডিওয়াইএফআই রাজ্য সম্পাদক অপূর্ব প্রামাণিক-সহ একাধিক নেতা। মহম্মদ সেলিম ও সুজন চক্রবর্তীর তরফ থেকে সোমবারের বৈঠকে প্রস্তাব ছিল, বাদ পড়া চারজনের মধ্যে দু'জনকে আবার কমিটিতে ফেরানো হতে পারে। কিন্তু বিদ্রোহীরা সেই প্রস্তাবে সায় দেননি। তাঁদের প্রশ্ন, চারজনের মধ্যে কেবল দু'জনকে কেন ফেরানো হবে? বাকি দু'জনকে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে আপত্তি কোথায়? পাশাপাশি, কমিটি থেকে বাদ দেওয়ার প্রকৃত কারণ নিয়েও কোনও স্পষ্ট উত্তর মেলেনি বলে দাবি তাঁদের।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা সম্পাদক রতন বাগচীর নেতৃত্বেই এই কমিটির নাম প্রস্তাবিত হয়েছিল। সূত্রের খবর, জেলা কমিটির ৬৫ জন ডিসিএমের নাম দিয়েছিলেন রতনবাবু নিজেই। অথচ সেই তালিকা থেকেই ১৭ জন নেতা-নেত্রী নিজেদের নাম সরিয়ে নেন। পরিস্থিতি এতটাই জটিল যে,আলিমুদ্দিনে ডাকা বৈঠকেও কোনও সমাধানসূত্র বেরোল না। দলের অন্দরের খবর, এই বিদ্রোহের নেপথ্যে রয়েছে দীর্ঘদিনের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। একদিকে প্রাক্তন সাংসদ শমীক লাহিড়ীর অনুগামীরা, অন্যদিকে সুজন চক্রবর্তীর ঘরানা। যদিও সুজনবাবু স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, 'সিপিএম গণতান্ত্রিক দল। ডিসিএম থেকে কেউ নাম তুললে তার মধ্যে অন্য কিছু খোঁজার প্রয়োজন নেই।' ফলে দক্ষিণে সংকট এখনও কাটেনি। বরং সমস্যা মেটানোর দায়িত্ব আবার জেলা নেতৃত্বের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন রাজ্য নেতৃত্বই। শীর্ষ নেতাদের স্পষ্ট বার্তা; নিজেদের সমস্যার সমাধান নিজেরাই খুঁজে নিন।

সম্পাদকীয়

দক্ষিণপন্থী হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি চায় অধ্যাত্মবাদের প্রচার ও প্রসার

আকর্ষণীয় চাকরি হেলায় ছেড়ে দিয়ে মহাকুম্ভে ‘আইআইটি বাবা’ হিসাবে চিহ্নিত অভয় সিংহ হাজার সাধু-সন্তদের ভিড়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। তাঁর ‘ব্র্যান্ডিং’-এর পিছনে স্বঘোষিত হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক দলের ভূমিকা কোনও গোপন কথা নয়। এ দেশের আত্মা এখনও বহুলাংশে অন্ধ সংস্কারের মোহজালে বিজড়িত। বিশ্বাসের নিরীক্ষার চেয়ে বিশ্বাসের দীক্ষা এ দেশে তীব্র। এ যুগেও তুকতাক, জাদুটোনা, জলপড়া, তাবিজ-কবচের অলৌকিকতায় বিশ্বাসী মানুষের সংখ্যা প্রচুর। তাই রকেট উৎক্ষেপণের আগে যাগযজ্ঞের ঢালাও আয়োজন করা হয়, মহাকাশযান চাঁদের দক্ষিণ মেরু স্পর্শ করা মাত্র সেই স্থান কোনও ভারতীয় মহাকাশ বিজ্ঞানীর নামে নয়, ‘শিবশক্তি’ নামে নামকরণ করা হয় রাষ্ট্রীয় ফরমানে। দক্ষিণপন্থী হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি চায় অধ্যাত্মবাদের প্রচার ও প্রসার। স্বভাবতই বিজ্ঞানমনস্কতার ও যুক্তিবাদী চেতনার সঙ্গে তার বিরোধ অনিবার্য। যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানমনস্কতা প্রশ্ন করতে শেখায়। বেদ ও মনুবাদী সংস্কৃতির আবার প্রশ্নকে বড় ভয়। তার দাবি সীমাহীন আনুগত্য। বৈদিক বিমান, গণেশকে প্লাস্টিক সার্জারির নিদর্শন বা পুরাণকে ইতিহাস বলে চালিয়ে দিতে তাঁরা কুণ্ঠিত নন, ডারউইন বা নিউটনের তত্ত্বকে অসাড় বলে প্রচার করতেও। রামমন্দিরে রামলালার প্রতিষ্ঠার দিন দেশের স্বাধীনতা দিবস বলে ঘোষণা করতে তাঁদের সঙ্কোচ হয় না। সেই আবহে অধ্যাত্মবাদ বা গুরুবাদকে মহিমান্বিত করার জন্য পূর্বাশ্রমের আইআইটি বাবার চাইতে উৎকৃষ্ট বিপণন আর কী হতে পারে? রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে বহু আত্মত্যাগী সন্ন্যাসী-মহারাজ রয়েছেন যাঁরা প্রাচুর্য ও বিলাসের হাতছানি এড়িয়ে ত্যাগের কঠিন পথ বেছে নিয়েছেন। বিলাস-বৈভবের বিপ্রতীপে অধ্যাত্মবাদের ‘আইকন’ হয়ে ওঠার জন্য তাঁদের কোনও আলোকবৃত্তের মধ্যে দাঁড়ানোর প্রয়োজন হয়নি।

শব্দবাণ-২২৩

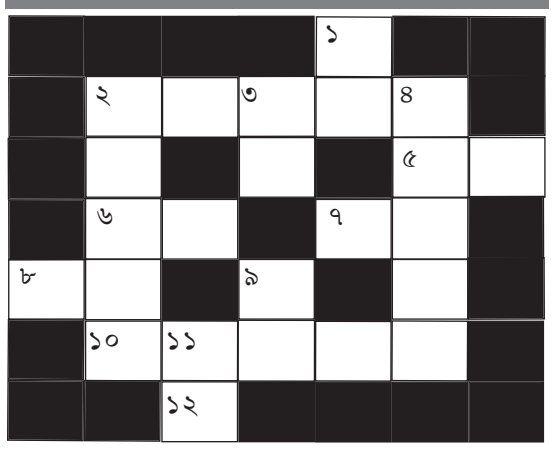

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. আমের বাগান ৫. কলস, ঘট ৬. বৃত্তি, পেশা ৭. সর্পাকৃতি হারবিশেষ ৮. বস্তুত ১০. শ্রমিক, কামলা।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. মাড় ২ .চারুকলা বা শিল্পকলা শেখার প্রতিষ্ঠান ৩. কেন, কীসের জন্য ৪. ভৈরববিশেষ ৯. পট্টবস্ত্র, রেশমি কাপড় ১১. রাত্রি।

সমাধান: শব্দবাণ-২২২

পাশাপাশি: ১. আন্দাজ ৩. দর্শন ৫. ছামনি ৬. মাশুল ৭. একিদা ৯. অক্লেশ ১১. রওয়া ১২. বিতং।

উপর-নীচ: ১.আগাছা ২. জবানি ৩. দরমা ৪. নকুল ৭. এধার ৮. দাওয়া ৯. অটবি ১০. শতং।

জন্মদিন

আজকের দিন

তনুশ্রী দত্ত

১৯৩৯ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় আব্বাস আলি বেগের জন্মদিন।
১৯৫৯ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ চন্দ্রপাল সিং যাদবের জন্মদিন।
১৯৮৪ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী তনুশ্রী দত্তের জন্মদিন।

স্পেস ডকিং প্রক্রিয়ায় বিশ্বের চতুর্থ দেশ হিসেবে সাফল্য পেল ইসরো

মোদির সঙ্গে উচ্ছাসিত ১৪০ কোটি দেশবাসী

প্রদীপ মারিক

অভিযান শুরুর আগে বহু চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়েছিলেন বিজ্ঞানীরা। ড. সোমনাথ ব্যাখ্যা করেছেন, তীব্রগতিতে দুই উপগ্রহকে মহাকাশে কাছাকাছি এনে সংযোগ স্থাপন করা বেশ কঠিন ছিল। তাদের উচ্চ বেগ সত্ত্বেও, নিরাপদ সংযোগ নিশ্চিত করতে তাদের মধ্যে আপেক্ষিক গতি প্রতি সেকেন্ডে মাত্র সেন্টিমিটার বা মিলিমিটারে হ্রাস করতে হতো। সংঘর্ষ এড়াতে স্যাটেলাইটগুলোর অ্যাপ্রোচ বেগ প্রতি সেকেন্ডে এক সেন্টিমিটারের কম হতে হতো। অভিযানে এত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েও এই সফলতা পাওয়া গেছে তা এক কথায় ভারতীয় মহাকাশ গবেষণায় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। পৃথিবীতে মহাকাশের মতো মাধ্যাকর্ষণ শূন্য পরিবেশ নেই। সেই কারণে গ্রাউন্ড টেস্টিং-এর কাজটা মহাকাশে ভীষণ কঠিন। এই জন্যই প্রয়োজন উদ্ভাবনী হার্ডওয়্যার এবং রোবোটিক টেস্ট সেটআপ। মহাকাশ উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য ডকিং এবং আনডকিং প্রযুক্তি আয়ত্ত করা অপরিহার্য। যেমন চাঁদে পাড়ি দেওয়া, চাঁদ থেকে নমুনা সংগ্রহ, ভারতীয় মহাকাশ স্টেশন বিএএস নির্মাণ ও পরিচালনা করা ইত্যাদি। এই প্রযুক্তি সফল হতেই ভারতীয় মহাকাশ স্টেশন নির্মাণ ও পরিচালনা এবং চাঁদে ভারতীয় নভোচারী পাঠানোর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দিকে একধাপ এগিয়ে গেল ভারত।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তার মুখ নিঃসৃত বাণী শ্রীমৎ ভাগবত গীতায় বললেন কাজ করে যাও ফলের আশা করো না। সেই ধর্ম পালনের উচ্চাভিলাষ নিয়ে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের মায়া পুরোপুরি কাটিয়ে মহাকাশে পৌঁছল। স্প্যাডেক্স স্যাটেলাইটের ‘আনডকিং’ । ভারতীয় মহাকাশ সংস্থা ইসরো সাফল্য পেল স্প্যাডেক্স স্যাটেলাইটের ‘আনডকিং’ প্রক্রিয়ায়। বিশ্বের চতুর্থ দেশ হিসেবে সেই ‘স্পেস ডকিং’ প্রক্রিয়ায় সাফল্য লাভ করেছে ভারত। তার আগে সেই প্রক্রিয়ায় সাফল্য অর্জন করেছিল আমেরিকা, রাশিয়া এবং চিন। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র অর্থাৎ ইসরো স্পেডেক্স মিশনের জন্য দুই কৃত্রিম উপগ্রহের ‘আনডকিং’ সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। অত্যন্ত কঠিন এই পরীক্ষায় ইসরোর সাফল্য অর্জনকে ভারতের মহাকাশ গবেষণার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসাবে দেখছেন বিজ্ঞানীরা। এর ফলে ভবিষ্যতে মহাকাশযানগুলি আপনা আপনি নিজেকে ‘ডক’ করতে পারবে। সে ক্ষেত্রে আর মহাকাশযানগুলিকে পৃথিবী থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে না, যা অদূর ভবিষ্যতে চন্দ্রযান-৪ এর মতো অভিযানগুলির ক্ষেত্রে কাজে লাগতে পারে বলেই বিশ্বাস বিজ্ঞানীদের। স্পেডেক্স-এর ‘আনডকিং’ সফল হয়েছে। মিশনের সাফল্যের পর তার ধারাবাহিক বিবরণও সংক্ষেপে প্রকাশ করেছে ভারতীয় মহাকাশ সংস্থা। জানানো হয়েছে, গোটা প্রক্রিয়ায় প্রথমে কৃত্রিম উপগ্রহ ‘এসডিএক্স-২’কে বর্ধিত করা হয়েছিল। তার পর পরিকল্পনামাফিক ‘ক্যাপচার লিভার-৩’ খুলে দেওয়া হয়। ‘এসডিএক্স-২’র ক্যাপচার লিভারটিও বিচ্ছিন্ন করা হয়। শেষমেশ, হাত ছেড়ে পৃথক হয়ে যায়‘এসডিএক্স-১’ এবং ‘এসডিএক্স-২’। ১৬ জানুয়ারি স্পেডেক্স মিশনের অধীনে দুই কৃত্রিম উপগ্রহ ‘এসডিএক্স’ ১ ও ২ মহাকাশে পরস্পরের হাত ধরিয়েছিল ইসরো। সেই হাতই ছাড়ল দু’মাস পর। সফল হয়েছিল ‘স্পেস ডকিং’ প্রক্রিয়া। চিন, রাশিয়া এবং আমেরিকার পর বিশ্বের চতুর্থ দেশ হিসাবে স্পেস ডকিংয়ে সাফল্য পেয়েছিল ভারত। সেই সাফল্যের পর ইসরোকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সাফল্যে অভিনন্দন জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিংহ। কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী, ভূ-বিজ্ঞান প্রতিমন্ত্রী ড. জিতেন্দ্র সিংহ মনে করেন, চলতি বছরে ইসরোর শেষ অভিযান ‘ঐতিহাসিক’, কারণ এর উদ্দেশ্য মহাকাশে দুটো কৃত্রিম উপগ্রহকে একত্রিত করার জটিল পদ্ধতি রপ্ত করা। এটিকে ভারতের ভবিষ্যৎ মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলেও অভিহিত করেছেন তিনি। জিতেন্দ্র সিংহ বললেন, ‘স্পেডেক্স-এর সফল আনডকিং ভারতের আসন্ন মহাকাশ অভিযানগুলির জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে ভারতের নিজস্ব মহাকাশ স্টেশন তৈরি, চন্দ্রযান-৪ এবং গগনযানের মতো অভিযানও পড়ে। ইসরো বলছে, দু’টি কৃত্রিম উপগ্রহ; এসডিএক্স ১ (চেজার) এবং ২ (টার্গেট) একই গতিবেগে একই দূরত্ব পাড়ি দেওয়ার পর মহাকাশে (প্রায় ৪৭০ কিলোমিটার উচ্চতায়) একই বিন্দুতে একসঙ্গে পৌঁছে একত্রিত হয়েছিল। এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ার নামই স্পেস ডকিং। গত ৩০ ডিসেম্বর স্পেস ডকিংয়ের জন্য অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধওয়ান স্পেস সেন্টারের ‘লঞ্চিং প্যাড’ থেকে পিএসএলভি-সি৬০ রকেট উৎক্ষেপণ করে ইসরো। ওই রকেটের প্রধান পেলোড হিসাবেই পাঠানো হয়েছিল এসডিএক্স ১ এবং ২-কে। এ ছাড়া, ২৪টি সেকেন্ডারি পেলোডও পাঠানো হয়েছিল। পিএসএলভি-সি৬০ মিশনের প্রধান জয়কুমার সে সময়েই জানিয়েছিলেন, ২০৩৫ সালের মধ্যে নিজস্ব আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন স্থাপন করতে বদ্ধপরিকর ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা। স্পেস ডকিং এবং আনডকিংয়ের সাফল্য সেই লক্ষ্যপূরণের পথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। চেয়ারম্যান ড. এসপি সোমনাথ জানিয়েছেন, ‘স্পেডেক্স’-এর সাফল্যই ভারতের আগামী দিনের একাধিক মহাকাশ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করবে। দেশটির কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী, ভূ-বিজ্ঞান প্রতিমন্ত্রী ড. জিতেন্দ্র সিং গণমাধ্যমকে বলেছেন, চলতি বছরে ইসরোর শেষ অভিযান ‘ঐতিহাসিক’, কারণ এর উদ্দেশ্য মহাকাশে দুটো কৃত্রিম উপগ্রহকে একত্রিত করার জটিল পদ্ধতি রপ্ত কর। ‘ডকিং’ এবং ‘আনডকিং’ প্রযুক্তি ভারতের মহাকাশ অভিযান সংক্রান্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা, যেমন চন্দ্রাভিযান, মহাকাশ থেকে নমুনা সংগ্রহ ইত্যাদির জন্য যেমন অপরিহার্য, একইভাবে মহাকাশ প্রযুক্তিতে বলীয়ান দেশের তালিকায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রেও এটি ভারতকে সুবিধা দেবে বলে বলছেন বিশ্লেষকেরা। পিএসএলভি-সি৬০-র সাহায্যে সফলভাবে উৎক্ষেপণের পর তারা স্বাধীনভাবে এবং একযোগে পৃথিবী থেকে ৪৭০ কিলোমিটার দূরত্বে ৫৫ ডিগ্রিতে ঘুরপথে যাবে। এর স্থানীয় সময় চক্র হবে প্রায় ৬৬ দিনের। এর মধ্যে এসডিএক্স০১ হবে চেজার মানে স্যাটেলাইট এবং অন্যটি অর্থাৎ এসডিএক্স০২ হবে টার্গেট। প্রাথমিকভাবে চেজার এবং টার্গেটের মধ্যে দূরত্ব থাকবে, কিন্তু এক সময় তা কমতে কমতে এই দুই মহাকাশযান কাছাকাছি চলে আসবে। এরপর নির্দিষ্ট সময়ে ‘ডকিং’ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। সফলভাবে ‘ডকিং’ এবং নির্দিষ্ট কক্ষপথে অক্ষ স্থির করা পর এই দুই মহাকাশযানের মধ্যে বৈদ্যুতিক শক্তি স্থানান্তর হবে। ইসরোর চেয়ারম্যান ড. এসপি সোমনাথ বলেছেন, ‘যখন মহাকাশে থাকা একাধিক বস্তুকে কোনও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে একত্রিত করার প্রয়োজন হয় তখন দরকার, তখন ডকিং নামে এক প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়।’ ‘ডকিং এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে দু’টো স্পেস অবজেক্ট একত্রিত হয় এবং সংযুক্ত করা হয়। এটা বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবহার করে সম্পন্ন হতে পারে। যেমন সফ্ট মেকানিজম, হার্ড মেকানিজম বা মানব স্থানান্তরের জন্য প্রেসারাইজড কম্পার্টমেন্টের ব্যবহার।’ অভিযান শুরুর আগে বহু চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়েছিলেন বিজ্ঞানীরা। ড. সোমনাথ ব্যাখ্যা করেছেন, তীব্রগতিতে দুই উপগ্রহকে মহাকাশে কাছাকাছি এনে সংযোগ স্থাপন করা বেশ কঠিন ছিল। তাদের উচ্চ বেগ সত্ত্বেও, নিরাপদ সংযোগ নিশ্চিত করতে তাদের মধ্যে আপেক্ষিক গতি প্রতি সেকেন্ডে মাত্র সেন্টিমিটার বা মিলিমিটারে হ্রাস করতে হতো। সংঘর্ষ এড়াতে স্যাটেলাইটগুলোর অ্যাপ্রোচ বেগ প্রতি সেকেন্ডে এক সেন্টিমিটারের কম হতে হতো। অভিযানে এত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েও এই সফলতা পাওয়া গেছে তা এক কথায় ভারতীয় মহাকাশ গবেষণায় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। পৃথিবীতে মহাকাশের মতো মাধ্যাকর্ষণ শূন্য পরিবেশ নেই। সেই কারণে গ্রাউন্ড টেস্টিং-এর কাজটা মহাকাশে ভীষণ কঠিন। এই জন্যই প্রয়োজন উদ্ভাবনী হার্ডওয়্যার এবং রোবোটিক টেস্ট সেটআপ। মহাকাশ উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য ডকিং এবং আনডকিং প্রযুক্তি আয়ত্ত করা অপরিহার্য। যেমন চাঁদে পাড়ি দেওয়া, চাঁদ থেকে নমুনা সংগ্রহ, ভারতীয় মহাকাশ স্টেশন বিএএস নির্মাণ ও পরিচালনা করা ইত্যাদি। এই প্রযুক্তি সফল হতেই ভারতীয় মহাকাশ স্টেশন নির্মাণ ও পরিচালনা এবং চাঁদে ভারতীয় নভোচারী পাঠানোর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দিকে একধাপ এগিয়ে গেল ভারত। চন্দ্রযান-৩ এক বিশাল সাফল্য এনে দিয়েছিল। বিজ্ঞানীরা কেবল নয় একশো চল্লিশ কোটি ভারতবাসী অপার কৌতূহল নিয়ে অপেক্ষায় ছিল কবে চাঁদ স্পর্শ করবে চন্দ্রযান-৩ এর মধ্যে থাকা বিক্রম। প্রত্যেক কাছেই যে সফল হতে হবে সে কথা একেবারেই বলা যায় না। কিন্তু কাজ যে করে যেতে হবে। চন্দ্রযান-২ যখন শেষ মুহূর্তে তার কাজে সফলতা পেল না তখন ইসরোর দপ্তরের বিজ্ঞানীরা মুষড়ে পড়েছিলেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তার ছাপান্ন ইঞ্চি বুকের ছাতি দিয়ে যেমন ভাবে দেশকে আগলে রাখেন ঠিক তেমন ভাবে আগলে রাখলেন ইসরোর চেয়ারম্যান কে সিভানকে। ইসরোর তদানীন্তন চেয়ারম্যান কে আলিঙ্গন করে মুষ্টি বদ্ধ হাত নিয়ে বললেন আব দূর নেহি হ্যায়। বিজ্ঞানীদের আবার নতুন উদ্যমে কাজ করতে বললেন, অতীত বিশ্লেষণ করেই ভুল ত্রুটি দূর করে সফলতা আসবেই। নরেন্দ্র মোদির মনের জোর ছিল, তিনি জানতেন চাঁদের কাছে আসা গেছে আজ না হোক কাল সেই সফলতা আসবেই। কে সিভান বললেন, ‘প্রধানমন্ত্রী নিজে আমায় সান্তনা দিয়েছেন, এটা বড় স্বস্তি, তিনি সত্যি দেশের নেতার কাজ করেছেন।’ ২০১৯ সালের পর ২০২৩ ‘চন্দ্রযান-৩’ উৎক্ষেপণের আগেই ইসরোকে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বললেন, ‘ভারতের মহাকাশ গবেষণার ইতিহাসে ১৪ জুলাই দিনটি ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আমাদের তৃতীয় মুন মিশন, চন্দ্রযান-৩ এদিন থেকেই তার ঐতিহাসিক যাত্রা শুরু করবে চাঁদের উদ্দেশে দেশবাসীর স্বপ্ন, আশা, আকাঙ্খা সঙ্গে নিয়ে’। চন্দ্রযান-৩-এর বাজেট ছিল মাত্র ৬১৫ কোটি টাকা কিন্তু মনের জোর ছিল পুরো ১৪০ কোটি ভারতীয়র। চলতি বছর ১৪ জুলাই সেই লড়াইয়ের মূল পর্ব শুরু হয়। সেইদিন ঠিক দুপুর ২টো ৩৫ মিনিট ইতিহাস গড়ার লক্ষ্যে পারি দিল চন্দ্রযান-৩। শ্রীহরিকোটার সতীশ ধওয়ান স্পেস সেন্টারের লঞ্চিং প্যাড থেকে চাঁদের উদ্দেশে উড়ে গিয়েছিল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর এই মহাকাশযান। চাঁদের দক্ষিণ মেরু অঞ্চলটি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য আগ্রহ রাখে কারণ সেখানে প্রচুর পরিমানে বরফ দেখতে পেয়েছিল বিজ্ঞানীরা। ইসরোর প্রাপ্তন ডিরেক্টর প্রমোদ কালের মতে চাঁদের দক্ষিণ মেরুর তাপমাত্রা মাইনাস ২৩০ ডিগ্রিতে নেমে যায়। তীব্র শীতে দক্ষিণ মেরুর চন্দ্রযান চালানো সম্ভব নয়। এই জন্যই চন্দ্রযান অভিযানের জন্য সূর্যালোককেই বেছে নেয় বিজ্ঞানীরা। ভারতের বিজ্ঞান প্রযুক্তি এবং দেশের ঐক্যের জন্য চন্দ্রাভিযান-৩ , আদিত্য এল-১ এর পর দুই কৃত্রিম উপগ্রহের ‘আনডকিং’ সফলভাবে সম্পন্ন করে ইসরো কেবল মাত্র দেখিয়ে দিলই না প্রমান করলো ভারত ২০৩৫ সালের মধ্যেই মহাকাশ স্টেশন তৈরি করতে চলেছে।

জাল জন্ম প্রমাণপত্র কাণ্ডে এবার গ্রেপ্তার নার্সিংহোমের ম্যানেজার

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: অন্যের শিশু পুত্রকে নিজের পুত্র বলে অণ্ডাল বিডিও অফিসে তার জন্ম সার্টিফিকেটের আবেদন জানান কিশোরবালা ও পর্ণবালা নামে নদিয়ার এক দম্পতি। প্রমাণপত্র হিসাবে আবেদনের সঙ্গে দেওয়া হয় উখড়ার একটি নার্সিংহোম ও পাণ্ডবেশ্বরের বহুলা পঞ্চায়েতের নথি। পেশ করা নথি দেখে সন্দেহ হয় বিডিওর। বিষয়টি তিনি অণ্ডাল থানায় জানালে পুলিশি তদন্তে উঠে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য।

জানা যায়, শিশু পুত্রের জন্ম সার্টিফিকেটের আবেদনকারী দম্পতি আসলে নকল বাবা-মা। শিশুটি তাদের নয়। বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে। নকল বাবা মাকে জিজ্ঞাসাবাদে উঠে আসে সুভাষ মন্ডল নামে ব্যক্তির নাম। পুলিশ তাকেও গ্রেপ্তার করে। জানা যায়, খান্দরা পঞ্চায়েতের বিশ্বেশ্বরী এলাকার বাসিন্দা ওই ব্যক্তি দম্পতিকে শিশু পুত্রের জন্ম সার্টিফিকেটের জন্য পঞ্চায়েত ও উখড়ার একটি নার্সিংহোম থেকে জাল নথি তৈরি করে দেয়। বিনিময়ে ওই দম্পতির কাছ থেকে সে ৮ হাজার টাকা নেয় বলে অভিযোগ।

জাল নথি তৈরির কারণে সুভাষকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে উঠে আসে বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী নামে আরও একজনের নাম। সোমবার পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। খান্দরা গ্রামের বাসিন্দা ধৃত বিশ্বজিৎ উখড়ার একটি নার্সিংহোমে ম্যানেজার হিসাবে কাজ করে। শিশুটির জন্ম ওই নার্সিংহোমে হয়েছিল এই মর্মে নার্সিংহোমের লেটার হেড প্যাডে জাল নথি বানিয়ে দেয় বিশ্বজিৎ। মঙ্গলবার বিশ্বজিৎকে পুলিশ পেশ করে মহকুমা আদালতে।

টেন্ডারে দুর্নীতির অভিযোগে হবিবপুর পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধিতায় তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: টেন্ডারে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে বিজেপি পরিচালিত হবিবপুর পঞ্চায়েত সমিতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হল স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূলের জনপ্রতিনিধিদের অভিযোগ, অনলাইন পদ্ধতি বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে অফলাইনে ২৫ লক্ষ টাকার সোলার পদ্ধতির পথবাতির টেন্ডার ছাড়া হয়। এমনকি বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির ঘনিষ্ঠ এক ঠিকাদারকেই এই কাজ পাইয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এই টেন্ডারের পদ্ধতি নিয়ে জালিয়াতি করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। সম্পূর্ণ বিষয়টি নিয়ে ব্লক এবং জেলা প্রশাসনের কাছেও লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন হবিবপুর পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূল দলের নির্বাচিত সদস্যরা।

প্রশাসন ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২৯ জানুয়ারি হবিবপুর পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে সোলার পদ্ধতিতে পথবাতি বসানোর জন্য ২৫ লক্ষ টাকা টেন্ডার ছাড়া হয়। অনলাইন পদ্ধতি ব্যবস্থা থাকলেও অবৈধভাবেই অফলাইনে সেই টেন্ডার প্রক্রিয়া ছাড়া হয়েছে বলে অভিযোগ। পুরো ঘটনাটি নিয়ে বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েত সমিতির বিরুদ্ধে টেন্ডারের জালিয়াতির অভিযোগ করা হয়েছে।

হবিবপুর পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূলের নির্বাচিত সদস্য অজয় গুপ্তা বলেন, '২৯ জানুয়ারি অফলাইনে এই টেন্ডারটি ছাড়া হয়। বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুধীরানী সাহা তার ঘনিষ্ঠ এক ঠিকাদারকে ২৫ লক্ষ টাকার কাজ পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। সংশ্লিষ্ট ব্লকে ২৮টি সোলার পথবাতি বসানোর জন্যই ২৫ লক্ষ টাকার এই টেন্ডার ছাড়া হয়। অত্যন্ত গোপনে বিজেপির পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তার ঘনিষ্ঠকে কাজ পাইয়ে দিয়েছে। আমরাই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছি। কারণ, অবৈধ ভাবে এই টেন্ডারের পাশাপাশি তৃণমূলের জনপ্রতিনিধিদের এলাকাতেও এই পথবাতি বসানোর কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। পুরো বিষয়টি ব্লক ও জেলা প্রশাসনকে জানানো হয়েছে।'

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হবিবপুর পঞ্চায়েত সমিতির মোট আসন সংখ্যা ৩২টি। ১৬টি আসন পেয়ে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে একক ভাবে এই পঞ্চায়েত সমিতির দখল করেছে বিজেপি। ১৩টি আসন রয়েছে তৃণমূলের দখলে। বাকি সিপিএমের দখলে রয়েছে দু'টি আসন এবং কংগ্রেসের দখলে রয়েছে একটি আসন।

এপ্রসঙ্গে বিজেপি পরিচালিত হবিবপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুধীরানী সাহার সঙ্গে বিভিন্ন ভাবে যোগাযোগ করা হলেও তিনি কোনও মন্তব্য করেননি। মালদা জেলা পরিষদের কার্যনির্বাহী আধিকারিক তথা অতিরিক্ত জেলাশাসক সেখ আনসার আহমেদ জানিয়েছেন, 'টেন্ডারের অনিয়মের অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি তদন্ত করে দেখার জন্য ডেপিআরডিও এবং হবিবপুরের বিডিওকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অনলাইন পদ্ধতি বাদ দিয়ে কেন অফলাইনের মাধ্যমে টেন্ডার ছাড়া হল সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রয়োজনে ওই টেন্ডার বাতিল করা হতে পারে।'

সুভাষ মহিলা প্রগতি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড
রেজি: নং- ১০, তারিখ- ০৬/০২/১৯৯৬
বালিটিকুরী, বকুলতলা, হাওড়া-৭১১১১৩
প্রতিনিধি নির্বাচন-২০২৫ (নির্ঘণ্ট)

ক্র. স.	নির্বাচনী কর্মসূচির বিবরণ	তারিখ	স্থান	সময়
১.	মনোনয়ন পত্র বিলি	২৩.০৩.২০২৫ এবং ২৪.০৩.২০২৫	সমিতির নিবন্ধিত কার্যালয়	সকাল ১১.০০ মি. থেকে দুপুর ২.০০ মি.
২.	মনোনয়ন পত্র পেশ	২৫.০৩.২০২৫ এবং ২৬.০৩.২০২৫	ঐ	সকাল ১১.০০ মি. থেকে দুপুর ২.০০ মি.
৩.	মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা	২৮.০৩.২০২৫	ঐ	দুপুর ১২.০০ টা থেকে শেষ না হওয়া পর্যন্ত
৪.	বৈধ মনোনয়ন পত্রের তালিকা প্রকাশ	২৮.০৩.২০২৫	ঐ	মনোনয়নপত্র পরীক্ষার পর
৫.	মনোনয়ন পত্র ও প্রার্থী-পদ প্রত্যাহার	২৯.০৩.২০২৫	ঐ	দুপুর ৩.০০ টা পর্যন্ত
৬.	প্রত্যাহারের পর বৈধ প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ	২৯.০৩.২০২৫	ঐ	দুপুর ৩.০০ টার পর
৭	ভোট গ্রহণের তারিখ, সময় এবং স্থান	২৭.০৪.২০২৫	নির্বাচন কেন্দ্র, স্থান- মহর্ষির ব্যায়াম সমিতি, বালিটিকুরী বকুলতলা, হাওড়া	সকাল ১১.০০ মি. থেকে বিকেল ৪.০০ টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ
৮	ভোট গণনা	২৭.০৪.২০২৫	ঐ	ভোট গ্রহণের পর
৯	ফল ঘোষণা	২৭.০৪.২০২৫	সমিতির নিবন্ধিত কার্যালয়	ভোট গণনার পর

(সকল সদস্যাদের অবগত করা হচ্ছে, প্রতিনিধি নির্বাচন-২০২৫ এর বিশদ বিবরণের জন্য সমিতির নিবন্ধিত কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন)
অনুমত্যানুসারে
সুরজিৎ সাহা
সহকারী রিটার্নিং অফিসার
সুভাষ মহিলা প্রগতি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লি.

মুখ্যমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু কামনা, জেলা-রাজ্যবাসীর মঙ্গলে মাজারে পুজো নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীর্ঘায়ু কামনা করার পাশাপাশি বাংলার মানুষের মঙ্গল কামনা করে পানাগড়ে দানবাবা মাজারে পুজো দেন পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক তথা পশ্চিম বর্ধমান জেলার তৃণমূলের জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

প্রতিবছরের মতো এ বছরও মার্চ মাসের ৯ তারিখ থেকে ঔরস উৎসব উপলক্ষ্যে দানবাবা মাজারের চারপাশে বসে মেলা। সৈয়দ পাহাড়ি শাহর ঔরস উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত এই মেলা চলে ১৭ তারিখ পর্যন্ত। যদিও তারপরেও প্রায় সাত দিন থাকে মেলায় দোকান পাঠ। এলাকার মানুষের কাছে দানবাবা হিসেবে পরিচিত সৈয়দ পাহাড়ি শাহ। এই মেলার মূল বৈশিষ্ট্য হল এখানে সর্ব ধর্মের মানুষেরা যোগদান করেন এবং নিজের পরিবারের মঙ্গল কামনায় পাহাড়ি শাহ এর মাজারে চাদর চাপিয়ে পুজো দেন। জেলা ও রাজ্য ছাড়িয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ ভিড় জমান এই মেলায়।

মেলা কমিটির সদস্যদের দাবি, এই মেলায় প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড় জমে। দানবাবার মাজারে সৈয়দ পাহাড়ি শাহর সমাধি থাকলেও স্থানীয়দের মতে, আজও তার অলৌকিক শক্তি অনুভব করা যায় তাই তাকে জীবিত মনে করেন সকলে। তাই তিনি এলাকার মানুষের কল্যাণ করে চলেছেন। যার কারনে এই মাজারে বহু মানুষ আসেন যারা নকুল দানা এবং গোলাপ জল দিয়ে পুজো দেন। এছাড়াও দানবাবাকে প্রসন্ন করতে তাঁর সমাধিতে চাদর চাপান এবং সুগন্ধি ধূপ জ্বালিয়ে নকুল দানা, গোলাপজল ও গোলাপ ফুল দেন তাঁর আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য।

সোমবার ছিল মেলার শেষ দিন। এই শেষ দিনে মেলায় এসে সকলের মঙ্গল কামনায় এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করে দান বাবার কাছে পুজো দেন জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। তিনি জানিয়েছেন এই দানবাবা মেলা পানাগড়ের একটা ঐতিহ্য। যে মেলায় আসলে দেখা যাবে সর্ব ধর্মের মানুষের যোগদান। যেটা সম্প্রীতির একটা অনন্য নজির।যতদিন তিনি বেঁচে থাকবেন ততদিন তিনি এই মেলায় আসবেন বলে জানিয়েছেন।

এলাকা সূত্রে জানা যায়, এই মেলার শুরু হয়েছিল প্রায় ৫০ থেকে ৬০ বছর আগে।তবে আগে অতটা বড় আকারে মেলা হতো না। দূর দুরান্ত থেকে বহু মানুষ তাদের সমস্যা নিয়ে আসতেন দান বাবার কাছে। অনেকের সেই সমস্যার সমাধান হত। কারও বেকার জীবন থেকে চাকরি জীবন শুরু হয়েছে, দানবাবার মাজারে মাথা ঠুকে। আবার কারও শরীর সুস্থ হয়ে রোগ মুক্ত জীবনযাপন করছেন। সেই অলৌকিক কথা ছড়িয়ে পড়তেই দিন যত যায় মানুষের ভিড় ততই বাড়ে।

লোকশ্রুতি আছে যে, বর্তমানে যেখানে দান বাবার মাজার রয়েছে সেখানে এক ফকির থাকতেন। যিনি ছিলেন সৈয়দ পাহাড়ি শাহ। শোনা যায় ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে বেশ কিছু ফকির ও ধর্মের প্রচারক ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেরিয়ে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করে বেড়াতেন। যাদের মধ্যে একজন ছিলেন এই পাহাড়ি শাহ। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ওই জায়গায় বসবাস করতেন এবং গ্রামে গ্রামে ঘুরে মানুষের কষ্টের নিবারণ করতেন। বহু মানুষ তার কাছে ছুটে আসতেন নিজের সমস্যা নিয়ে। পরে তিনি দেহত্যাগ করলে তাকে ওই জায়গায় সমাধিস্ত করা হয়। তিনি পরলোক গমন করলেও তাঁর সমাধিস্থলে গিয়ে মানুষ সমস্যা নিয়ে সমাধান চাইলে অল্প দিনের মধ্যেই অনেকেই তাদের সমস্যা থেকে মুক্তি পান। স্থানীয়রা মনে করেন, আজও তিনি তার কৃপাদৃষ্টি এলাকার মানুষের ওপর রেখেছেন। যার কারণে তার কাছে গিয়ে কেউ কিছু চাইলে কেউ খালি হাতে ফেরে না। তিনি মানুষকে দান করতেন বলেই সৈয়দ পাহাড় শাহ দানবাবা নামেই খ্যাত।

বোলপুর স্টেশনে বিপুল নগদ উদ্ধার, 'অপারেশন সতর্কে' সাফল্য পূর্ব রেলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বোলপুর: রেল চত্বরে বেআইনি কার্যকলাপ রুখতে পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশনের 'অপারেশন সতর্ক' অভিযান জোরদার। তারই অঙ্গ হিসেবে সোমবার বোলপুর স্টেশনে অভিযান চালিয়ে প্রায় ১৯ লক্ষ টাকার অঘোষিত নগদ অর্থ উদ্ধার করল আরপিএফ। এক সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে, যিনি ওই বিপুল পরিমাণ অর্থের কোনও বৈধ উৎস বা প্রমাণপত্র দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন।

হাওড়া ডিভিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত ব্যক্তির নাম প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় (৪৩)। সোমবার বোলপুর স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম এলাকায় ঘোরাঘুরির সময় তাঁকে সন্দেহভাজন হিসেবে আটক করেন আরপিএফের কর্মীরা। তল্লাশি চালিয়ে তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার হয় ১,৯১,১৬৮০ টাকা নগদ। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আরপিএফ পোস্টে নিয়ে যাওয়া হয়।

ঘটনাটির বিষয়ে পূর্ব রেলের মুখ পাত্র জানান, 'আমাদের 'অপারেশন সতর্ক'র মূল লক্ষ্যই হল রেল চত্বরকে অপরাধমুক্ত রাখা। আরপিএফ নিয়মিত তল্লাশি ও নজরদারি চালাচ্ছে। বোলপুর স্টেশনে এই বিপুল পরিমাণ নগদ উদ্ধারের ঘটনাটি তারই সাফল্য। উদ্ধার হওয়া অর্থ আপাতত আরপিএফের হেপাজতে রয়েছে। বিষয়টি আইন মোতাবেক আয়কর দপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হবে।' বোলপুর স্টেশনে আরপিএফ আধিকারিকরা জানিয়েছেন, 'রেলপথকে অপরাধমুক্ত রাখতেই এমন তল্লাশি অব্যাহত থাকবে। রেলপথ বা রেল চত্বরে কোনও অবৈধ কার্যকলাপ বরদাস্ত করা হবে না।'

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II, কলকাতা
জীবন দীপ বিল্ডিং, ১১তম তল,
১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ইমেল ঃ sbi.18192@sbi.co.in

সংশোধনী

সংশ্লিষ্ট এই সংবাদপত্রের ১২.০৩.২০২৫ সংস্করণে আমাদের ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ অধীনে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে-ই-নিলাম **(ঋণগ্রহীতার নাম : মেসার্স এস আর টিম্বার প্রোডাক্টস প্রা লি)** ১৭.০৪.২০২৫ তারিখে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, এসএএমবি ২, কলকাতা কর্তৃক অনুষ্ঠিতব্য প্রত্যাহৃত হয়েছে, অনিবার্য কারণে। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
৩য় এবং ৪র্থ তল, ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস,
কলকাতা-৭০০০০১

পরিশিষ্ট - ৪ রুল ৮(১)
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **২৪.০৮.২০২১** তারিখে ঋণগ্রহীতা শ্রী সুদীপ্ত ব্যানার্জি এবং শ্রীমতী সুরভি ব্যানার্জি (স্বামী সুদীপ্ত ব্যানার্জি), ১০৯, মিশন অঞ্চল, পূর্ব পুরিয়ারি, কলকাতা - ৭০০০৯৩ (এ/সি - ৫০০২৪৫৯৭৫৫২, সিআইএফ - ৩০০০৮৮৫৬৪৬০) মুকুল বোস রোড শাখা নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ ২৮,১৮,২৫৪.০০ টাকা (আঠাশ লাখ আঠার হাজার দুশো চুয়ান্ন টাকা) নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১৩ মার্চ ২০২৫ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক নিকট বকেয়া **৩৪,১২,৭৩৫.০০ টাকা (চৌত্রিশ লাখ বারো হাজার সাতশ পঁয়ত্রিশ টাকা)** ১৩.০৩.২০২৫ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ। এতদ্বারা জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন। ২৪.০৮.২০২১ তারিখের পরবর্তী দাবি নোটিশ ইস্যুর কারণে পূর্বের দখল নোটিশ প্রত্যাহার করা হল।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ রায়ত দাখলি স্বত্ব বাস্তু জমি পরিমাণ এরিয়া কমবেশি ২ কাঠা এবং তদস্থিত ভগ্নদশা সমুদয় ২ তলা বসবাসের ভবন, একতলায় ৩ কক্ষ, ১ কিচেন, ১ টয়লেট, ২ বারান্দা, সিঁড়ি, এবং চাতাল সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাণ কমবেশি ৬২০ বর্গফুট এবং দোতলায় ৩ কক্ষ, ১ কিচেন, ১ টয়লেট, ১ ডব্লুসি, ২ বারান্দা, সিঁড়ি, চাতাল, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৫৬৮ বর্গফুট , খতিয়ান নং ১৫৬, মৌজা : পূর্ব পুটিয়ারি, জেএল নং ৪৩, আরএস নং ২৭৫, বর্তমানে কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, জেলা কালেক্টরেট তৌজি নং ১৮, পরগনা : মাগুরা, সাব রেজিস্ট্রি অফিস আলিপুর, থানা পূর্বতন যাদবপুর, বর্তমানে থানা : রিজেন্ট পার্ক, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, অবস্থিত কেএমসি প্রেমিসেস নং ১০৯, মিশন অঞ্চল, ওয়ার্ড নং ১১৪, অ্যাসেসি নং ৩১-১১৪-১৫-০১০৯-৮, রোরো নং ১১, কে এম সি অধীন, ডাক ঠিকানা মিশন অঞ্চল, পূর্ব পুটিয়ারি, কলকাতা : ৭০০০৯৩, থানা : রিজেন্ট পার্ক, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ছাদ এবং অন্যান্য সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত, স্বত্ব, অধিকার, স্বার্থ, দাতার দখলদারি উক্ত সম্পত্তির তপশিল অনুযায়ী দাতা কর্তৃক দান কৃত এবং হস্তান্তরিত গ্রহীতাকে দান দলিল সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এবং শর্তব্যতীত এবং নিঃশর্তে রেজিস্ট্রিকৃত বুক নং ১, ভল্যুম নং ৬৪, পৃষ্ঠা ১১ থেকে ১২, দলিল নং ০০৮৭৯-২০০৮ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত ঠিকানা : জেলা সাব রেজিস্ট্রার, আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সম্পত্তি শ্রী সুদীপ্ত ব্যানার্জির নামে।

তারিখ : ১৩.০৩.২০২৫, স্থান : কলকাতা — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

প্রথম স্তন ক্যান্সারের সফল অস্ত্রোপচার, প্রতিস্থাপন

বুবুন মুখোপাধ্যায় ● আসানসোল

সাধারণত স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত মহিলাদের আক্রান্ত হওয়া স্তন অস্ত্রোপচার করে বাদ দিতে হয়। কিন্তু মঙ্গলবার অনন্য নজির গড়ল আসানসোল জেলা হাসপাতাল। ক্যান্সারে আক্রান্ত স্তনের সফল প্রতিস্থাপন করা হলো বলে দাবি আসানসোল জেলা হাসপাতালে চিকিৎসকদের।

শল্য চিকিৎসক ডাক্তার রুহুল আমিন বলেন, গত বছরের সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ সালানপুর এলাকার বছর ৩৫ এর এক যুবতী লক্ষ্য করেন তার স্তনে টিউমার জাতীয় কিছু হয়েছে। এরপর তিনি আসানসোল জেলা হাসপাতালে বহির্বিভাগে দেখাতে আসেন। তার আল্ট্রাসনোগ্রাফি করে দেখা যায় একটি টিউমার রয়েছে সেই টিউমারের এফএনএসি পরীক্ষা করে রিপোর্টে দেখা যায় এটি কোনও ক্যান্সার নয়। তাই ওই টিউমারের অপারেশন করা হয়। কিন্তু অপারেশনের পর বায়োপসি করে দেখা যায় ওটা ক্যান্সার।

এরপর অনকোলজি বিভাগের ডাক্তার অমিত মুখার্জি বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে সেই রিপোর্ট পাঠান। তারাও জানায়, এটি ক্যান্সার। এরপর ক্যান্সারের অস্ত্রোপচারের আগে আক্রান্ত মহিলাকে আটটা কেমো দেওয়া হয়। মঙ্গলবার পিজি হাসপাতালের তথা রাজ্যের খ্যাতনামা ব্রেস্ট ক্যান্সার বিভাগের ডাক্তার ও তাঁর টিম এবং আসানসোল জেলা হাসপাতালের স্বাস্থ্য বিভাগের টিম যৌথ ভাবে এই অস্ত্রোপচার করেন।

অস্ত্রোপচারে ছিলেন হেড কম্পিহেন্সিভ ব্রেস্ট সার্ভিস নডাল পার্সন পশ্চিমবঙ্গ দীপেন্দ্র সরকার (পিজি হাসপাতাল)। ডাক্তার রণিত রায় এমএস বাঙুর হাসপাতাল এবং আসানসোল জেলা হাসপাতালের শল্য চিকিৎসক ডাক্তার রুহুল আমিন, অনকোলজিস্ট অমিত মুখোপাধ্যায় সহ একাধিক শল্য চিকিৎসক এবং মেডি ক্যাল টিমের সদস্য। সফল অস্ত্রপচারের পর এক সাংবাদিক বৈঠকে হাসপাতাল সুপার নিখিল চন্দ্র দাস বলেন, এই হাসপাতালের ক্যান্সার বিভাগের একাধিক সফলতার পর এই সফল অস্ত্রোপচার শুধু ডাক্তারদেরই মনোবল বাড়ায়নি সাধারণ মানুষের হাসপাতালের প্রতি আস্থা বাড়ছে। তিনি বলেন, স্তন প্রতিস্থাপনের জন্য কৃত্তিম যে শল্য সামগ্রীর প্রয়োজন ছিল তার মূল্য প্রায় ৪৫০০০ টাকা। যা ওই রোগীর পরিবারের পক্ষে দেওয়া সম্ভব হয়নি। আসানসোল পুরনিগম এই ব্যাপারে এগিয়ে আসে এবং তারা ওই সামগ্রী কিনতে আর্থিক ভাবে সহযোগিতা করে।

হাসপাতাল সুপার নিখিল চন্দ্র দাস বলেন, এই সফলতার পিছনে বড় ভূমিকা আছে, পশ্চিম বর্ধমান জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকের। তাঁর অনুপ্রেরণাতেই এই ধরনের সাফল্য আসছে। ডাক্তার দীপেন্দ্র সরকার বলেন, রাজ্যের স্বাস্থ্য বিভাগ সিদ্ধান্ত নিয়েছে রোগীকে এই ধরনের চিকিৎসার জন্য রাজ্যের কোনও হাসপাতাল বা অর্থ ব্যয় করে ভিন রাজ্যে যেতে হবে না প্রয়োজনে রাজ্যের যে প্রান্তে ক্যান্সার হাব আছে সেখানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা নিজেরাই পৌঁছে যাবেন। তাঁর সঙ্গে থাকছে টেলি মেডিসিন ও বিভিন্ন প্রান্তের ডাক্তারদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স করে চিকিৎসার সুবিধা।

পৃথক দু'টি দুর্ঘটনায় মৃত ২, আহত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: মঙ্গলবার বারাবনি বিধানসভা এলাকায় দুটি পৃথক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দু'জনের। আহত তিনজন বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার বারাবনির বালিয়াপুর এলাকায় মাছ ভর্তি পিক আপ ভ্যানের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় দুই মোটরসাইকেল আরোহীর। দুর্ঘটনায় জেরে মোটরসাইকেল সুরমার হয়ে যায় এবং নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঘাতক পিকআপ ভ্যান মাঠের মধ্যে উল্টে যায় ঘটনার জেরে মৃত্যু হয় আসানসোল উত্তর থানার গাড়ি গ্রামের বাসিন্দা বলরাম ঘোষ (৩২) এবং হিরাপুরের সামডিহি এলাকার বাসিন্দা নেহাল রায়ের (৬১)।

অপর দুর্ঘটনাটি ঘটে বারাবনি থানার অন্তর্গত জয়রাম রাঙাপাড়া ফুটবল গ্রাউন্ডের কাছে। এখানে ট্রাক্টরের সঙ্গে একই বাইকে তিনজনের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। তিনজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় আসানসোল বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

SBI এসবিআই রহড়া শাখা (১২৩৬৪)
৪২, আইসি রোড, চৌধুরি পাড়া, রহড়া, খড়দহ,
পিন - ৭০০১১৮, ই-মেল: sbi.12364@sbi.co.in
সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

কিছু ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ যারা **এসবিআই রহড়া শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তারা সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাদের সম্পত্তি নোটিশ/বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেয়নি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) নিলামের দিন এর আগের দিন **বিকাল ৪টার** আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা : পামেলা পাল

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	২৬.০৩.২০২৫	বিকেল ০৫.০০টা থেকে সন্ধ্যা ০৬.০০টা	২২ ক্যারট	গ্রস ওজন ৩.৪০ গ্রাম নিট ওজন ২.৫০ গ্রাম	২টি শঙ্খ পাত
২.	২৬.০৩.২০২৫	বিকেল ০৫.০০টা থেকে সন্ধ্যা ০৬.০০টা	২২ ক্যারট	গ্রস ওজন ১৩.২০ গ্রাম নিট ওজন ৯.০০ গ্রাম	১টি নেকলেস
৩.	২৬.০৩.২০২৫	বিকেল ০৫.০০টা থেকে সন্ধ্যা ০৬.০০টা	২২ ক্যারট	গ্রস ওজন ১৩.১৫ গ্রাম নিট ওজন ১০.৪০ গ্রাম	১টি চেন এবং ১টি হাতের আংটি

তারিখ: ১৯.০৩.২০২৫
স্থান: রহড়া
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই রহড়া

SBI এসবিআই আরএসিপিসি ব্যারাকপুর (৬৪০৭৬)
৬৬, ব্যারাক রোড, পো. ব্যারাকপুর, জেলা - ২৪ পরগনা (উত্তর), পিন - ৭০০১২০, কলকাতা
ইমেল আইডি - sbi.64076@sbi.co.in
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১)

A/c. Nos. 43205332275 (HBL) এবং A/c. No. 43205333777 (SBI SURAKSHA)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি ব্যারাকপুর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **৩১.১২.২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী সৌগত দে, পিতা নৃপেন দে, ৪র্থ তল, হোল্ডিং নং ২৪৬, রাম চন্দ্র পাঠ ইছাপুর, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩১৪৪, অন্য ঠিকানা - নবজীবন কলোনি, বিশরপাড়া, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০৫১,** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২৩,১১,০৪৮ টাকা** (তেইশ লাখ এগার হাজার আটচল্লিশ টাকা) **৩০.১২.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দিতে দাবি নোটিশ পাঠানো হয়েছে।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১৩ মার্চ ২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি ব্যারাকপুর** নিকট বকেয়া **২৩,১১,০৪৮ টাকা (তেইশ লাখ এগার হাজার আটচল্লিশ টাকা) ৩০.১২.২০২৪ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ সহ।
ঋণগ্রহীতা এবং/বা জামিনদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ **ফ্ল্যাট নং ৩সি,** ৪র্থতলে, পরিমাণ কার্পেট এরিয়া **৪৫০ বর্গফুট** এবং ঢাকা এরিয়া **৪৮৮ বর্গফুট** এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া **৬১০ বর্গফুট** কমবেশি বহুতল ভবনে নাম **দিয়া লিটল টাওয়ার,** মৌজা : ইছাপুর, জেএল নং ৩, আরএস নং ৮৯, তৌজি নং ৬১৭, আরএস দাগ নং ৬৪৮৯/৭৩৯৭, এলআর দাগ নং ১০২১৬, আরএস খতিয়ান নং ৩২৫৭, এলআর খতিয়ান নং ১৩২৭৭, ১৩২৭৮, ১৩২৭৯, এবং ১৩২৮০, অবস্থিত হোল্ডিং নং ২৪৬, রাম চন্দ্র পথ, ওয়ার্ড নং ১৩, উত্তর বারাকপুর পুরসভা, থানা : নোয়াপাড়া, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩১৪৪। দলিল নং ১৫০৫০৩৯৯১, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৫০৫-২০২৪, পৃষ্ঠা ১০৯৮২১ থেকে ১০৯৮৫৮-২০২৪ সালের, এডিএসআরও : বারাকপুর।
সম্পত্তি শ্রী সৌগত দে, পিতা নৃপেন দে এর নামে।
ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে : ২০ ফুট চওড়া রাম চন্দ্র পথ **দক্ষিণে :** গঙ্গাপদ পারে **পূর্বে :** নীরেশ গোস্বামী **পশ্চিমে :** ঋষিকেশ চক্রবর্তী।

তারিখ - ১৩.০৩.২০২৫
স্থান - ব্যারাকপুর
অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
জেমাস ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত) (উল্লেখ্য মহামান্য এনসিএলটি নির্দেশ তারিখ ১৭.১২.২০২৪ অনুযায়ী কোম্পানি দেউলিয়াগ্রস্ত প্রক্রিয়াধীন)
CIN : U27109WB1996PLC081038
কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস : ই/৩/৪, জিলান্দার হাউস, ৮ এন এস রোড, কলকাতা - ৭০০০০১, পব
লিকুইডেটরের ঠিকানা - রশ্মি ছাউছারিয়া, অন্নপূর্ণা অ্যাপার্টমেন্টস, ফ্ল্যাট ১এ, ১২এ, সুহাসিনি গাঙ্গুলি সরণি, কলকাতা - ৭০০০২৫
যোগাযোগ : +৯০০৭২০৫১৪৫, ই-মেইল : rashmi.chhawchharia@gmail.com/gemus.ibc@gmail.com

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, **জেমাস ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত) (কর্পোরেট ডেটর) চালু সংস্থা** হিসেবে রেগুলেশন ৩২ বা (দায় ব্যতীত) ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন এর তপশিল ১ এবং রেগুলশেন ৩৩ এর সাব রেগুলেশন (১) অনুযায়ী এবং রেগুলেশন ৩২এ, বেগুলেশন ৩২(এ) অনুযায়ী কর্পোরেট ডেটরের স্ট্যান্ডালোন ভিত্তিক (কম্প্রোমাইজিং অফ ল্যান্ড) সম্পদ বিক্রি করা হবে দুটি ব্লক মাধ্যমে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম https://ibbi.baanknet.com মাধ্যমে পোর্টাল দ্বারা পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড (ব্যাঙ্কনেট) https://ibbi.baanknet.com পরিষেবা প্রদায়ক এর ই-নিলাম মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম সম্পাদিত হবে।

ব্লক নং	সম্পদের বিস্তারিত	সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর)	ইএমডি (আইএনআর)	ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য (আইএনআর)
ক)	**কর্পোরেট ডেটরের চালু সংস্থা হিসেবে (দায় ব্যতীত) বিক্রয়,** ২০১৬ সালের আইবিবিআই লিকুইডেশন প্রসেস রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩২(ই) অনুযায়ী, যেখানে যেমন আছে, যেখানে যা আছে, যে অবস্থায় আছে এবং পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত।			
	কোম্পানি এবং তার সমুদয় সম্পদ (হস্তান্তর যোগ্য সম্পদ জমি (দায়বদ্ধ) যা লিকুইডেটরের হেফাজতে নেই) হস্তান্তরযোগ্য সম্পদ পর্যবেক্ষণ করা যাবে https://ibbi.baanknet.com/e-auction-ibbi/asset-listing Asset ID 569 সহ।	৩৪,৩১,৩৪৬ টাকা	৩৪৩,১৩০ টাকা	১,০০,০০০ টাকা
খ)	**কর্পোরেট ডেটরের সম্পদ স্ট্যান্ডালোন ভিত্তিতে জমি সহ** ২০১৬ সালের আইবিবিআই লিকুইডেশন প্রসেস রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩২(এ) অধীনে যেখানে যেমন আছে, যেখানে যা আছে, যে অবস্থায় আছে এবং পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত বিক্রি করা হবে।			
	স্থাবর সম্পত্তি - জেমাস ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড-এর নামে জমি দায়বদ্ধ কিন্তু লিকুইডেটরের হেফাজতে নেই হস্তান্তরযোগ্য সম্পদ পর্যবেক্ষণ করা যাবে https://ibbi.baanknet.com/e-auction-ibbi/asset-listing Asset ID 569 সহ।	৩১,৬২,৮৬১ টাকা	৩১৬,২৮০ টাকা	১,০০,০০০ টাকা

ব্লক এ অধীনে ই-নিলাম সফল হলে বি অধীনে ই-নিলাম প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয় বাতিল হবে।
দ্রষ্টব্য নিলাম প্রক্রিয়ার :
১. ৫ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ নিলামের তারিখ এবং সময় : ১৬.০৪.২০২৫
ব্লক এ : সকাল ১১.৩০টা থেকে দুপুর ১.৩০টা পর্যন্ত
ব্লক বি : বেলা ২টো থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
২. উপযুক্ততার অঙ্গীকার সহ আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান : ০২.০৪.২০২৫ (বিকেল ৫টা পর্যন্ত)
৩. নিলামের অধীনে সম্পদের যথাযথ অবধান এবং পরিদর্শন : ০২.০৪.২০২৫ থেকে ১৪.০৪.২০২৫ (সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত)
৪. ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ১৪.০৪.২০২৫ বিকেল ৫টার মধ্যে
৫. নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পর সর্বোচ্চ ডাকদাতাকে ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথিতে অনুচ্ছেদ ১৬ উল্লিখিত মতে বিক্রয় মূল্যের অবশিষ্ট পরিমাণ দাখিল করতে বলা হবে; ত্রিশ দিন পরবর্তীতে আদায় দিলে ১২ শতাংশ হারে সুদ ধার্য করা হবে ; সংশ্লিষ্ট পরিমেল অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ দাখিল না করলে বিক্রয় বাতিল হবে।

ই-নিলাম এর নিয়ম এবং শর্তাদি নিম্নোক্ত মতে :
১. অনলাইন ই-নিলাম সম্পাদিত হবে পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড (ব্যাঙ্কনেট), ওয়েব পোর্টাল/ওয়েবসাইট : https://ibbi.baanknet.com উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ে অসীমায়িত ৫ মিনিটের সম্প্রসারণ সাপেক্ষে। আগ্রহী ডাকদাতাদের https://ibbi.baanknet.com মাধ্যমে তাদের মোবাইল নং এবং ইমেল আইডি নথিভুক্ত করতে হবে। যোগাযোগ support.baanknet@psballiance.com/মোবাইল নং +৯১ ৮২৯১২২০২২০, +৯১ ৯৩২৭৪৯৩৪২০।
২. **উপযুক্ততার যোগ্যতা এবং অন্যান্য নথি :** ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথি অনুযায়ী নিয়ম এবং শর্তাদি। আগ্রহী ডাকদাতারা টেন্ডার দাখিলের পূর্বে তাদের সন্তুষ্টির জন্য সম্পদের স্বত্ব, বর্তমান অবস্থা, এরিয়া পরিমাণ, সম্পর্কে স্বাধীনভাবে জেনে নিতে পারেন। আগ্রহী ডাকদাতাদের ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্যাদি নথি অবধান এবং সম্মতিক্রমে আগ্রহ প্রকাশক এবং নিলামে অংশগ্রহণ সাপেক্ষ হিসেবে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
৩. কোম্পানির সম্পদের বিস্তারিত সম্পূর্ণ বিবরণ, অনলাইন ই-নিলাম টেন্ডার ফর্ম, ঘোষণা এবং অঙ্গীকার ফর্ম, অনলাইন নিলাম বিক্রয়ের সাধারণ নিয়ম এবং শর্তাদি পাওয়া যাবে '' ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্যাদি নথিতে''। ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথির সঙ্গে বিক্রয় নোটিশ পড়া আবশ্যক যা পাওয়া যাবে https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home ।
৪. আগ্রহী ডাকদাতারা সংশ্লিষ্ট কোড এর ২৯এ ধারা অধীনে উপযুক্ততার যোগ্যতামান পূরণ করতে না পারলে টেন্ডার দাখিলের উপযুক্ত বিবেচিত হবেন না। **সম্ভাব্য ডাকদাতারা সংশ্লিষ্ট কোড এর ধারা ২৯এ অধীনে উপযুক্ততার যোগ্যতা মানের কোনও খামতি নেই বলে ঘোষণা দেবেন এবং কোনও পর্যায়ে অনুপযুক্ত বিবেচনাধীন সাপেক্ষে বায়না জমা বাজেয়াপ্ত হবে।**
৫. কোনও ব্যাখ্যামূলক বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

স্বা/-
রশমি ছাউছারিয়া
জেমাস ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেডের লিকুইডেটর বিষয় সম্পর্কিত
আইবিবিআই রেজি. নং IBBI/IPA-001/IP-P02016/2020-21/13148
এএফ বৈধ ৩০.০৬.২০২৫ পর্যন্ত
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৯.০৩.২০২৫ ই-মেইল আইডি : rashmi.chhawchharia@gmail.com/gemus.ibc@gmail.com

রাতভর বিচারপ্রক্রিয়া, নজির বারাসত আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসত: সিলভার স্ক্রিনের কোনও চিত্রনাট্য নয়। বাস্তবে রাতভর বিচারপ্রক্রিয়া চলল বারাসত আদালতে। আর এতেই নজির গড়ল উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাত জেলা আদালত। রাত তিনটে পর্যন্ত বিচারপ্রক্রিয়া চালালেন বারাসত এসিজিএম কোর্টের বিচারক কিংশুক সাধুকা। তারপর রায়দান করেন তিনি। বারাসত জেলা আদালতের সরকারি আইনজীবী সান্তময় বোস জানান, 'বারাসত জেলা আদালতের এমন নজির নেই। রাজ্যের নিরিখেও এমন ঘটনা শুনিনি। এককথায় নজিরবিহীন ঘটনা।'

আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, ১২ মার্চ ২০২৫ জ্যোতি প্রকাশ দাস নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে মধ্যমগ্রাম থানার পুলিশ। আইনত ভাবে গ্রেপ্তার হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ধৃত ব্যক্তিকে কোর্টে পেশ করতে হত। কিন্তু মধ্যমগ্রাম থানার পুলিশ ১৭ তারিখ তাকে পেশ করে। চার্জশিট লেখা হয় অসুস্থতার কারণে প্রথমে সেই অভিযুক্তকে বারাসত মেডিক্যাল কলেজ এবং পরবর্তীতে আরজিকর মেডিক্যাল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। যার কারণে তাকে পেশ করতে পারেনি মধ্যমগ্রাম থানার পুলিশ।

১৭ তারিখ প্রথমে তাকে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে পেশ করা হয় এবং সেই কোর্ট থেকে মামলাটিকে স্থানান্তর করা হয় এসিজিএম কোর্টে। রাত আটটা থেকে শুরু হয় এই মামলার শুনানি দীর্ঘ সময় ধরে চলে এই মামলার শুনানি ও রায়দানের কাজ। অবশেষে রাত তিনটের সময় এসিজিএম আদালতের বিচারক কিংশুক সাধুখা এই মামলায় অভিযুক্তকে ১০০০ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন দেন।

এই বিষয় নিয়ে বারাসত কোর্টের আইনজীবীদের অভিযোগ মধ্যমগ্রাম থানার গাফিলতির কারণেই রাত তিনটে পর্যন্ত বিচারক থেকে এই মামলার শুনানি করেন। বারাসত আদালতের আইনজীবী অভিযোগ, যদি মধ্যমগ্রাম থানা সঠিক ভাবে মামলা তদন্ত করে আসামিকে কোর্টে আনত তাহলে রাত তিনটে পর্যন্ত বারাসত কোর্ট চলত না। তবে মধ্যমগ্রাম থানার সমস্যার কারণেই নজির সৃষ্টি হল বলে আইনজীবীদের দাবি।

সাতটি মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র বন্ধের নোটিশ প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জেলার সাতটি ব্লকে মোট সাতটি মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র বন্ধের নোটিশ দিয়েছে প্রশাসন। কারণ হিসাবে দেখানো হয়েছে ওই স্কুলগুলিতে পড়ুয়ার সংখ্যা নেমে এসেছে ২০ র নীচে। স্কুল বন্ধের নোটিশ মিলতেই চূড়ান্ত অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটছে পড়ুয়াদের। চিন্তায় পড়েছেন অভিভাবক থেকে স্থানীয় বাসিন্দারা।

স্কুলছুট পড়ুয়াদের স্কুলমুখী করতে ২০০৪-২০০৬ সালে তৈরি হয়েছিল এই শিক্ষা কেন্দ্রগুলি। বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন প্রান্তে শিক্ষাকেন্দ্রগুলি খোলার পাশাপাশি তৈরী হয় স্কুলগুলির নিজস্ব পরিকাঠামো। ঘরের কাছে স্কুল মেলায় প্রথম দিকে প্রতিটি মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রেই পড়ুয়ার ভিড় জমতে

শুরু করে। কিন্তু কেন হঠাৎ এভাবে একটি জেলাতেই একসঙ্গে মোট ৭ টি মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র বন্ধের নোটিশ দিতে হল প্রশাসনকে? সম্প্রতি বাঁকুড়া জেলায় বন্ধের নোটিশ পাওয়া একটি মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রের ইতিহাস দেখলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়।

২০০৪ সালে একটি মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র পথচলা শুরু করেছিল বাঁকুড়া এক নম্বর ব্লকের কুমিদ্যা গ্রামে কুমিদ্যা রাধামাধব মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র নামের সেই স্কুলে চারজন শিক্ষক নিযুক্ত ছিলেন। তৈরী হয়েছিল স্কুলের নিজস্ব বিশাল ভবন। চালু হয়েছিল মিড ডে মিলও। স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা বাড়তে বাড়তে একসময় তা ২১০ এ পৌঁছে যায়। কিন্তু ২০১১ সালের পর থেকে একে একে দু'জন শিক্ষক অবসর নেওয়ায় এবং ২০১১ সালের পর মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সমস্যা দেখা দেয়।

ওই শিক্ষাকেন্দ্রে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত মোট ৪টি ক্লাসের পড়ুয়াদের পড়ানোর যাবতীয় দায়িত্ব কাঁধে এসে পড়ে অবশিষ্ট দুই শিক্ষকের। একজন শিক্ষক কোনোরকমে বাংলা ও ইংরাজি বিষয় পড়ান, অপরজন কোনও ক্রমে সামাল দেন অঙ্ক ও বিজ্ঞান বিষয়।

জলের দাবিতে রাস্তা অবরোধ, বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের একাংশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: অন্যান্য জায়গার মতো অণ্ডাল ব্লকের খান্দরা পঞ্চায়েত এলাকাতেও পাইপলাইনের মাধ্যমে জল সরবরাহ করে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর। গত দু'দিন ধরে খান্দরা গ্রামের অধিকাংশ এলাকাতে জল আসছে না বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের। বেশি সমস্যা দেখা দিয়েছে ধীবর পাড়া, বাদ্যকর পাড়া, লয়া পাড়া সহ গ্রামের নিচের এলাকা গুলোতে।

দ্রুত সমস্যার সমাধানের দাবিতে মঙ্গলবার সকাল আটটা থেকে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করে বাসিন্দাদের একাংশ। অবরোধ করা হয় অণ্ডাল উখড়া রোডের খান্দরা বটতলা মোড়ে। অবরোধের জেরে বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। অবরোধ তুলে নিতে অনুরোধ করলে পুলিশের সাথে বচসায় জড়িয়ে পড়ে বিক্ষোভকারীরা। খান্দরা পঞ্চায়েতের উপপ্রধান আশিস ভট্টাচার্য বলেন শীতলপুরে রয়েছে মূল ট্যাঙ্কার। ওই ট্যাঙ্কার থেকে কলের মাধ্যমে গ্রামে জল আসে। ট্যাঙ্কারটির সংস্কারের কাজ চলছে। সেই কারণে গত দু'দিন জল আসেনি কলে। শীঘ্রই জল সরবরাহ শুরু হবে বলে জানান তিনি।

বিজেপিকে খোঁচায় তৃণমূলের পোস্টার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: হিন্দুত্ব ইস্যু তুলে ধরে দিন কয়েক আগেই দেওয়াল লিখন করেছিল বিজেপি। এবার বিজেপির সেই দেওয়াল লিখনের ভাষাতেই তৃণমূল পোস্টার দিয়ে বিদ্ধ করল বিজেপিকে। মঙ্গলবার বাঁকুড়া শহরের মাচানতলা ও পুয়াবাগান এলাকায় তৃণমূলের দেওয়া পোস্টার চোখে পড়তেই দু'দলের মধ্যে শুরু হয়েছে বাকযুদ্ধ।

বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। কিন্তু সেই নির্বাচনের আগে হিন্দু ভোট এককাট্টা করতে মরিয়া বিজেপি বাঁকুড়া জেলায় শুরু করে দিয়েছে প্রস্তুতি। সম্প্রতি বাঁকুড়া এক নম্বর ব্লকের পুয়াবাগান মোড়ে দেওয়াল লিখন করে হিন্দুদের এককাট্টা হওয়ার ডাক দেয় বিজেপি। হিন্দুদের একত্রিত হয়ে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে সরকার বদলের আবেদনও জানানো হয় বিজেপির ওই দেওয়াল লিখনে। যা নিয়ে বিতর্ক তৈরী হয় রাজনৈতিক মহলে। কিন্তু সেই বিতর্কের মাঝেই এবার বিজেপির ভাষাতেই পোস্টার দিয়ে জবাব দিল তৃণমূল।

এদিন বাঁকুড়ার এক নম্বর ব্লকের পুয়াবাগান এলাকায় এবং বাঁকুড়া শহরের মাচানতলা এলাকায় পোস্টার দেয় তৃণমূল। পোস্টারে সেই হিন্দুত্ব ইস্যুকেই হাতিয়ার করে বিজেপি কটাক্ষ করা হয়েছে। কোনও পোস্টারে এ রাজ্যে কেন্দ্রীয় পূর্ণমন্ত্রী না থাকার বিষয় তুলে ধরে আবার কোনও পোস্টারে পেট্রোল ডিজেলের দাম বৃদ্ধি নিয়ে কটাক্ষ করা হয়েছে বিজেপিকে। পোস্টারে আধার লিঙ্ক নিয়েও কটাক্ষ করেছে তৃণমূল। বিজেপির দেওয়াল লিখনের পর তৃণমূলের এই পোস্টার নিয়েও বাকযুদ্ধ শুরু হয়েছে বিজেপি ও তৃণমূলের মধ্যে।

বিজেপির দাবি, তাঁদের স্লোগান চুরি করে পোস্টার দিয়েছে তৃণমূল। এই পোস্টারই প্রমাণ করছে তৃণমূলের হিন্দুরাও চাইছেন রাজ্যে বিজেপির সরকার প্রতিষ্ঠিত হোক। তৃণমূলের পালটা দাবি, বিজেপি সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি করে। সাধারণ মানুষের সমস্যার দিকে তাদের নজর নেই। সেই বিষয়কেই পোস্টারে তুলে ধরা হয়েছে।

পার্কিং দড়ি দিয়ে ঘেরায় গাড়ি না থাকা সত্ত্বেও যানজট অব্যাহত আরামবাগে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ শহর জুড়ে পার্কিং সমস্যা মেটানোর জন্য লিঙ্করোডের পাশে পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করে প্রশাসন। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি। দড়ি দিয়ে ঘেরা পাকিং ফাঁকা পড়ে রয়েছে। অথচ রাস্তার ধারে সারি সারি দিয়ে মোটর বাইক, চার চাকার গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। পুলিশ প্রশাসনের নির্দেশকো বুড়ো আঙুল দেখিয়ে রমরমিয়ে চলছে বেআইনি পার্কিং।

প্রসঙ্গত, আরামবাগ শহরজুড়ে অবৈধ টোটোর সংখ্যা বাড়ায় যানজট বাড়ছে শহরে। পাশাপাশি এই বিষয়ে প্রশাসনিক উদাসীনতার অভিযোগ তুলছেন স্থানীয় মানুষ। তাদের দাবি, আরামবাগ শহরে নথিভুক্ত টোটোর পাশাপাশি অবৈধ টোটো চলাচল করায় যানজটের শিকার হচ্ছে এলাকার মানুষ। ছোটখাটো দুর্ঘটনা

তো লেগেই আছে।তাই অবৈধ টোটো চলাচল বন্ধের দাবিতে সরব হয়েছেন পুর নাগরিকরা। প্রশাসন ও টোটো ইউনিয়ন সূত্রে জানা গিয়েছে, ২৯০টা টোটোর নম্বর প্লেট লাগানো হয়েছে এবং ৫০টির মতো টোটোর নাম্বার প্লেটের জন্য দরখাস্ত করা হয়েছে। মোট ৩৪০ টির মতো টোটো নতিভুক্ত আছে।বাকী বহু টোটো অবৈধ ভাবে চলাচল করছে।

এই অবৈধ টোটোর দৌরাত্ম্যে নাজেহাল অবস্থা পুরবাসীর। অবৈধ টোটোর দৌরাত্ম্য কমতে বহু বার মিটিং হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে কোনও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ। আর এই জন্য অবৈধ পার্কিং বাড়ছে আরামবাগ শহরে। পুলিশ প্রশাসন অবৈধ পার্কিংয়ের বিরুদ্ধে বার বার সচেতনতা মুলক অভিযান করা হলেও নির্দিষ্ট পার্কিংয়ে গাড়ি না রেখে রাস্তার পাশে এবং দোকানে সামনে পার্কিং করা হচ্ছে। স্থানীয় মানুষের দাবি, সচেতনতা মুলক প্রচার করার পাশাপাশি আইনত কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। তা হলেই আরামবাগ শহরকে যানজটমুক্ত করা যাবে।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ বিজেপি নেতা গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেমারি: গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে মেমারি থানার পুলিশ সোমবার রাতে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে এক ব্যক্তিকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার করে। ধৃতের নাম গঙ্গাধর কর্মকার (৫২)। তাঁর বাড়ি পূর্ব বর্ধমানের গলসি থানার অন্তর্গত সিমনরি গ্রামে। পুলিশ ধৃতের কাছ থেকে একটি লাইসেন্স বিহীন দেশী ৭ এমএম পিস্তল এবং ৫ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করে।পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পারা গিয়েছে,সে বিহারের মুঙ্গেরের এক অস্ত্র ব্যবসায়ীর কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র কিনেছিলেন এবং এখানে অস্ত্রটি বিক্রি করতে এসেছিলেন। জাতীয় সড়কের পাশে ভোলে বাবা হিন্দু হোটেলের কাছে কানাইডাঙ্গা এলাকায় অস্ত্রটি হাত বদল করার জন্য অপেক্ষা করছিল ধৃত। সেইসময় পুলিশ ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত ব্যক্তির কাছ থেকে বেআইনি অস্ত্র ও কার্তুজ বাজেয়াপ্ত করা হয়। তার বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনের সুনিদৃষ্ট ধারায় মামলা রজু করে তদন্ত শুরু করা হয়। মঙ্গলবার ধৃত ব্যক্তিকে বর্ধমান আদালতে পেশ করা হয় এবং এই আগ্নেয়াস্ত্র কাকে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল এবং এই কারবারের সঙ্গে আরো কারা জড়িত রয়েছে

তাদের সন্ধানে তদন্ত শুরু হয়েছে।

অন্যদিকে ধৃতের পরিচয় সামনে আসতেই রাজনৈতিক আলোড়ন ছড়িয়েছে জেলাজুড়ে। ধৃত গঙ্গাধর কর্মকার ২০১৯ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজিপির হয়ে জেলা পরিষদের প্রার্থী হয়েছিলেন। ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনেও দলের হয়ে কাজ করেছেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে। পরবর্তীতে বালির ব্যবসায় লোকসানের মুখে পরে নানান অসামাজিক কাজকর্মে লিপ্ত হয়ে যায়। স্বাভাবিক ভাবেই খোদ বিজেপি নেতা বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ সহ গ্রেপ্তারের ঘটনায় আলোড়ন ছড়িয়েছে রাজ্যজুড়ে।

কাউন্সিলরকে রাস্তায় মারধর ও খুনের হুমকির অভিযোগে ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান পুরসভার অন্তর্গত ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ইনতেকাব আলমকে রাস্তার মধ্যে মারধর এবং খুনের হুমকি দেওয়ার অভিযোগে দুই যুবককে গ্রেপ্তার করল পুলিশ।

সূত্রের খবর, বারবার কাউন্সিলর ওই দুই যুবককে পার্টির সমস্ত কাজে ব্যবহার করত। সেই যুবক তাদের সঙ্গে থেকে কাজ করত কিন্তু কোন সুযোগ সুবিধা কাউন্সিলর তাদের পাইয়ে দেয়নি। তাই তারা রাস্তায় কাউন্সিলরকে চড় থাপ্পড় মারে।কাউন্সিলর কে মারধর করার কারণে বর্ধমান পৌরসভার ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ইনতেকাব আলম এই বিষয়ে বর্ধমান সদর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর দাবি, ১৬ তারিখ সকাল ৯টা নাগাদ তিনি তার ওয়ার্ডের ভেরি খ না মোড় এলাকার দাঁড়িয়ে ছিলেন। হটাৎ দুই যুবক মদ্যপ অবস্থায় তার ওপর হামলা চালায়।

শুধু তাই নয়, তাকে রাস্তায় ফেলে মারধর করে খুনের হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হয় বলে অভিযোগ করেন বর্ধমান পৌরসভার ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। এই বিষয়ে বর্ধমান থানার পুলিশকে জানানো হলে তৎক্ষণাৎ পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। কিন্তু ততক্ষণে ওই যুবকরা ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয়। পরে পুলিশ ওই দুই যুবককে গ্রেপ্তার করে। ১৭ তারিখ সকালে নির্দিষ্ট মামলা রুজু করে ধৃতদের বর্ধমান আদালতে পেশ করা হয়। যদিও এই বিষয়ে কাউন্সিলরের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস : চুঁচুড়া, সেনকো বিল্ডিং, ৩য় তল, বালি মোড়, ব্যান্ডেল, জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২১০৩
ফোন নং - (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেল zochinsurah@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট - ৪এ
[রুল ৮(৬) দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তি
বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার **কার্যকরী (প্রতীকী)** (যেখানে প্রযোজ্য) দখলীকৃত **"যেখানে যে অবস্থায় আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেখানে যেমন আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২৫.০৪.২০২৫ তারিখ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জামিনদত্ত ঋণদাতার নিকট সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে বর্ণিত বকেয়া আদায়ের জন্য।

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	**মেসার্স কালীমাতা শ' মিল,** স্বত্বাধিকারী **শ্রী দিবাকর সামন্ত,** পিতা মদন সামন্ত, গ্রাম : মদনবাটী, পো: চুয়াডাঙ্গা, থানা : খানাকুল, হুগলি, পিন ৭১২৬১৭, শ্রী দিবাকর সামন্ত (প্রয়াত), স্বত্বাধিকারী এবং বন্ধকদাতা আইনি উত্তরাধিকারী মাধ্যমে ক) **পদ্মা সামন্ত,** স্বামী দিবাকর সামন্ত, গ্রাম : মদনবাটী, পো: চুয়াডাঙ্গা, থানা : খানাকুল, হুগলি, পিন ৭১২৬১৭, খ) **অনুপ কুমার সামন্ত,** পিতা দিবাকর সামন্ত, গ্রাম : মদনবাটী, পো: চুয়াডাঙ্গা, থানা : খানাকুল, হুগলি, পিন ৭১২৬১৭, গ) **রীতা মাইতি,** স্বামী নিমাই মাইতি, গ্রাম : মদনবাটী, পো: চুয়াডাঙ্গা, থানা : খানাকুল, হুগলি, পিন ৭১২৬১৭, ঘ) **দীপা বাগ,** স্বামী বিজন বাগ, গ্রাম : মদনবাটী, পো: চুয়াডাঙ্গা, থানা : খানাকুল, হুগলি, পিন ৭১২৬১৭, ঙ) **কৃষ্ণা মাইতি,** স্বামী অবনী মাইতি, গ্রাম : মদনবাটী, পো: চুয়াডাঙ্গা, থানা : খানাকুল, হুগলি, পিন ৭১২৬১৭, চ) **মিতা ভৌমিক,** স্বামী কাশীনাথ ভৌমিক, গ্রাম : মদনবাটী, পো: চুয়াডাঙ্গা, থানা : খানাকুল, হুগলি, পিন ৭১২৬১৭ এবং **শ্রী প্রভাকর সামন্ত,** জামিনদাতা, পিতা মদন সামন্ত গ্রাম : মদনবাটী, পো: চুয়াডাঙ্গা, থানা : খানাকুল, হুগলি, পিন ৭১২৬১৭। **শাখা : বোরাডাঙ্গাল**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ইউনিট জেএল নং ১০, এলআর খতিয়ান নং ১৬৯৮, দাগ নং এলআর ৬৬৪, ৬৬৬ এবং ৬৬৭। সম্পত্তি নির্মিত পরিমাণ ১০ শতক, অবস্থিত মহিষগোট, মৌজা : মহিষগোট, জিপি কিশোরপুর ১, থানা : খানাকুল, জেলা : হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭১২৬১৭। দলিল নং ৫৬৯৫, -১৯৮৭ সালের তারিখ ২৮/১০/১৯৮৭, সম্পত্তি **দিবাকর সামন্ত** পিতা মদন সামন্ত। **চৌহদ্দি : পূর্বে :** ১০ ফুট চওড়া সড়ক; **পশ্চিমে :** শ্রী রবীন্দ্র পাল এর সম্পত্তি; **উত্তরে :** শ্রী দিবাকর সামন্তর সম্পত্তি; **দক্ষিণে :** শ্রী স্বদেশ মন্ডলের সম্পত্তি।	**১১,৬৫,৭২৮ টাকা** (এগার লাখ পঁয়ষট্টি হাজার সাতশ আঠাশ টাকা) **১৮.০৩.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ সহ	ক) ১৩,৬১,০০০ টাকা (তেরো লাখ একষট্টি হাজার টাকা) খ) ১,৩৬,১০০ টাকা (এক লাখ ছত্রিশ হাজার একশ টাকা) ২৫.০৪.২০২৫ তারিখ বিকেল ৪টের মধ্যে জমা করতে হবে গ) ২০,০০০ টাকা (কুড়ি হাজার টাকা) ঘ) IDIB50303313032 ঙ) আমাদের জ্ঞাত নয় চ) প্রতীকী দখলীকৃত
২	**শ্রী সুকুমার ঘোউ** (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা), পিতা প্রয়াত শক্তিপদ ঘোউ, গ্রাম : মুচিপাড়া বেগমপুর, পো : বেগমপুর, জেলা : হুগলি, থানা : চণ্ডীতলা জিপি বেগমপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ৭১২৩০৬। **শাখা : বেগমপুর।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি অবস্থিত মৌজা : বেগমপুর, গ্রাম : মুচিপাড়া বেগমপুর, জেএল নং ৭৩, এলআর খতিয়ান নং ৫৫৪৭, এলআর দাগ নং ২৩৩ এবং ২৩৬, জেলা : হুগলি, বেগমপুর জিপি অধীন, এডিএসআর-জনাই, সম্পত্তির পরিমাণ ৬.২৫ ডেসিমেল বা ৩.৭৮৪ কাঠা (শ্রেণি: ভিটা), ১০২১.৫০ বর্গফুট (প্ল্যান অনুযায়ী)। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : সুবোধ ভর এবং গোপাল নন্দীর সম্পত্তি; দক্ষিণে : সুকুমার নাথ এবং বৈদ্যনাথ দত্তর সম্পত্তি ; পূর্বে : ৮ ফুট চওড়া কংক্রিট পঞ্চায়েত সড়ক ;পশ্চিমে : বিশ্বনাথ রুইদাসের সম্পত্তি।	**৮,৪৩,৪২৯ টাকা** (আট লাখ তেতাল্লিশ হাজার চারশ উনত্রিশ টাকা) **১৮.০৩.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ সহ	ক) ১৬,৩৭,০০০ টাকা (যোলো লাখ সাঁয়ত্রিশ হাজার টাকা) খ) ১,৬৩,৭০০ টাকা (এক লাখ তেষট্টি হাজার সাতশ টাকা) ২৫.০৪.২০২৫ তারিখ বিকেল ৪টের মধ্যে জমা করতে হবে গ) ২০,০০০ টাকা (কুড়ি হাজার টাকা) ঘ) IDIB58004920762 ঙ) আমাদের জ্ঞাত নয় চ) প্রতীকী দখলীকৃত

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৫.০৪.২০২৫, সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.-এর ওয়েবসাইট (https://baanknet.com) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন ৮২৯১২২০২২০। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাস জানতে অনুগ্রহ করে মেল করুন support.ebkray@psballiance.com সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন https://baanknet.com এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি., যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০ নম্বরে।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

যোগাযোগের ব্যক্তি : ১. অশ্বিন কুমার দাস, অনুমোদিত অফিসার (মোবাইল : ৯৪৩৯৩৩৯৮৫৫) / ২. সুজন ঘোষ, বড়দঙ্গল শাখা ম্যানেজার (মোবাইল : ৭৪৭৭৮২৭০৯৯)
৩. শঙ্খ শুভ্র ঘোষ, বেগমপুর শাখা ম্যানেজার (মোবাইল : ৮০১৭৭৯৯৭২০)

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ১৮.০৩.২০২৫, স্থান : ব্যান্ডেল — অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

জিআইসি হাউজিং ফাইন্যান্স লিঃ
GIC HOUSING FINANCE LTD.
কর্পোরেট অফিস/হেড অফিস: জিআইসিএইচএফএল, ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স বিল্ডিং ষষ্ঠ ফ্লোর, ১৪, জামশেদজি টাটা রোড, চার্চগেট, মুম্বাই-৪০০০২০। টেলিফোন নং-০২২-৪৩০৪১৯০০। ইমেইল: investors@gichf.com, corporate@gichf.com ওয়েবসাইট: www.gichfindia.com
• শিলিগুড়ি শাখার ঠিকানা: তৃতীয় ফ্লোর, ভারত ভবন, হিল কার্ট রোড, ল্যান্ডমার্ক - সেভোক মোড়ের কাছে, শিলিগুড়ি- ৭৩৪ ০০১।
শাখার মেইল আইডি: siliguri@gichfindia.com যোগাযোগের বিশদ: সৌরদীপ নন্দী / ৮০১৭৪৫৩১৯২

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
ই-অকশনের তারিখ: ০৩-০৪-২০২৫ / দর জমা দেওয়ার শেষ তারিখ: ০২-০৪-২০২৫

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লিঃ (জিআইসিএইচএফএল) এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত তারিখে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ (১২) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীন নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ/বন্ধকদাতাগণকে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য দাবি নোটিস ইস্যু করেছেন। যেহেতু ঋণগ্রহীতা বন্ধকদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৪ ধারা এবং ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির **বাস্তবিক দখল** নিয়েছেন।

ক্র. নং	লোন ফাইল নং / ঋণগ্রহীতা এবং সহ-ঋণ গ্রহীতা / জামিনদাতার নাম/শাখার নাম	সম্পত্তির ঠিকানা/ সম্পত্তির এলাকা (বিল্ট আপ এরিয়া বর্গফুটে)	দাবি বিজ্ঞপ্তির ইস্যুর তারিখ	বাস্তবিক দখলের তারিখ	১৯.০৩.২৫ অনুযায়ী মোট বকেয়া (পিওএস, সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ) (টাকায়)	সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়)
১.	Wb0840600000041/ তন্ময় মৌলিক/ পাপিয়া কুন্ডু/ শিলিগুড়ি	হাউস নং- এসই-৭৮, ফ্লোর নং- গ্রাউন্ড, এলআর খতিয়ান- ৩৩৯, বাস্তু বিহার, রোড- মিরিক রোড, অবস্থান- খাপ্রিয়াল, ল্যান্ডমার্ক- খাপ্রিয়াল বাজারের কাছে, গ্রাম- মাটিগাড়া, মৌজা- পঞ্চকুলগুড়ি, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড- ৭৩৪০১০, থানা- মাটিগাড়া (সম্পত্তির এলাকা- ৮৫০ বর্গফুট, সুপার বিল্ট আপ)	১২.০৯.২০২৩	২৮.১০.২০২৪	২৮,৪৬,৯২৬/-	২০,২৫,০০০/-

ই-অকশনের তারিখ এবং সময়: ০৩-০৪-২০২৫ ওয়েব-পোর্টাল (https://www.bankauctions.in) -এ বিকাল ৩.০০টা থেকে বিকাল ০৪:০০টা পর্যন্ত। প্রতিটি ৫ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ। ইএমডি এবং কেওয়াইসি সহ নির্ধারিত টেন্ডার ফর্মে টেন্ডার/সিল করা বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ হয় অনলাইন মোডের মাধ্যমে বা উপরে উল্লিখিত জিআইসিএইচএফ অফিসে ০২-০৪-২০২৫ তারিখে বিকেল ৫.০০ টার আগে।
উপরে উল্লিখিত সম্পদ/সম্পত্তির ই-অকশন বিক্রয়ের জন্য এই **পাবলিক নোটিশের** পাশাপাশি (সারফায়েসি, আইন ২০০২ এবং এর অধীনে বিধিগুলির শর্তাবলীতে) জিআইসিএইচএফএল **"যেখানে যেমন আছে"** এবং **"যেমন আছে তেমন আছে"** ভিত্তিতে - উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি কেনার জন্য অনলাইন মোডে অথবা সিল করা কভারে **অফারগুলিকে** আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

অকশনে বিক্রয়ের নিয়ম ও শর্তাবলী নিম্নরূপ:-
১. **ই-অকশন** অনুষ্ঠিত হবে **'যেখানে যেমন আছে', 'সেখানে যা কিছু আছে' এবং 'রিকোর্স ব্যতীত'** এবং 'অনলাইনে' পরিচালিত হবে। ই-অকশন জিআইসিএইচএফ অনুমোদিত ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **"মেসার্স.৪ ক্লোজার"** -এর মাধ্যমে পরিচালিত হবে।
২. **ইচ্ছুক দরদাতাদের পোর্টাল https://bankauctions.in -এ তাদের নাম নিবন্ধন করতে হবে/ এবং তাদের ব্যবহারকারী-আইডি এবং পাসওয়ার্ড বিনামূল্যে পাবে। সম্ভাব্য দরদাতা পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স মেসার্স.৪ ক্লোজার থেকে ই-অকশনের উপর অনলাইন প্রশিক্ষণ নিতে পারে ঠিকানা- # ৬০৫ এ, ৭ম তল মৈত্রীভনম, আমিরপেট, হায়দ্রাবাদ-৫০০০৩৮, তেলেঙ্গানা, অফিস ল্যান্ড লাইন নং- ০৪০-২৩৭৩৬৪০৫; ব্যাকএন্ড টিম- ৮১৪২০০০০৬৪ / ৬৬, শ্রী প্রকাশ , ৮১৪২০০০০৬৪, ৮১৪২০০০৭২৫, prakash@bankauctions.in, শ্রী আদর্শ সিং, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, কলকাতা, নং- ৮৭১২৬৩৭৫৫৩, মেইল আইডি- adarsh@bankauctions.in সম্পত্তি অনুসন্ধান যোগাযোগের বিবরণ- সৌরদীপ নন্দী -৮০১৭৪৫৩১৯২**
৩. ই-অকশন বিক্রয় সারফেইসি একট/রুল ২০০২-এ নির্ধারিত শর্তাবলী এবং এখানে/ওয়েবসাইটের অধীনে উল্লিখিত শর্তাবলী সাপেক্ষে অফার/বিড নথির শর্তাবলী ইচ্ছুক/অংশগ্রহণকারী দরদাতাদের জমা দিতে হবে।
৪. অনলাইন ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য প্রত্যেক দরদাতার নিজস্ব ইমেল ঠিকানা থাকতে হবে।
৫. **ইচ্ছুক দরদাতা** জিআইসিএইচএফ-এর অনুমোদিত অফিসারের কাছে একজন যোগ্য দরপত্রদাতা হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে নিবন্ধন করলে, নথি জমা দিয়ে ই-অকশন বিডিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অংশগ্রহণের জন্য তার আগ্রহ প্রকাশ করতে পারবে। ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর কাছ থেকে তার লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করা দরপত্রদাতার/অনলাইন দরদাতার নিজস্ব দায়িত্ব।
৬. উপরোক্ত সম্পত্তিটি উপরে উল্লিখিত সংরক্ষিত মূল্যের নিচে বিক্রি করা হবে না।
৭. ইচ্ছুক দরদাতাদের উপরোক্ত সংশ্লিষ্ট রিজার্ভ মূল্যের @ ১০% বায়না জমা (ইএমডি) দিতে হবে, ডিডি/আরটিজিএস/এনইএফটি এর মাধ্যমে জিআইসি হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেডের পক্ষে। ব্যাঙ্কের বিশদ নিম্নরূপ- ব্যাঙ্কের নাম: **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অ্যাকাউন্ট নম্বর- ০০৫১১১০১০০০০০৩৯ - অ্যাকাউন্ট নাম: জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লিঃ অকশন এ/সি, শাখার নাম: এলসিবি, ফোর্ট ঠিকানা- ইউবিআই, ২৩৯ ব্যাকবে রিক্লামাটিও নরিমান পয়েন্ট মুম্বাই মহারাষ্ট্র পিনকোড ৪০০০২১। আইএফএসসি কোড - ইউবিআইএন০৮০০৫১১।**
৮. উল্লিখিত ডিপোজিট/গুলি সফল দরদাতাদের ক্ষেত্রে সমন্বয় করা হবে, অন্যথায় ফেরত দেওয়া হবে। উল্লিখিত বায়না অর্থ জমা/গুলি কোনো সুদ বহন করবে না।
৯. উপরোক্ত আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) সহ অফার/গুলি পোর্টাল https://bankauctions.in/ এর মাধ্যমে "অনলাইনে" জমা দেওয়া যেতে পারে এবং ইএমডি এবং প্যান কার্ড এবং ঠিকানার প্রমাণ সহ কেওয়াইসি নথির স্ক্যান কপি, পরিষেবা প্রদানকারীর কাছে বা বিড ফর্ম, ইএমডি এবং কেওয়াইসি নথি সমন্বিত সিল করা কভার জমা দেওয়ার মাধ্যমে এবং ইএমডি জমা দেওয়ার নির্দিষ্ট তারিখে বা তার আগে উপরে উল্লিখিত জিআইসি হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসগুলিতে পৌঁছাতে হবে।
১০. দরপত্র খোলার পর, যে সকল ইচ্ছুক দরদাতারা তাদের দরপত্র সংরক্ষিত মূল্যের চেয়ে কম দাখিল করেননি তাদের একমাত্র বিবেচনার ভিত্তিতে সুযোগ দেওয়া হবে বিডিংয়ের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য অনুমোদিত অফিসারের একমাত্র বিবেচনার ভিত্তিতে।
১১. সফল দরদাতা/গণকে বিক্রয় মূল্যের পরিমাণের ২৫% জমা করতে হবে, ইতিমধ্যেই প্রদত্ত ইএমডি সামঞ্জস্য করে, বিক্রয়ের বিষয়ে অনুমোদিত কর্মকর্তার প্রস্তাব গ্রহণের সাথে সাথে, এতে ব্যর্থ হলে জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে। বিক্রয় মূল্যের অবশিষ্ট ৭৫% শুধুমাত্র অনুমোদিত অফিসারের বিবেচনার ভিত্তিতে বিক্রয় নিশ্চিতকরণের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে পরিশোধযোগ্য। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাকি টাকা জমা দিতে ব্যর্থ হলে, জমাকৃত পরিমাণ বাজেয়াপ্ত করা হবে। অনুমোদিত অফিসারকে সফল দরদাতাকে বাজেয়াপ্ত করার আর কোন নোটিশ দিতে হবে না।
১২. দরদাতারা "ক্যাভিট এম্পটর" (ক্রেতা সাবধান) নীতির দ্বারা আবদ্ধ এবং কোন দায়, সংবিধিবদ্ধ দায়, বকেয়া অর্থাৎ সম্পত্তি কর, আয়কর, আবগারি শুল্ক, শ্রম বকেয়া, বিদ্যুৎ এবং রক্ষণাবেক্ষণের বকেয়া ইত্যাদি, ফার্ম বা সুরক্ষিত সম্পদের খুঁজে পেতে তাদের নিজস্ব যথাযথ পরিশ্রম করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সফল দরদাতাকে সমস্ত বহির্গামী যেমন, পৌর কর, রক্ষণাবেক্ষণ/সোসাইটি চার্জ, বিদ্যুৎ চার্জ, জলের শুল্ক, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন চার্জ, (যদি প্রযোজ্য), যদি থাকে এবং অন্যান্য সমস্ত আনুষঙ্গিক চার্জ, সমস্ত বহির্গামী খরচ সহ বহন করতে হবে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিক্রয় মূল্য ব্যতীত।
১৩. সফল দরদাতাকে সুরক্ষিত সম্পদ তার নামে স্থানান্তরিত করতে বিক্রয় শংসাপত্রের উপর প্রদেয় চার্জ/ফি বহন করতে হবে, যেমন রেজিস্ট্রেশন ফি, স্ট্যাম্প ডিউটি, ট্যাক্স, বা অন্য কোন প্রদেয় শুল্ক ।
১৪. বিক্রয় শংসাপত্রটি সফল দরদাতার নামে এবং শুধুমাত্র সম্পূর্ণ/বিক্রয় মূল্য প্রাপ্তির পরেই জারি করা হবে।
১৫. এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ, জামিনদারগণ এবং বন্ধকদাতাগণ কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে তারা ই-অকশন বিক্রয়ের শর্তাবলী অনুযায়ী উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য ইচ্ছুক ক্রেতা/পারচেসার কে আনতে পারেন।
১৬. অনুরোধের ভিত্তিতে এবং অনুমোদিত অফিসারের সুবিধা অনুযায়ী উল্লিখিত সম্পত্তির পরিদর্শন করা যেতে পারে।
১৭. অনুমোদিত অফিসার সর্বোচ্চ অফার বা যে কোন বা সকল অফার গ্রহণ করতে বাধ্য নন এবং কোন কারণ না দেখিয়ে যেকোন বা সমস্ত দরপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।
১৮. উপরে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলির উপর মুলতুবি থাকা কোনও দায়ভারগুলির জন্য জিআইসিএইচএফএল দায়ী নয়। **'যেখানে যেমন আছে', 'যেমন আছে তেমন আছে', ' সেখানে যা কিছু আছে'** এবং রিকোর্স ব্যতীত ভিত্তিতে সম্পত্তি অকশন করা হবে।
১৯. যদি ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদার বিক্রয় নিশ্চিত করার আগে জিআইসিএইচএফএল এর কাছে যান, চুক্তিভিত্তিক বকেয়া + খরচ + বিক্রয় ঘোষণার তারিখ থেকে ১৫% হারে সুদ + ক্রয় অর্থের ৫% (বিক্রয় পরবর্তী অর্থ সফল দরদাতাকে প্রদান করতে হবে) প্রদান করেন এবং বিক্রয় বাতিলের জন্য অনুরোধ করেন, তাহলে জিআইসিএইচএফএল পরিমাণ গ্রহণ করবে এবং বন্ধককারীর কাছে দখল হস্তান্তর করবে।
২০. সর্বোচ্চ দরদাতাকে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির শর্ত অনুসারে বিড পরিমাণের ২৫% (জমাকৃত বায়না জমা সহ সহ) অবিলম্বে পরিশোধ করতে হবে এবং বাকি ৭৫% দরমুল্য ১৫ দিন বা পক্ষগুলির (এও এবং সফল দরদাতা) মধ্যে সম্মতিক্রমে বর্ধিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। তবে, অনুমোদিত অফিসকে বিক্রয় তারিখ থেকে ৩০ দিন মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে বিক্রয় শংসাপত্র নিশ্চিত করতে হবে এবং কোনও ক্ষেত্রেই বিক্রয় তারিখ থেকে ৩০ দিন মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে বিক্রয় নিশ্চিত করা হবে না। সম্পূর্ণ অর্থ প্রদানের পরেই বিক্রয় নিশ্চিত করা হবে এবং বিক্রয় শংসাপত্র জারি করা হবে।
২১. সর্বনিম্ন দর বৃদ্ধির মূল্য ১০,০০০/- টাকা।

সরফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে সংবিধিবদ্ধ ১৫ দিনের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলী এবং সম্পত্তির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে অনুমোদিত ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স ৪ ক্লোজার এর ওয়েবসাইট এবং https://bankauctions.in ওয়েবসাইটটি দেখুন।

তারিখ : ১৯.০৩.২০২৫
স্থান : শিলিগুড়ি
জিআইসি হাউজিং ফাইন্যান্স লিঃ
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার

SBI
এসবিআই আরএসিপিসি ব্যারাকপুর (৬৪০৭৬)
৬৬, ব্যারাক রোড, পো. ব্যারাকপুর, জেলা - ২৪ পরগনা (উত্তর), পিন - ৭০০১২০, কলকাতা
ইমেল আইডি - sbi.64076@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণের নাম এবং ঠিকানা, শাখার নাম এবং এ/সি নং	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১	**শ্রী অয়ন ঘোষ দস্তিদার** পিতা প্রয়াত তপন ঘোষ দস্তিদার, চাকা কাঠালিয়া মধ্য পাড়া, পো : সিউলি তেলেনিপাড়া, থানা : টিটাগড়, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০১২১। **আরও ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং জি-এ, একতলা, **রূপ রাজ ভিলা (ফেজ-২),** হোল্ডিং নং ৭১/৪২/ডি, সিরোমনি পাড়া রোড, থানা : খড়দহ, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০১১৬। **শাখা : এসবিআই আরএসিপিসি বারাকপুর, লোন অ্যাকা. এ/সি নং : ৪০৮৭৮৮১৭৩৬৭ (এইচবিএল) এবং ৪০৮৭৮৮১৭২৮৯ (সুরক্ষা), ৪২৫৮৪১৮৬৫৬৫ (ইনস্টা টপ -আপ)।**	**তপশিল সি : অংশ -১** দায়বদ্ধতার ধরন : সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত **অংশ - ২** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ং সম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট **নং জি-এ,** পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া **৪৫২ বর্গফুট,** দক্ষিণ পূর্ব মুখী, একতলায়, **জি-৪ তলা** বসবাসের তথা বাণিজ্যিক ভবন নাম **রূপ রাজ ভিলা (ফেজ -২)** জমির পরিমাণ এরিয়া ৬ কাঠা ৭ ছটাক ৪৪ বর্গফুট, মৌজা : সুখচর, জেএল নং ৯, আরএস নং ১৪, তৌজি নং ১৫৬, আরএস দাগ নং ১০৭০ এবং ১০৭১, খতিয়ান নং ১২৬৭, আরএস খতিয়ান নং ১৯১৬ এবং ১৯৭৯, ওয়ার্ড নং নতুন ২২, পুরানো ১৩, খড়দহ পুরসভা, হোল্ডিং নং ৭১/৪২/ডি, সিরোমনি পাড়া রোড, থানা : খড়দহ, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, দলিল নং ১৫২৪০৩১৩০, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৫২৪-২০২২, পৃষ্ঠা ১৩০১৫২ থেকে ১৩০১৮৪-২০২২ সালের, এডিএসআরও-সোদপুর। **সম্পত্তি শ্রী অয়ন ঘোষ দস্তিদার, পিতা প্রয়াত তপন ঘোষ দস্তিদার এর নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে** ২৫ ফুট সিরোমণি পাড়া রোড **দক্ষিণে :** খালি জমি দাগ নং ১০৭১; **পূর্বে :** ফ্ল্যাট রূপ রাজ ভিলা পি-১; **পশ্চিমে :** ২০ ফুট সিরোমনি পাড়া রোড। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** সিঁড়ি এবং চাতাল ; **দক্ষিণে :** খোলা জায়গা **পূর্বে :** খোলা জায়গা; **পশ্চিমে :** ফ্ল্যাট নং জি-বি।	১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশের তারিখ ১৩.০৩.২০২৫ এনপিএ তারিখ ২৬.১২.২০২৪	এ/সি নং - ৪০৮৭৮৮১৭৩৬৭ (এইচবিএল) এবং ৪০৮৭৮৮১৭৩৮৯ (সুরক্ষা), ৪২৫৮৪১৮৬৫৬৫ (ইনস্টা টপ-আপ) ৬,৮৮,৪৪২.০০ টাকা (এইচবিএল) ৪৮,৫৩৪.০০ টাকা (সুরক্ষা) ৭৫,৫৩৫.০০ টাকা (ইনস্টা টপ-আপ) মোট বকেয়া ৮,১২,৫১১.০০ টাকা (আট লাখ বারো হাজার পাঁচশ এগার টাকা) ০৩.০২.২০২৫ অনুযায়ী। আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে ০৪.০২.২০২৫ তারিখ থেকে কার্যকর মতে উক্ত পরিমাণে সহিত পরবর্তী সুদ সহ তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণ (যেখানে প্রযোজ্য) সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তারিখ : ১৯.০৩.২০২৫
স্থান - ব্যারাকপুর
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

শেষ মুহূর্তে পরিবর্ত ক্রিকেটার নিল কেকেআর, কী রয়েছে নতুন নিয়মে

নিজস্ব প্রতিনিধি: নিলামে দল গুছিয়ে নিয়েছিল সকলে। তার পরেও বদল করতে হয়েছে তিনটি দলকে। ক্রিকেটার চোট পাওয়ায় পরিবর্ত ক্রিকেটার নিতে হয়েছে তাদের। এ বার আইপিএলের প্রায় শেষ পর্যন্ত এই বদল করতে পারে দলগুলি। তার নেপথ্যে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের একটি নতুন নিয়ম।

নিলামের পরে তিনটি দলে বদল হয়েছে। উমরান মালিক চোটে ছিটকে যাওয়ায় পরিবর্ত হিসেবে চেতন সাকারিয়াকে সই করিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। বিদেশি ব্রাইডন কার্সের বদলে উইয়ান মুল্ডারকে নিয়েছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স আবার জোড়া বদল করেছে। দুই বিদেশি আল্লাহ্ গজনফর ও লিজাড উইলিয়ামসের বদলে মুজিব উর রহমান ও কর্বিন বশকে নিয়েছে তারা। চোটের কথা মাথায় রেখে নতুন নিয়ম এনেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। সেই নিয়ম কাজে লাগিয়েই বদল করা যাচ্ছে ক্রিকেটার। আগে আইপিএলে প্রতিটি দল সাতটি ম্যাচ পর্যন্ত বদল করতে পারত। অর্থাৎ, সাতটি ম্যাচের মধ্যে কোনও ক্রিকেটার চোট পেলে তার পরিবর্ত নেওয়া যেত। সপ্তম ম্যাচের পর কেউ চোট পেলে পরিবর্ত নেওয়া যেত না। সেটা বদলে ১২টি ম্যাচ করা হয়েছে। অর্থাৎ, প্রতিটি দল নিজেদের ১২তম ম্যাচের আগে চাইলে চোট পাওয়া ক্রিকেটারের বদলে পরিবর্ত ক্রিকেটার নিতে পারে। প্রতিটি দল গ্রুপ পর্যায়ে ১৪টি করে ম্যাচ খেলে। অর্থাৎ, আইপিএলের প্রায় শেষ পর্যন্ত এই বদল করা যাবে।

যে কোনও ক্রিকেটারকে চাইলেই পরিবর্ত হিসাবে নেওয়া যাবে না। শুধুমাত্র যে ক্রিকেটারেরা নিলামের তালিকায় ছিলেন, কিন্তু দল পাননি, তাঁদেরই নেওয়া যাবে। কোনও বিদেশি ক্রিকেটার চোট পেলে তাঁর পরিবর্তে বিদেশি নেওয়া যাবে। যদি কোনও দলে বিদেশি ক্রিকেটারের আট জনের কোটা পূর্ণ না হয় তা হলে দেশীয় ক্রিকেটারের বদলেও বিদেশি ক্রিকেটার নেওয়া যাবে। তবে যদি সেই তালিকার মধ্যে থাকা কোনও ক্রিকেটারকে কোনও দল নেট বোলার হিসাবে ব্যবহার করে তা হলে সেই ক্রিকেটারকে পরিবর্ত হিসেবে নেওয়া যাবে না।

কোনও ক্রিকেটারকে পরিবর্ত হিসেবে নেওয়া হলে তিনি সেই মরসুমের শেষ পর্যন্ত দলের সঙ্গে থাকবেন। সে ক্ষেত্রে যে ক্রিকেটারের বদলে সেই ক্রিকেটারকে নেওয়া হয়েছে, তিনি আর সেই মরসুমে খেলতে পারবেন না। যে ক্রিকেটারকে পরিবর্ত হিসেবে নেওয়া হচ্ছে, তাঁর ন্যূনতম দামই তিনি পাবেন। যে ক্রিকেটার চোট পেয়ে ছিটকে যাচ্ছেন, তাঁর বেতন কাটা যাবে। কিন্তু কোনও ভাবেই দলগুলির পকেটে যে টাকা বাকি রয়েছে তার থেকে বেশি টাকা খরচ করা যাবে না।

পুরো মরসুম নয়, মাত্র একটি ম্যাচের জন্যও পরিবর্ত নেওয়া হতে পারে। তবে তার কিছু শর্ত রয়েছে। একমাত্র উইকেটরক্ষকদের ক্ষেত্রে সেই সুবিধা রয়েছে। যদি কোনও দলে থাকা প্রত্যেক উইকেটরক্ষক কোনও কারণে একটি ম্যাচ খেলতে না পারেন, তখনই সেই ম্যাচের জন্য এক জন পরিবর্ত উইকেটরক্ষক নেওয়া যাবে। এক জন উইকেটরক্ষক আবার সুস্থ হয়ে মাঠে ফিরলেই পরিবর্ত উইকেটরক্ষক দল থেকে বাদ পড়বেন।

তবে চাইলেই কোনও ক্রিকেটারের পরিবর্ত নেওয়া যাবে না। কোনও ক্রিকেটার চোট পেলে তা বোর্ডকে জানাতে হবে। বোর্ডের চিকিৎসকেরা তাঁর চোট পরীক্ষা করবেন। তাঁরা যদি দেখেন যে সেই ক্রিকেটার আর বাকি মরসুম খেলতে পারবেন না তখনই পরিবর্ত ক্রিকেটার নেওয়া যাবে। কোন দল কাকে নিতে চাইছে সেই নাম আগে থেকে বোর্ডকে জানাতে হবে। বোর্ড সবুজ সঙ্কেত দিলে তবেই সেই বদল হবে।

ম্যাচের আগে শ্রদ্ধা ‘প্রয়াত’ ফুটবলারকে, খেলা শুরু হতে ফুটবলার জানালেন তিনি জীবিত!

নিজস্ব প্রতিনিধি: বুলগেরিয়ার প্রথম সারির ক্লাব আরদা কারজালি রবিবার স্থানীয় লিগের ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল লেভস্কি সোফিয়ার। খেলা শুরুর আগে দু’দলের ফুটবলারেরা সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করেন। শ্রদ্ধা জানান কারজালির ‘প্রয়াত’ প্রাক্তন ফুটবলার পেতকো গানচেভকে। খেলা শেষ হওয়ার পর সেই শোকপ্রকাশের জন্য আবার ক্ষমা চাইতে হল ক্লাব কর্তৃপক্ষকে।

ম্যাচের দিন সকালে ক্লাবে এসে পৌঁছায় প্রাক্তন ফুটবলারের মৃত্যু সংবাদ। স্বাভাবিক ভাবেই খেলা শুরুর আগে গানচেভকে শ্রদ্ধা জানানোর সিদ্ধান্ত নেন কারজালি কর্তৃপক্ষ। ১ মিনিট নীরবতা পালন এবং শোকপ্রকাশের পর শুরু হয় খেলা। এ পর্যন্ত সব ঠিকই ছিল। খেলা শেষ হওয়ার কিছু ক্ষণ আগে সমাজমাধ্যমে গানচেভ নিজেই জানান, তিনি বহাল তবিয়তে রয়েছেন। ক্লাব কর্তৃপক্ষ কোনও ভাবে ভুল খবর পেয়েছেন। আধুনিক যুগে এমন ভুল নিয়ে তিনি বিস্ময়ও প্রকাশ করেন।

বিষয়টি জানার পরই ক্ষমা চেয়ে নিয়েছে কারজালি কর্তৃপক্ষ। ক্লাবের তরফে বিবৃতি প্রকাশ করে লেখা হয়েছে, ‘‘আরদা কারজালি আন্তরিক ভাবে দুঃখিত এবং ক্ষমাপ্রার্থী। প্রাক্তন ফুটবলার পেতকো গানচেভ, তাঁর পরিবার এবং প্রিয়জনদের কাছে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। ক্লাবের পক্ষ থেকে গানচেভের দীর্ঘ এবং সুস্থজীবন কামনা করা হচ্ছে। আমরা চাই, সুস্থ শরীরে আরও বহু বছর তিনি আরদা কারজালির সাফল্য উপভোগ করুন।’’

ক্লাব কর্তৃপক্ষ ক্ষমা চাইলেও প্রশ্ন উঠছে, কেন তাঁরা প্রাক্তন ফুটবলারের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিশ্চিত হননি।

প্রাক্তনের সুস্থতার খবর ক্লাবে স্বস্তি ফেরালেও এখনকার ফুটবলারেরা হতাশ করেছেন। ঘরের মাঠে সোফিয়ার সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করেছে কারজালি।

লাগাতার ব্যর্থতার পরেও ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলছেন না অধিনায়ক রিজওয়ান!

নিজস্ব প্রতিনিধি: খারাপ সময়েও বোর্ডের কথা মানতে নারাজ পাকিস্তানের ক্রিকেটারেরা। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে লাগাতার ব্যর্থ পাকিস্তান। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে এক দিনের ক্রিকেট হোক নিউ জল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি২০, জয় কিছুতেই আসছে না। তার পরেও বোর্ডের নির্দেশ মানতে চাইছেন না ক্রিকেটারেরা। ঘরোয়া ক্রিকেট খেলবেন না বলে জানিয়েছেন মহম্মদ রিজওয়ান।

পাকিস্তানের এক দিনের দলের অধিনায়ক হওয়ার পর এই রিজওয়ানই জানিয়েছিলেন, যখন দেশের হয়ে খেলা থাকবে না, তখন সব ক্রিকেটারের উচিত ঘরোয়া ক্রিকেট খেলা। অথচ সেই তিনিই খেলছেন না। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি দল থেকে রিজওয়ানকে বাদ দেওয়া হয়েছে। সামনে নিউ জল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজ তিনি খেলবেন।

মাঝের সময়ে পাকিস্তানে ন্যাশনাল টি২০ চ্যাম্পিয়নশিপ চলছে। কিন্তু সেখানে খেলছেন না রিজওয়ান। বদলে পেশোয়ারে একটি ক্লাবের হয়ে খেলতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। এই খবর প্রকাশের পর পাকিস্তানের সিনিয়র ক্রিকেটারদের দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। অনেকে বলছেন, অধিনায়কই যদি বোর্ডের কথা না শোনেন, তা হলে বাকিরা কেন শুনবেন। পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি দল থেকে রিজওয়ান ছাড়া বাবর আজম ও নাসিম শাহকেও বাদ দেওয়া হয়েছে। তাঁরাও ন্যাশনাল টি২০ চ্যাম্পিয়নশিপ খেলছেন না। অর্থাৎ, পাকিস্তানের সবচেয়ে সিনিয়র দুই ক্রিকেটার ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে চাইছেন না। এটি পাকিস্তানের ক্রিকেটের জন্য ভাল বিজ্ঞাপন নয়।

বর্ডার-গাওস্কর ট্রফির পর ভারতীয় ক্রিকেটারদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, ফাঁকা সময়ে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে। এ বার রঞ্জি ট্রফিতে একটি ম্যাচের জন্য হলেও বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের দেখা গিয়েছে। কিন্তু পাকিস্তান রয়েছে পাকিস্তানেই।

আমার দেশ / আমার দুনিয়া

বন্ধ ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার ৯৫ কেজি সোনা ও ৯০ কোটি নগদ

আমদাবাদ, ১৮ মার্চ: একটি বন্ধ ফ্ল্যাট থেকে বিপুল পরিমাণ সোনা এবং নগদ টাকা উদ্ধার করল গুজরাত পুলিশের সন্ত্রাসদমন শাখা (এটিএস) এবং ডায়রেক্টরেট অফ রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স (ডিআরআই)। সোমবার সন্ধ্যায় আমদাবাদের পালদি এলাকায় অল্লাশি অভিযানে যান এটিএস এবং ডিআরআই-এর আধিকারিকেরা। দীর্ঘ দিন ধরে বন্ধ থাকা একটি ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালান তাঁরা। ফ্ল্যাটের দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে তল্লাশি চালানোর সময় স্তম্ভিত হয়ে যান আধিকারিকেরা।

এটিএস জানিয়েছে, গোপন সূত্রে তাদের কাছে খবর আসে পালদি এলাকার একটি ফ্ল্যাটে প্রচুর সোনা এবং নগদ টাকা রয়েছে। সেই খবর পাওয়ার পরই এটিএস এবং ডিআরআই ওই ফ্ল্যাটে হানা দেয়। কিন্তু ফ্ল্যাটটি বাইরে থেকে বন্ধ ছিল। তার পর সেই ফ্ল্যাট ভেঙে ভিতরে ঢুকতেই ৯৫ কেজি সোনার বিস্কুট এবং নগদ ৯০ কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানতে পেরেছে ওই ফ্ল্যাটের মালিক মেঘ এবং তাঁর বাবা মহেন্দ্র শাহের। তাঁরা দু’জনেই পলাতক। তদন্তকারী এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ফ্ল্যাটের ভিতরে একটি বাক্সে ৯০-১০০টি সোনার বিস্কুট থরে থরে সাজানো ছিল। ফ্ল্যাটে থাকা একটি আলমারি থেকে তাড়া তাড়া টাকার বান্ডিলও উদ্ধার হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে পুলিশ জানিয়েছে, ওই টাকার পরিমাণ ৯০ কোটি টাকা। তবে পরিমাণ আরও বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

এটিএসের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অফ পুলিশ (এসিপি) এসএল চৌধরি বলেন, ‘৯৫ কেজির বেশি সোনার বিস্কুট, গয়না এবং নগদ ৯০ কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছে।’ এসিপি আরও জানিয়েছেন, মনে করা হচ্ছে, অভিযুক্তেরা বড়সড় কোনও পাচারচক্রের সঙ্গে জড়িত। তবে দু’জনই পলাতক। তাঁদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। ডিআরআই-এর এক আধিকারিক জানিয়েছেন, টাকা গোনা এবং সোনা ওজনের যন্ত্র আনা হয়েছে।

তবে এই প্রথম নয়, আমদাবাদে এর আগেও ২০২০ সালে একটি গুদামঘর থেকে ১০০ কেজি সোনা এবং সুরাতের একটি ফ্ল্যাট থেকে নগদ ১০ কোটি টাকা উদ্ধার হয়।

প্রাকৃতিকভাবে মারণরোগকে জয়

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ: মারণ রোগ ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে বাঁচার আশা প্রায় ত্যাগই করে ফেলেছিলেন। জবাব দিয়ে দিয়েছিল দেশের প্রথম সারির হাসপাতালগুলোও। কিন্তু এইসব ক্যানসার রোগীদেরই সম্পূর্ণ সুস্থ্য করে তুলেছে হসপিটাল অ্যান্ড ইনস্টিটিউট অফ ইন্টেগ্রেটেড মেডিক্যাল সায়েন্সেস) এইচআইআইএমএস। জীবনযুদ্ধে জয়ী এইসব রোগীদের নিয়েই এদিন এক সাংবাদিক সম্মেলন করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। ডা বিশ্বরূপ রায় চৌধুরী এবং আচার্য মণীশের নেতৃত্বে এদিন আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বিভিন্নরকমের থেরাপির মাধ্যমে কিভাবে রোগীরা প্রাকৃতিকভাবে মারণরোগকে জয় করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছেন তাও তুলে ধরা হয়।

কেনেডি হত্যাকাণ্ডে ৮০ হাজার পৃষ্ঠার গোপন নথি প্রকাশ

ওয়াশিংটন, ১৮ মার্চ: আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি হত্যাকাণ্ড নিয়ে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন মঙ্গলবার প্রায় ৮০ হাজার পৃষ্ঠার গোপন নথি জনসমক্ষে প্রকাশ করবে।

ট্রাম্প সোমবার এ তথ্য জানিয়েছেন। এর আগে ১৯৬৩ সালের বহুল আলোচিত ও রহস্যঘেরা ওই হত্যাকাণ্ড নিয়ে এ নথি প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। ওয়াশিংটনের দ্য কেনেডি সেন্টারে সোমবার এক পরিদর্শন শেষ সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এ সময় তিনি বলেন, ‘এটির জন্য লোকজন দশকের পর দশক অপেক্ষা করে আছেন। এটি খুবই কৌতূহলোদ্দীপক হতে যাচ্ছে।’

দ্বিতীয় মেয়াদে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর চলতি বছরের শুরুর দিকে ট্রাম্প একটি নির্বাহী আদেশে সই করেছিলেন। সে আদেশে কেনেডি ও তাঁর ভাই রবার্ট কেনেডি এবং মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র হত্য সংশ্লিষ্ট নথিপত্র প্রকাশের পরিকল্পনা পেশ করতে ফেডারেল সরকারকে নির্দেশ দেন তিনি। গত ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুতে মার্কিন কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (এফবিআই) জানায়, কেনেডি হত্যাকাণ্ড নিয়ে তারা নতুন হাজারো নথি পেয়েছে। ট্রাম্পের নির্বাহী আদেশ মানতে গিয়ে তারা এসব নথির অনুসন্ধান শুরু করেছিল।

ওই সময় এফবিআই জানিয়েছিল, অনুসন্ধানে প্রায় ২ হাজার ৪০০টি নতুন তালিকাভুক্ত ও ডিজিটালাইজড নথি পাওয়া গিয়েছে। এর আগে জন এফ কেনেডি হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে এসব নথির সম্পর্ক আছে বলে মনে করা হত না। ১৯৬৩ সালের ২২ নভেম্বর তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডিকে টেক্সাসের ডালাসে হত্যা করা হয়। দশকের পর দশক তাঁর হত্যাকাণ্ডকে ঘিরে অনেক ষড়যন্ত্র তত্ত্ব তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন সমীক্ষায় এ হত্যাকাণ্ডের আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে নানা সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে।

২০২৩ সালের গ্যালাপের এক সমীক্ষায় ৬৫ শতাংশ মার্কিন নাগরিক বলেছিলেন, লি হার্ভে অসওয়াল্ড একাই জন এফ কেনেডিকে হত্যা করেছিলেন বলে ওয়ারেন কমিশন যে ফয়সালা দিয়েছিল, তা তাঁরা বিশ্বাস করেন না। ট্রাম্পের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও রবার্ট এফ কেনেডির ছেলে রবার্ট এফ কেনেডি জুনিয়র ২০২৩ সালে এক সাক্ষাৎকারে দাবি করেছিলেন, তাঁর চাচার হত্যাকাণ্ডে সিআইএ জড়িত থাকার ব্যাপারে ‘অকাট্য’ ও ‘অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য’ প্রমাণ রয়েছে।

প্রসঙ্গত, হোয়াইট হাউসের দায়িত্ব নিয়ে প্রথম সপ্তাহেই ট্রাম্প কেনেডি হত্যা নিয়ে গোপন নথি প্রকাশের জন্য নির্বাহী আদেশ দেন; পাশাপাশি নাগরিক অধিকার কর্মী লুথার কিং জুনিয়র ও সাবেক সিনেটর রবার্ট কেনেডি হত্যা নিয়ে নথি প্রকাশের অঙ্গীকার করেন। লুথার কিং ও রবার্ট কেনেডি দুজনই ১৯৬৮ সালে খুন হন।

NIT No. SFDC/MD/NIT-19(e)/2024-25
SFDC Ltd. Invites bid for 3 (three) nos. works at UNDP Fisheries Project & Alampur Fisheries Project, Purba Medinipur, total amounting to Rs.1,24,09,146.00. Last date of (online) bid submission on **03/04/2025 upto 3.00 p.m.** and date of opening technical bid on **07/04/2025 at 3.00 p.m.** respectively. For details, please visit our website - **www.wbsfdcltd.com or https://wbtenders.gov.in**.

RAJIBPUR BIRA GRAM PANCHAYAT
Habra II Development Block
Vill.Patdanga, P.O.-Bira, Ballavpara, P.S.-Ashoknagar, Dist.: North 24 Parganas
NOTICE INVITING TENDER
NIT No.: RB/108/2024-2025, RB/109/2024-2025, RB/110/2024-2025, Date- 18.03.2025. 3 (three) nos. of E-Tender has been invited on behalf of Prodhan, Rajibpur Bira Gram Panchayat. Details contact website: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Rajibpur Bira Gram Panchayat

Bhastara Gram Panchayat
Bhastara, Gurap, Hooghly
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are invited from the experienced and resourceful bidders vide **e-NIT No.: 10/ Bhastara GP/2024-25, Date: 17.03.2025** for Installation and repairing of street light of Bhastara GP all sansad under **15th FC Fund.** Bid Submission End Date: **24.03.2025 up to 12:00 PM.** Technical Bid Opening Date: **26.03.2025 at 12:00 PM.** For details please visit undersigned GP Office & www.wbtenders.gov.in
Sd/-,
Prodhan
Bhastara Gram Panchayat

BONGAON MUNICIPALITY
Balance work of Cement Concrete Road restoration in different wards under AMRUT project within Bongaon Municipality.
Tender reference- WBMAD/AMRUT/NIeT/108/BM/2024-25/PWD, Date: 18.03.2025
Tender ID- 2025_MAD_828318_1, 2025_MAD_828318_2
1. Bid Submission Start date- **18.03.2025 at 06.55 PM.** 2. Prebid meeting date- **26.03.2025 at 02.00 PM.** 3. End date- **02.04.2025 at 10.00 AM.** 4. Bid opening date- **04.04.2025 at 10.00 AM.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- Chairman
Bongaon Municipality.

BONGAON MUNICIPALITY
Balance work of Bituminous Road restoration in different wards under AMRUT project within Bongaon Municipality.
Tender reference- WBMAD/AMRUT/NIeT/107/BM/2024-25/PWD, Date: 18.03.2025
Tender ID- 2025_MAD_828309_1, 2025_MAD_828309_2
1. Bid Submission Start date- **18.03.2025 at 06.55 PM.** 2. Prebid meeting date- **26.03.2025 at 02.00 PM.** 3. End date- **02.04.2025 at 10.00 AM.** 4. Bid opening date- **04.04.2025 at 10.00 AM.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- Chairman
Bongaon Municipality.

DIAMOND HARBOUR MUNICIPALITY
Diamond Harbour, 24- Pgs(S), WB:743331
Auction Notice
ডায়মন্ড হারবার পৌরসভার ০১/০৪/২৫ হইতে ৩১/০৩/২০২৬ সময় কালের জন্য Diamond Harbour Landing Ghat (Hanra to Kholakhali), Panchain Pukur, Ward No. 10, এবং ৯ (নয়) টি Pay & Use Toilets ০১/০৪/২৫ হইতে ৩১/০৩/২০২৭ সময় কালের জন্য আগামী ২৬/০৩/২০২৫ তারিখ বুধবার বেলা ৩ টার সময় ডায়মন্ড হারবার পৌরসভা অফিসে লিজ বন্দোবস্তের জন্য প্রকাশ্য নিলাম আহ্বান করা হইবে। বিশদ জানতে ডায়মন্ড হারবার পৌরসভা অফিসে/ website:www.diamondharbourmunicipality.org যোগাযোগ করুন।
Sd/- Chairman
Diamond Harbour Municipality
South 24 Parganas

E-TENDER NOTICE
LABPUR PANCHAYAT SAMITY
Labpur, Birbhum
NIeT No.- 16/EO/2024-25 & 17/EO/2024-25
E-Tenders are invited for 8 nos Civil & Electric works. Bid Submission start-**18th & 19th March 2025.**, Ends- **2nd March 2025.** For more details please visit www.wbtenders.gov.in or office notice board.
Sd/-
Executive Officer
Labpur Panchayat Samity

TENDER NOTICE
E Tender is invited through online Bid System vide NIeT No: - **12/ Raipur GP/2024-25 & 13/Raipur GP/2024-25 With Vide Memo No. 152/ RGP/2024-25 & 153/ RGP/ 2024-25, Dated: - 17-03-2025,** The Last date for online submission of tender is **24/03/2025 Up to 11.00 A.M.** For details, please visit website:- htpps://wbtenders.gov.in
Sd/-, Prodhan
Raipur Gram Panchayat

NOTICE INVITING e-Tender
NIeT is hereby invited on behalf of the **Chairman, Taki Municipality** vide **e-tender for 4 nos of Development works with in Taki Municipality under BEUP Fund vide NIeT No.-12/WBMAD/ TM/24-25, Dated- 17.03.2025.** Bid opening starts from **19/03/25 at 12:00 pm.** Last date of receiving application:**-02/04/25, up to 12 p.m.** For details please contact Taki Municipality and visit **www.takimunicipality.in**
SD/- Chairman
Taki Municipality

Notice e-Tender
The Prodhan Garibpur Gram Panchayat invites e-Tender through e-Procurement System from the bonafied and resourceful Contractors for **NIeT No.: 14/ PRODHAN/ GARIBPUR GP/2024-25.** (FOR-7 Nos WORKS) Dated: **12.03.2025.** Last date of Bid submission **28.03.2025 upto 02:00 Hours.** For details please visit website www://wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan
Garibpur G.P.
DOMKAL BLOCK,
MURSHIDABAD

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নং. এসডিএসটিই-ইটিএন-ওআরএইচ-এনডিএলএস-২০২৫, তারিখ ১৭.০৩.২০২৫। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া, পূর্ব রেলওয়ে, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক টেন্ডার নং. এসডিএসটিই-ইটিএন-ওআরএইচ-এনডিএলএস-২০২৫-এর অন্তর্গত নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম ঃ** পূর্ব রেলওয়ের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ওআরএইচগুলিতে যেমন ডে. সিই কন্সট্রাকশন স্টেট এন্ট্রি রোড (নয়াদিল্লি), এসসি-৭ বসন্ত রোড (নয়াদিল্লি) এবং গৌরী সদন (নয়াদিল্লি), হাওড়া ওল্ড কমপ্লেক্স ও হাওড়া নিউ কমপ্লেক্স-এ নিরাপত্তা ও নজরদারির জন্য সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ₹ ১৮,৯৯,৭৮৩.৯৯; **বায়না অর্থ ঃ** ₹ ৩৮,০০০.০০; টেন্ডার নথির মূল্য ঃ ₹ ০.০০; **বিডিং সিস্টেম ঃ** সিঙ্গল প্যাকেট; **বিডিং শুরুর তারিখ ঃ** ২৭.০৩.২০২৫; **অফারের বৈধতা (দিন) ঃ** ৬০; **সমাপ্তির মেয়াদ ঃ** ৪ মাস। **টেন্ডার সমাপ্তির তারিখ এবং সময় ঃ** ১০.০৪.২০২৫, দুপুর ৩টায়। বিডাররা তাদের মূল/সংশোধিত বিডগুলি কেবলমাত্র শেষ তারিখ এবং সময় পর্যন্ত জমা দিতে পারবে। এই টেন্ডারের জন্য ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং প্রাপ্ত এই ধরনের ম্যানুয়াল অফার উপেক্ষা করা হবে। HWH-684/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ০৫-ডিসিই-সিওএন-আরওবি-এসডিএইচ-২৪-২৫, তারিখ ১৭.০৩.২০২৫। ই-টেন্ডারিংয়ের জন্য টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ডে. চিফ ইঞ্জিনিয়ার (সিওএন)/আরওবি, পূর্ব রেলওয়ে, আরএমএস বিল্ডিং(৩য় তল ও ৪র্থ তল), শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **কাজের নামঃ ই-টেন্ডার নং.ঃ** ০৫-ডিসিই-সিওএন- আরওবি-এসডিএএইচ-২৪-২৫ঃ এনডিডি ইয়ার্ড/চিৎপুর/পূর্ব রেলওয়েতে বন্দে ভারত ট্রেনের রক্ষণাবেক্ষণ পরিকাঠামো এবং রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধার উন্নয়নের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, মাস্টার প্ল্যানিং, আরবান ডিজাইনিং, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং জিও-টেকনিক্যাল ইনভেস্টিগেশন সহ বিশদ প্রকল্প রিপোর্ট (ডিপিআর) তৈরির জন্য প্রযুক্তিগত পরামর্শ প্রদান। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ₹ ২৫.৫৫ লাখ (প্রায়); **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য; **বায়না অর্থ (টাকা)ঃ** ₹ ৫১,১০০; **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ০২ (দুই) মাস; **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ০৪.০৪.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টায়। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বিশদ বিবরণ, নথি এবং প্রয়োজনীয় যোগ্যতার মানদণ্ড সহ সময়ে সময়ে জারি করা সংশোধনী ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারের জন্য বিডিং উপরের ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। এই টেন্ডারের জন্য কোনও ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং যদি কোনও ম্যানুয়াল অফার প্রাপ্ত হয় তবে তা গৃহীত হবেনা এবং সরাসরি বাতিল করা হবে। CON-93/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

K(23-25) অ্যাসোসিয়েশন অফ অ্যাপার্টমেন্ট ওনার্স আপনাদের জানাচ্ছে যে আগামী ২৩শে মার্চ সকাল ১০ ঘটিকায় আমরা আমাদের বিল্ডিং রিপেয়ার ও রঙের জন্য কোটেশন ওপেন করবো। আপনারা যারা কোটেশন দিতে আগ্রহী, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করুন ঃ
K(23-25) অ্যাসোসিয়েশন কমিটি
৮৬১৭৩০৪০৭৮, শুখোবৃষ্টি, শাপূরজি, কলকাতা - ৭০০১৩৫

সংশোধনী
গত ১৮.০৩.২০২৫ তারিখে ‘**একদিন**’ দৈনিক বাংলা পত্রিকায় প্রকাশিত উল্লেখিত **Reference No. 126/ M-II/2025, 127/M-II/2025, 130/M-II/2025, 131/M-II/2025, Date 13.03.2025** টেন্ডার নোটিশ যার ‘টেন্ডার আইডি’ 2025_ZPHD_827324_1 এর পরিবর্তে **2025_ZPHD_827327_1** পড়তে হবে। বাকি সব অপরিবর্তিত থাকবে। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য দুঃখিত। **Sd/- Prodhan**
Mogra-II Gram Panchayat

Corrigendum Notice
In the Tender of **Jagadishpur Gram Panchayat,** Tender Reference No.:- **WB/HOW/BJPS/ JGP-372 to 375/NIT-37 to 40/2024-25, Date: 06.03.25** published in ‘Ekdin’ Bengali News Daily & ‘Morning India’ English News Daily on 08.03.2025 the ‘Last Date of Bid Submission’ will be **12.03.2025** instead of 12.12.2024. Others information will be remain same. Inconveniene caused deeply regretted.

MAKARDAHA-II GRAM PANCHAYAT
JOTGIRI, LAKSHMANPUR, HOWRAH
e-Tender Inviting Notice
Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **Tender Reference no.:- i) HOW/DOMJUR /MAK-II/NIT/39/2024-25, dated 17.03.2025, Fund: 15TH FC.** Bid submission start date: **18.03.2025 at 02.00 PM.** Last date of Bid submission : **25.03.2025 up to 05.00 PM.** Date of opening: **28.03.2025 at 11.00 AM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.
Sd/-
Prodhan
Makardaha-II Gram Panchayat

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 355 to 360/2024-2025 Dated- 18-03-2025
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civi & Electrical works at Dakshin Dinajpur, Paschim Medinipur, North 24 Parganas, Nadia and Hooghly District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **19-03-2025 after 9.00 am.** Bid submission end date- **25-03-2025 and 11-04-2025 upto 3.00 pm**
Date: 18.03.2025 **Sd/- Executive Engineer**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

ঘুরে ট্যুরে

পলাশ বিছানো পথে

ডা সতীনাথ ভট্টাচার্য

অবাক চোখে চেয়ে দেখলাম, কিভাবে দিগন্ত বিস্তৃত ফুলের আগুনে পুড়ছে অবুঝ ফাগুন। ছোট ছোট টিলার পাশ দিয়ে গাড়ি এগিয়ে চলেছে পুরুলিয়ার বরন্তির দিকে। মনে হলো, প্রকৃতিরাণী যেন পথে পলাশ ছড়িয়ে আমাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। পথিমধ্যে এক জায়গায় থেমে গেলাম আমরা। একটি খোলা জায়গায় প্রকৃতিদেবী যেন তার রূপের ডালি মেলে ধরেছে। গাছে গাছে ফুটে আছে শুধুই পলাশ। বিস্মিত হয়ে দেখলাম, অনেক পলাশ গাছে একটিও পাতা নেই, কিন্তু গাছের সারা শরীর জুড়ে পলাশের রক্তিমা।

‘আজ ফাগুনে আগুন লাগে পলাশে শিমূলে / অজয় শিলাই কংসাবতী দামোদরের কূলে’। তা দেখার জন্য মন ছটফট করছিলো অরাজনৈতিক নদীপ্রেমী নাগরিক সংগঠন ‘সেভ জলঙ্গি’র সভাপতি, খ্যাতনামা স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞ ও প্রকৃতিপ্রেমী ডা যতন রায়চৌধুরীর। তিনি লাল পাহাড়ির দেশ, রাঙা মাটির দেশ পুরুলিয়ায় প্রস্ফুটিত পলাশের শোভা দেখতে যাবেন বলে মনস্থির করে ফেলেন। এই সফরে তাঁর সাথে পা মেলাতে এগিয়ে আসেন প্রখ্যাত স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞ ও প্রকৃতিপ্রেমী , যতনজায়া ডা সঙ্গীতা রায়চৌধুরী, বিশিষ্ট পরিবেশ ও সমাজকর্মী শুভঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নামকরা পরিবেশকর্মী ও আলোকচিত্রী শুভব্রত মৈত্র। ডা যতন রায়চৌধুরী আমাকে তাঁর সফরসঙ্গী হতে অনুরোধ জানান। এতোসব জ্ঞানীগুণী মানুষের সান্নিধ্যলাভের বিরল সুযোগ হাতছাড়া করি নি। তাই, ডা রায়চৌধুরীর এক কথাতেই রাজী হয়ে যাই।

গত ১১ মার্চ সকালে পলাশের টানে পুরুলিয়া অভিমুখে রওনা দিলাম আমরা। কৃষ্ণনগরে অঞ্জনা নদীর পাড় পেরিয়ে নবদ্বীপে গঙ্গার উপর দিয়ে এগিয়ে চললো আমাদের গাড়ি। পথিমধ্যে চৈতন্যধাম নবদ্বীপে দেখা গেলো দোলযাত্রা উপলক্ষে নগর পরিক্রমা। চামর দুলিয়ে বিগ্রহকে কাঁধে নিয়ে এগিয়ে চলেছেন বৈষ্ণবগণ। কৃষ্ণনামে তখন মুখরিত আকাশ-বাতাস। খানিক এগিয়ে দেখতে পেলাম আরেক অপরূপ দৃশ্য। হরিনাম-সংকীর্তন সহযোগে একজন মহাকালীর প্রতিমা মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছেন। শাক্ত ও বৈষ্ণবের এই মেলবন্ধন বোধহয় একমাত্র এই চৈতন্যভূমেই দেখা যায়।

এরপর পশ্চিম বর্ধমানে দেখা মিললো ‘বাংলার দুখ’ দামোদর নদের। দামোদরের বুকের ওপর দিয়ে এগিয়ে চললো আমাদের গাড়ি। রাণীগঞ্জ পেরিয়ে বাঁকুড়ার শালতোড়ার দিকে চলেছি আমরা। শালতোড়ার কাছাকাছি আসতেই চোখে পড়লো পথের দু’ধারে গাছে গাছে টিয়াপাখির ঠোঁটের মতো পাপড়ি মেলে আছে পলাশ ফুল। পলাশের রক্তিম আভা গায়ে মেখে শালতোড়াতে খানিক দাঁড়ালাম আমরা। সেখানে চা-বিস্কুট খেয়ে আবার উঠে পড়লাম গাড়িতে। অবাক চোখে চেয়ে দেখলাম, কিভাবে দিগন্ত বিস্তৃত ফুলের আগুনে পুড়ছে অবুঝ ফাগুন। ছোট ছোট টিলার পাশ দিয়ে গাড়ি এগিয়ে চলেছে পুরুলিয়ার বরন্তির দিকে। মনে হলো, প্রকৃতিরাণী যেন পথে পলাশ ছড়িয়ে আমাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। পথিমধ্যে এক জায়গায় থেমে গেলাম আমরা। একটি খোলা জায়গায়

প্রকৃতিদেবী যেন তার রূপের ডালি মেলে ধরেছে। গাছে গাছে ফুটে আছে শুধুই পলাশ। বিস্মিত হয়ে দেখলাম, অনেক পলাশ গাছে একটিও পাতা নেই, কিন্তু গাছের সারা শরীর জুড়ে পলাশের রক্তিমা। নিজের অজান্তেই মন গুনগুনিয়ে ওঠে রবীন্দ্রসুর - ‘ওরে পলাশ, ওরে পলাশ, / রাঙা রঙের শিখায় শিখায় / দিকে দিকে আগুন জ্বলাস - / আমার মনের রাগ রাগিণী / রাঙা হলো রঙিন তানে।।’ এখানে বেশ কয়েকজন পর্যটককে দেখতে পেলাম। মনে মনে অনুভব করলাম, কিভাবে একটি ফুল পর্যটনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠতে পারে।

এরপর আমাদের গন্তব্য বরন্তির ‘সলিটারি ভেল রিসর্ট’। গ্রামের ভেতর দিয়ে এগোচ্ছে গাড়ি। পথের দু’ধারে মাটির বাড়ি। বরন্তির গরঙ্গী পাহাড়ের কোলে নিরিবিলি পরিবেশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে ‘সলিটারি ভেল রিসর্ট’। তার মনোরম সৌন্দর্যে চোখ যথেষ্ট আরাম পায়। রিসর্টে ঢুকে সামনেই দেখা গেলো খুব সুন্দর এক শিবমন্দির। সেখানে রয়েছে একটি শিবলিঙ্গ। মন্দিরের কাছেই সুইমিং পুল, বসার জায়গা, দোলনা আর পাখির খাঁচা। এখানে পৌঁছানোমাত্রই রিসর্টের নির্মাতা অভিজিৎ ঘোষের আন্তরিক আপ্যায়ন ও আতিথেয়তা মুগ্ধ করলো। তাঁর কাছে জানা গেলো যে, একদা শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এই অঞ্চলে একটি মন্দিরে এসেছিলেন। তাই, তাঁর নামানুসারে এই পাহাড়ের নাম হয়েছে গরঙ্গী। এখানে মাঝেমধ্যে বাঘ ও বিড়ালের মাঝামাঝি এক অদ্ভুত দর্শন প্রাণী আধাবাঘের দেখা পাওয়া যায়। এখানেই মধ্যাহ্নভোজন সেরে নিলাম। প্রতিটি রান্নাই ছিল সুস্বাদু। রিসর্টের ভেতরে খানিক ঘোরাঘুরি করে বেরিয়ে পড়লাম বরন্তি লেকের উদ্দেশ্যে। মাঝপথে এক জায়গায় নেমে পড়লাম সকলে। সেখানে পাহাড়ের পাদদেশ জুড়ে ফুটে থাকা পলাশ আর ভাঁটফুল দেখে চোখ জুড়িয়ে গেলো। এখানে দেখলাম এক শহুরে দম্পতি পলাশের মধু পান করছেন। মনে পড়ে গেলো নজরুলের গান - ‘পলাশ ফুলের মৌ পিয়ে ওই বউ কথা কও উঠলো ডেকে’। এবার পৌঁছালাম বরন্তি লেকে। রবন্তি পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত এই অতি সুন্দর লেকে সূর্যাস্ত দেখার অভিপ্রায়ে অনেক পর্যটকের সমাগম হয়েছে। এক স্থানীয় আদিবাসী যুবক কাজ শেষে লেকে স্নান করছেন।

‘বেলা-শেষের ছায়ায় পাখিরা যায় আপন কুলায়-মাঝে’। স্থানীয় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পলাশের মালা গেঁথে বিক্রি করছে। শুনতে পেলাম, হাতে, গলায়, মাথায় পলাশের মালায় সুসজ্জিতা এক শহুরে সদ্য তরুণী গুনগুন করে গাইছেন - ‘মম চিত্তে পাশ ফিরতে /আজ পলাশ ফুলের কাব্য / নিতি নৃত্যে ফুল ছিঁড়তে / শুধু তোমার কথাই ভাববো / আজ হাওয়া বেপরোয়া / দিলো সন্ধ্যে পাখির ঝাঁক / এই বিকেল আর বেল ফুল / হৃদমাঝারে থাক।’

এক মনোরম নৈসর্গিক দৃশ্য দু’চোখ ভরে দেখলাম। আকাশের একদিকে আবির ছড়িয়ে সূর্য ডুবছে আর অন্য দিকে স্নিগ্ধতার পরশ দিয়ে চাঁদ উঠছে। এক সময় সূর্য ডোবার পালা সাঙ্গ হয়ে ‘এলো ঢেউ কুচকুচ সন্ধে’। এবার ফেরার পালা। কিংসুকের প্রমত্ত উল্লাসমাখা বসন্তসন্ধ্যায় আমাদের গাড়ি এগিয়ে চললো কৃষ্ণনগরের দিকে।

ঘুরে আসুন গুড়াপ নন্দদুলাল জিউ মন্দির

ডাঃ শামসুল হক

এই বাংলার ঐতিহ্যমন্ডিত দেব দেউলের কথা মনে পড়লে অতি অবশ্যই মনে পড়তে বাধ্য হুগলির সেই বিখ্যাত দেবালয়, নন্দদুলাল জিউ মন্দিরের কথাও। কলকাতা থেকে ষাট কিলোমিটার দূরবর্তী মফঃস্বল শহর গুড়াপের নাগ পাড়ায় অবস্থিত সেই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে। বর্ধমানের রাজ দরবারের অধীনে থাকা রামদেব নাগের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই মন্দির। পঞ্চাশ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট সেই মন্দিরের আছে দুটি স্তম্ভ। মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির হরেক ধরণের কারুকার্য দেখলে পরম তৃপ্তিতে ভরে ওঠে সমগ্র মনপ্রাণও। সেই সমস্ত কাজের মধ্যে থাকা হরেক ধরণের ফুল , লতাপাতা , জীবজন্তু ইত্যাদির চিত্র এতটাই জীবন্ত হয়ে উঠেছে যে সেটা দেখে অতি সহজেই উপলব্ধি করা যায় আগের দিনের চিত্রকরদের অসামান্য অঙ্কন ক্ষমতার কথাও। মন্দিরের গায়ে অতি সযত্নে আঁকা দেবদেবীর মূর্তিও আবার সেই সৌন্দর্যেরই মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে আরও বহুগুণ।

নানান ধরণের ঝড়ঝঞ্ঝা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে মন্দিরের গায়ের টেরাকোটার কারুকার্য অবশ্য অনেকটাই নষ্ট হয়েও গিয়েছিল। সংস্কার করা হয়েছে সেইসব কাজের। কিন্তু নতুন কাজের সঙ্গে পুরাতন সেই কারুকার্যের অনেক অমিল ও দেখা গেছে। তাই তাই অতি সহজেই বোঝা গেছে শিল্প নৈপুণ্যের পার্থক্যটাও । কিন্তু তাই বলে নতুন সেই কাজকেও কোনভাবে খাটো করে দেখা উচিত হবে না। কারণ সেখানেও মেলে নতুনত্বের আস্বাদন।

মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রতিষ্ঠিত আছে কষ্টিপাথরের তৈরি নন্দদুলাল এবং অষ্টধাতুর রাধারাণীর বিগ্রহ। তাঁদের পুজো হয় প্রতিদিনই। একসময় মন্দিরের ভিতরে প্রতিষ্ঠিত নন্দলালের মূর্তিটা কোন কারণে ভেঙে যায়। সেটা অবশ্য নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিতও হয়। আবার ১৯৬০ সালে চুরি হয়ে যাওয়া রাধারাণীর মূর্তিটা নিয়েও মহা সমস্যার মধ্যেই পড়তে হয়েছিল মন্দির পরিচালক সমিতিকে। অবশেষে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল তাঁর মূর্তিও। চলে নিত্যদিনের পুজোও । পুজো হয় ভেঙে যাওয়া সেই নন্দলালের মূর্তিরও। তবে বর্তমানে সেই মূর্তি রাখা আছে মন্দির সংলগ্ন অন্য একটা ঘরে এবং সেখানেই তাঁর পুজো হয়। মন্দিরের মধ্যে আছে গোপালের দুটি মূর্তিও। সেই মূর্তির একটি স্থাপন করেছিলেন প্রতিষ্ঠাতা রামদেব নাগেরই কন্যা।

গুড়াপ নন্দলাল জিউ মন্দিরের দক্ষিণ দিকে আছে শ্রীশ্রী গোপেশ্বর শিবের একটা মন্দিরও। সেই মন্দির গাত্রে অঙ্কিত আছে দৃষ্টিনন্দন অনেক টেরাকোটার কারুকার্যও। প্রতিদিনের পুজো চলে সেখানেও। মন্দিরের পাঁচিলের বাইরে দিকে আছে নন্দলালের দোলমঞ্চ। আগে সেখানে একটা রাসমঞ্চও ছিল। কিন্তু এখন সেটা নষ্ট হয়ে গেছে। দোলমঞ্চের খিলান এবং কাছাকাছি স্থানে আছে টেরাকোটার দৃষ্টিনন্দন অনেক কারুকার্যও।

প্রখ্যাত ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ ডেভিড ম্যাচাক্কান বাংলার অনেক মন্দিরের স্থাপত্য নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই নানান ধরণের গবেষণার কাজে ব্যস্ত ও ছিলেন। গবেষণা করেছেন পোড়ামাটি অর্থাৎ টেরাকোটার কাজকর্ম নিয়েও। ১৯৬২ সালে প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গেও এই নিয়ে অভিযান চালান এবং আর তারপর থেকে সেই কাজ ভালভাবে বুঝে নেওয়ার জন্য নিজেকে ব্যস্ত ও রেখেছিলেন তিনি। তাঁর অসাধারণ সেইসব কীর্তিকলাপের মধ্যে আছে ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর স্টাডিজ অব বেঙ্গল আর্ট এর মাধ্যমে লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে সংরক্ষিত রাখা অজস্র ছবি এবং অন্যান্য নিদর্শন সমূহও। সেখানে অতি সযত্নেই সংরক্ষিত আছে বাংলার মন্দির সংলগ্ন ধর্মীয় শিল্পকলা এবং এই বাংলার পড়ুয়াদের পাটশিল্পের অনেক কথা এবং কাহিনীও। সেখানে সংরক্ষিত আছে গুড়াপের নন্দদুলাল জিউ মন্দিরের কথা এবং সেইসঙ্গে টেরাকোটার কাজের কথাও।